উদ্-যাপন

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল,
প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৪

মূল্য ১।৷০, মাত্র।

উৎসর্গ

—০—

আমার

পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের

শ্রীচরণে।

নিবেদন

"দেবী ও দানবী", "পুণ্যের সংসার" প্রভৃতি প্রণেতা প্রতিভাশালী সুলেখক, আমার কনিষ্ঠ সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের আদ্যন্ত দেখিয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পরামর্শ দিয়া, এবং মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে সহায়তা করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত এই পুস্তকখানি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না।

২৯।১ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট,
কুমারটুলি—কলিকাতা।
মহালয়া—২৯শে আশ্বিন, ১৩২৪

শ্রীসূর্য্যপদ।

প্রথম খণ্ড

উদ্‌-যাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ কলিকাতা সিটি কলেজে ভারি ধূম। ৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলেজের বাৎসরিক অধিবেশন। সুন্দর ভাবে কলেজ-ভবনটি সাজান হইয়াছে। নানাপ্রকারের রঞ্জিত পতাকা পত পত শব্দে আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছে। বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি ও বিচিত্রিত বৃক্ষ-পল্লবে কলেজ গৃহ সুশোভিত হইয়াছে। সভায় বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর, কলেজের ছাত্রবৃন্দের এবং শিক্ষিতা মহিলা-গণের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আমাদের সুধাংশুমোহন সিটি কলেজে বি, এ, পড়েন, সুতরাং তিনিও একজন আহূত ব্যক্তি। সুধাংশু নিজে বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর গুণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। যদিও তিনি প্রাতঃকাল হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ঠিক ৫টার সময় সভায় উপস্থিত হইবেন, তথাপি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় ১৫ মিনিট পরে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন "ন স্থানং তিল ধারণে।"

সভাগৃহটি চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রবেশের পথে বাম পার্শ্বে

উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের বসিবার স্থান—দক্ষিণ পার্শ্বে কলেজের ছাত্রবৃন্দের বসিবার আয়োজন। আর গৃহটির অপর অংশে একদিকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের ব্যবস্থা ও অন্যদিকে শিক্ষক মণ্ডলীর ও কলেজের 'ভূতপূর্ব্ব' উপাধিধারী ছাত্রদিগের বসিবার বন্দোবস্ত ছিল। এবং অন্য অংশের মধ্যস্থলে সভাপতির মঞ্চ বা আসন।

সুধাংশুমোহন প্রবেশ করিয়াই একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। অগ্রসর হইয়া কোথায় যাইবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। অথচ সভাগৃহ ত্যাগ করিবারও সাহস হইল না। অকূল পাথারে কাণ্ডারী বিহীন তরীর মত তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার কোটের পশ্চাদ্‌ভাগে একটু টান পড়িল। ফিরিয়া দেখেন তাঁহার সহপাঠী প্রতুলচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া সুধাংশুর প্রাণে একটু সাহসের সঞ্চার হইল তিনি অকূলে কূল পাইলেন। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইতেই পার্শ্বস্থিত সহস্র দর্শকমণ্ডলীর কটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইল।

প্রতুল চন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি ভায়া! এতক্ষণে সময় হলো?"

সুধাংশুমোহন অপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন—

"হাঁ। আমার একটু বিলম্ব হয়েছে।"

"তা যাই হো'ক—আর অগ্রসর হ'য়ে ফল কি? এইখানেই একটু স্থান ক'রে নিতে হবে।" এই বলিয়া প্রতুলচন্দ্র পার্শ্বস্থিত বন্ধুদের একটু চাপিয়া ও ঘেঁসিয়া বসিলেন এবং অতি কষ্টে "ন

স্থানের” মধ্যেও সুধাংশুর জন্য কোন রকমে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত স্থান বাহির করিয়া দিলেন। সুধাংশুমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে সেই স্থান টুকু অধিকার করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সভায় বক্তৃতা আবৃত্তি প্রভৃতি কত কি হইতেছিল। কিন্তু এই দুইটি বন্ধুর সে দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। দুই চারি কথার পর সুধাংশুমোহন দেখিলেন তাঁহার ঠিক বাম দিকে মহিলাদের বসিবার অংশে একটি প্রৌঢ়া রমণী ও তৎপার্শ্বে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা আস্তে আস্তে কি কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহারা এই দুইটীর বন্ধুর প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সুধাংশুমোহন প্রকাশ্যভাবে সে দিকে কোন লক্ষ্য করিলেন না বটে কিন্তু ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে সমস্তই দেখিতেছিলেন। ক্ষণেক পরে বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মহিলাদের মধ্যে তাঁহার আত্মীয় বা পরিচিত কেহ আছেন কি না। প্রতুলচন্দ্র অম্লানবদনে উত্তর করিলেন—“না”।

তখন সুধাংশুমোহন বলিলেন—

“তোমারা ভায়া বেশ মজায় আছ। তোমরাই ভাগ্যবান।”

“কেন বল দেখি?”

“এই সমস্ত সুন্দরীদের মধ্যে যাদের অবারিত গতিবিধি তারা কি ভাগ্যবান নয়?”

“নিশ্চয়ই! তোমার কি আমাদের মত হ’তে ইচ্ছা হয়?”

“হয় না?”

"আমাদের সঙ্গে মিশলেই পার—কেউ ত মানা করে না।"

"এবার থেকে মিশবো।"

"তোমায় ত বহুবার আমাদের বাড়ীতে ও সমাজে যেতে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তুমি একদিনও ত আমার অনুরোধ রাখনি।"

"এবার রাখবো।"

"ভাল, দেখা যাক্!"

"না ভাই, সত্যি বলছি—এবার নিশ্চয়ই যাবো।"

"তোমার কথা শুনে অবধি দাদা ম'শাই কতবার যে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তুমি একবারও ত সে সুযোগ দাও নি।"

"আমি এবার নিশ্চয় কথা রাখবো। এখন সে সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি।"

"কি বল।"

"আচ্ছা, এই যে আমার পাশে যে আধা বয়সী স্ত্রীলোকটির কাছে যে বালিকাটি বসে আছে—ওকে চেন?"

"আমি কি ক'রে চিনবো? কেন?"

"কি সুন্দর চেহারাখানি দেখ দেখি। আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি। কিন্তু অমন মুখশ্রী কখন দেখেছি বলে মনে হয় না। যেন ভগবান নির্জ্জনে ব'সে ওকে গড়েছেন।"

"হতে পারে সুন্দরী। তাতে আমাদের কি এসে যায়?"

"এই জন্যই তোমার সঙ্গে আমার ব'নে না।"

"কেন? আমার অপরাধ?"

"সহস্র অপরাধ! অমন একটা সুন্দরীকে দেখে বল্লে কি না—আমার কি এসে যায়? তোমার শিক্ষা দীক্ষা এখনও কিছুই হয় নি। শুধু গণিত ও বিজ্ঞানের বড় বড় বইএর বোঝা ব'য়ে এত সখের মানবজন্মটা বৃথা মাটি করছ বইত না। স্বভাবের সৌন্দর্য্য ত অনুভব করলে না—হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশও হতে দিলে না। তুমি অতি নীরস—কাব্যহীন, কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত। তুমি সেক্সপীয়ার পড়বার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমার ক্ষমতা থাকলে তোমায় বি, এ ক্লাস থেকে তাড়িয়ে দিতুম।"

"আমার সৌভাগ্য যে তোমার সে ক্ষমতা নেই। যাক্—তুমি যা যা বল্লে, মেনে নিলুম আমি তাই। কিন্তু তুমি কি করতে বল? তোমার মতে পড়াশুনা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে রমণীর সৌন্দর্য্যের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব? এই ত তোমার কাব্যজ্ঞান—এই ত তোমার সেক্সপীয়ারের শিক্ষা?"

"ঠিক তা নয়। তবে কি জান—সব রকমই চাই। দেখ না তোমার মত রাশীকৃত অনার কোর্সের বই মুখস্থ ক'রে পড়াশুনা করার চেয়ে চুকুড়ি সাতের খেলা রাখার মত সবদিক বজায় রেখে পাশ ক'রে যাওয়া কি ভাল নয়? তাতে লেখা পড়া শেখাও হয়—কাব্য চর্চ্চাও চলে—আর সঙ্গে সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তিও আসে। যাক্! তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক ক'রে কোন ফল নেই। আচ্ছা, ঐ বালিকাটির নাম কি?"

"কি আপদ! তা আমি কি ক'রে জানবো? মেয়েটিকে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বলি—মেয়েটিকে বেশ পছন্দ হ'য়েছে কি? অনুমতি হয় ত না হয় ঘটকালীর ভারটা আমিই নিই। তোমারও বিয়ে দেবার জন্যে কর্ত্তা ও মাঠাকরুণ ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। বাপ মায়ের এক ছেলে—পুত্রবধূর ও কিছুদিন পরে পৌত্রের মুখচন্দ্র দেখে তাঁরাও ধন্য হবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘটকালীটা মিলবে। এর চেয়ে আর লাভের কাজ কি আছে?"

"নাহে না—ঠাট্টার কথা নয়। প্রকৃত কথা এই যে সৌন্দর্য্যের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে।"

"নিশ্চয়ই! সে কি সামান্য শক্তি? সে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়েও প্রবল। দেখছি ক্রমে তুমিও একটা দোফলা নিউটন বা গ্যালিলি হয়ে দাঁড়াবে। থাক্ ভাই! তোমার সৌন্দর্য্য নিয়ে তুমিই থাক। আর আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার ক'রে নাম জাহির কর, দাদা! আমায় আর মাঝে জড়াও কেন? কথায় কথায় অনেকদূর আসা গিয়েছে, ওদিকে সভা ভঙ্গ হতে চললো। খুব বক্তৃতা শোনা গেছে চল, এখন বাড়ী যাই। তবে আমাদের বাড়ীতে কবে পদধূলি পড়বে বল দেখি।"

"আগামী শনিবার সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই যাবো।"

"নিশ্চয় ত? আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকবো।"

"আচ্ছা।"

এই বলিয়া দুই বন্ধু সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। সুধাংশুমোহনও

ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন তাঁহার সহপাঠী প্রতুলচন্দ্র সঙ্গে নাই। অনেক খুঁজিলেন কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টা করিবার পর তিনি সেই বালিকার সুন্দর মুখ খানি ধ্যান করিতে করিতে নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুধাংশুমোহন কে ? সুধাংশুমোহনের পিতা শ্রীজনার্দ্দন বসু—হিন্দু কুলীন কায়স্থ। কায়স্থসমাজে তাঁহার যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি আছে। আর্থিক অবস্থা মধ্যবিত্ত রকমের। সংসার অল্প। হুগলী জেলায় তাঁহার আদি বাস। এখনও তথায় তাঁহার পৈতৃক কিছু জমিজমা আছে। সেখানে তাঁহার কতকগুলি দূর আত্মীয় থাকেন। নিজে যাইবাব বড় সাবকাশ পান না। তবে তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কলিকাতায়ও একখানি ছোটখাট সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিজে বড়লাটের দপ্তরে কমিসারিয়েট বিভাগে কর্ম্ম করেন। তাহাতে বেশ মোটা মাহিনা আছে—দুপয়সা উপরি পাওনাও হয়। তাঁহার সংসারের মধ্যে এক পুত্র সুধাংশুমোহন, তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা দাসী ও বিধবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী। ইঁহারা কখন কখন তাঁহার সহিত কর্ম্মস্থানে সিমলায় যান, কখনও বা কলিকাতায় থাকেন। সুধাংশুমোহনের অধ্যয়ন সম্বন্ধে পাছে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় কলিকাতার বাটীতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানে পুত্রকে রাখিয়া উপস্থিত জনার্দ্দন বাবু সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলেই থাকেন।

জনার্দ্দন বসু হিন্দুর আচার ব্যবহার ও নিষ্ঠা যতদূর সম্ভব মানিয়া চলিতেন। তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাই ছিলেন। পূজা, আহ্নিক, দান, ধ্যান ও তীর্থ লইয়া তিনি সদাই

ব্যস্ত থাকিতেন—আর যাহাতে পুত্রটি নিষ্ঠাবান শিক্ষিত ও চরিত্র-বান হন সে বিষয়ে তাঁহার চেষ্টাও ছিল। সুধাংশুমোহনের বয়স অনুমান ১৯।২০ বৎসর হইবে। দেখিতে সুপুরুষ, উদার হৃদয় ও অমায়িক। কুটিলতা ও সঙ্কীর্ণতা তাহার অন্তরে কখন স্থান পাইত না। তিনি বড়ই মিষ্টভাষী ও আমোদ প্রিয় ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী সুধাংশুমোহন জন্মাবধি পিতামাতার যত্নে লালিত পালিত হওয়ায় এ সংসারে দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে তাহা তিনি কখন জানিতেন না। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহে কমনীয় কান্তি ও হৃদয়ে সদ্‌গুণ থাকায় তিনি সকলেরই প্রিয় পাত্র।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যদিও সুধাশুংমোহন বিদেশী চালচলন বিশেষরূপ গ্রহণ করেন নাই বটে, তথাপি তিনি হিন্দুধর্ম্মের বা কোন ধর্ম্মেরই বিশেব ধার ধারিতেন না। যে যত্ন করিত তাঁহারই সহিত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মেশামিশি করিতেন। এজন্য প্রতুল-চন্দ্র নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সহপাঠীদের মধ্যে তাঁহার সহিত সুধাংশুর সমধিক প্রণয় ছিল। প্রতুলচন্দ্রও সুধাংশু মোহনের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন ও সকলের নিকট তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন। বন্ধু প্রতুলের সহিত যখন শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন সুধাংশুমোহন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আগামী শনিবার তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাটী যাইবেন। এ কথা পাঠকের স্মরণ আছে। আজ শনিবার। সুধাংশুমোহন পূর্ব্ব

প্রতিজ্ঞামত সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় কলেজষ্ট্রীটস্থ বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন ও আদর যত্ন দেখাইয়া দ্বিতলে তাঁহার নিজের পড়িবার ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

কলেজষ্ট্রীটের ভবন খানি বিশেষ বড় না হইলেও বেশ সুন্দর। ইংরাজিফ্যাসনে বাড়ীটি সাজান। দ্বিতলের হলঘরের পার্শ্বেই প্রতুলচন্দ্রের পড়িবার ঘর ছিল। তাহার পরই একটা ফাঁকা ছাদ। এই ছাদটি নানাবিধ ফুলের ও সুন্দর সুন্দর পল্লব যুক্ত বাহারে গাছে সুশোভিত ছিল। এই ছাদের পরই অন্দর মহল।

দুই এক কথার পর সুধাংশুমোহন বলিলেন—

"প্রতুল! তুমি ত খুব মজারলোক। সেদিন সভাভঙ্গ হবার পর কোথায় যে ডুব দিলে, আর তোমায় খুঁজে পাওয়া গেল না।"

প্রতুল যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—

"কেন? আমি ভিড়ের মধ্যে তোমায় না পেয়ে ফটকের কাছে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করি।' কিন্তু তোমার কোন সন্ধান না পেয়ে অগত্যা বাড়ী ফিরি। যাক্। তাতে আর কি হয়েছে! তুমি যে আজ এসেছ তাতে আমরা যে কতদূর সুখী হয়েছি তা তোমাকে কি জানাব। যাই এই শুভসংবাদটি দাদামশাইকে দিয়ে আসি। তুমি একমিনিট অপেক্ষা কর"। এই বলিয়া প্রতুলচন্দ্র সেই ফাঁকা ছাদের দিকের দরজাটি খুলিয়া অন্দরাভিমুখে ছুটিলেন। দরজাটি খুলিবামাত্র সুধাংশুমোহনের দৃষ্টি একটি বালিকার উপর নিপতিত হইল। দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি চমকিত হইলেন ও ক্ষণ-

কালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিলেন—আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। বালিকাটি ব্রাহ্মিকা ধরণের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ছাদে পাইচারি করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সুধাংশুমোহন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"একি ? এ বালিকা এখানে কি করিয়া আসিল ? তবে কি প্রতুলচন্দ্র আমার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিয়াছে !" পাঠক ! বুঝিয়াছেন এ বালিকা কে ? ইনি সেই সভা-গৃহস্থিত সুধাংশুমোহনের চিত্তমনোহারিণী সেই বালিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামজীবন সেন প্রতুলচন্দ্রের সম্পর্কে দাদামহাশয় হন। তিনি নিজে বেশ কৃতবিদ্য ও সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কয়লার খনি কিনিয়া ও ব্যবসা করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই ব্যবসা উপলক্ষে অনেক সাহেব সুবার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও মেশামিশি হইয়াছিল। ইংরাজি চালচলনের তিনি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়েও অমনোযোগী ছিলেন না। সস্ত্রীক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে বিলাত পাঠাইয়া দেন। পুত্রটি ডাক্তারী শিখিয়া আই, এম, এস উপাধি লইয়া সরকারী কাজে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই একমাত্র কন্যা সরযূবালাকে রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর একমাস পরেই স্বামিগত-প্রাণা স্ত্রীও স্বামীর অনুগমন করেন। তখন সরযূর বয়স প্রায় ১০ বৎসর। পিতৃমাতৃহীন সরযূ সেই অবধি বৃদ্ধ রামজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সংসারের বন্ধন স্বরূপ হইল। বিষয় বিভব বিস্তর-ছিল। তিনি সরযূকে সুশিক্ষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বেথুন কলেজে তাহাকে পড়িতে দেন ও নিজে বালিকার গৃহশিক্ষকের কার্য্য করেন। কিন্তু ইদানীং তাঁহার দেহ ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় পরিশ্রম করিতে অপটু হইয়া

পড়েন। এজন্য সম্প্রতি সরযূর পড়া শুনার পক্ষে একটু অসুবিধা হইতেছিল। তাহা স্বত্বেও তিনি যে সে শিক্ষকের হস্তে পঞ্চদশবর্ষীয়া নাতনীর শিক্ষার ভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, একটি চরিত্রবান শিক্ষিত ব্যক্তি পাইলে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিবেন। প্রতুলচন্দ্র বি, এ ডবল অনার কোর্স লইয়াছিলেন। তাঁহার সময় এত অল্প ছিল যে, তিনি নিজে সরযূর শিক্ষার কোনরূপ সাহায্য করিবার সাবকাশ পাইতেন না।

প্রতুলের মাতা সরযূর সম্পর্কে পিসী হইতেন। তিনি অবস্থাহীন হওয়ায় দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রামজীবনের বাটীতে আসিয়া পড়েন ও তাঁহার দয়ায় নিজপুত্রের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এ ছাড়া বৃদ্ধ রামজীবনের আর কোন আত্মীয় ছিল না। প্রতুলচন্দ্রের সহিত বৃদ্ধ রামজীবন বহুবার সরযূর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া ছিলেন। প্রতুলচন্দ্র সুধাংশুমোহনের স্বভাব ও প্রকৃতির বিষয় জানাইয়া দাদামহাশয়কে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্রের মুখে সুধাংশুর সুখ্যাতির কথা শুনিয়া অবধি বৃদ্ধ মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যদি তাহাকে গৃহশিক্ষকরূপে নিয়োজিত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার উপস্থিত দুর্ভাবনার কারণ দূরীভূত হয়। কিন্তু প্রতুলচন্দ্র সাহস করিয়া একথা সুধাংশুকে বলিতে পারেন নাই ; তবে বৃদ্ধ রামজীবন নিজে এ সম্বন্ধে সুধাংশুমোহনকে একবার অনুরোধ করিয়া দেখিবেন এইজন্য প্রতুলচন্দ্রকে তাহার

সহিত আলাপ করিয়া দিতে বলিয়া ছিলেন। প্রতুলচন্দ্রও দাদা-মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বারবার সুধাংশুমোহনকে তাহাদের বাটীতে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন।

আজ যেই শুনিলেন যে সুধাংশুমোহন আসিয়াছেন, অমনি বৃদ্ধ প্রতুলের সহিত তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং সুধাংশু-মোহনকে যথোপযুক্ত আদর ও অভ্যর্থনা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। সুধাংশুমোহনও তাঁহার আগমনে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ রামজীবনকে অভিবাদন করিলেন। প্রতুলচন্দ্র উভয়কে উভয়ের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বৃদ্ধ আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন—

"সুধাংশু বাবু! আজ আমি বড়ই সুখী হ'য়েছি। আপনার কথা প্রতুলের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই। আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও সৌহৃদ্যের কথাও শুনেছি। আমি আপনার সহিত আলাপ করব বলে কতবার যে প্রতুলকে অনুরোধ করেছি তাহা বলা যায় না।"

সুধাংশুমোহন বিনয়নম্র স্বরে উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, সে অপরাধ আমার—প্রতুলের নয়। আমি বহুবার আসব বলে প্রতিশ্রুত হইয়াও কথা রাখতে পারি নাই। আমার সে ত্রুটি আপনি ক্ষমা করবেন।"

বৃদ্ধ উত্তরে বলিলেন—"যাক্। অতীত ঘটনা নিয়ে অলো-চনার আবশ্যক নাই। আশা করি আপনি ভবিষ্যতে আমাদের প্রতি এরূপ করুণা প্রদর্শন করতে কৃপণতা করবেন না।"

সুধাংশু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—“এরূপ সম্বোধন করে আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না। প্রতুলকে আপনি যে রূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন আমাকেও সেইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখলে ও তাহার প্রতি যেরূপ আদেশ ও অনুরোধ করেন আমার প্রতিও সেইরূপ আদেশ ও অনুরোধ করলে আমি বড় সুখী হব।”

“আপনার কথায় আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হলাম। ইহা আপনার মত উচ্চ-হৃদয় ব্যক্তির উপযুক্ত কথা। প্রতুল ও সরযূ যেমন আমার আদর ও স্নেহের সামগ্রী আজ হতে আপনাকেও সেইরূপ স্নেহের ও আদরের সামগ্রী বলে ভাবব।”

সুধাংশুমোহন সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন—“সেটা আপনার অনুগ্রহ ও আমার সৌভাগ্য।”

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—“আপনার সহিত বোধ হয় আমার সরযূর আলাপ নাই। আমি এখনি পরিচয় করে দিচ্ছি।” এই বলিয়া বৃদ্ধ নিজেই ব্যগ্রভাবে খোলা ছাদের দিকে যাইয়া “সরযূ” “সরযূ” বলিয়া ডাক দিলেন। যে সময়ে বৃদ্ধ দুইবার ডাকিলেন ঠিক সেই সময়ে পশ্চাৎ দিকের ছাদের একপ্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্র সরীসৃপ শব্দ করিল। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ বাণী কেহ শুনিল না—কেহ বুঝিল না।

ডাক শুনিয়াই এক রাশ রূপের ডালি লইয়া একটি সুষমার আধার—বৃদ্ধের অতি যত্নের—অতি সোহাগের—নাতনী সরযূবালা লজ্জাসঙ্কুচিতা হইয়া যেমন গৃহদ্বারে প্রবেশ করিবেন অমনি

বাহিরের প্রাচীর সংলগ্ন একটি পেরেকে তাঁহার অঞ্চলের একঅংশ জড়াইয়া গিয়া প্রবেশের মুখে বাধা উৎপাদন করিল। এ ইঙ্গিতও কেহ লক্ষ্য করিল না। প্রতুলচন্দ্র তাড়াতাড়ি সাড়িটি ছাড়াইয়া দিলেন। বালিকা অপ্রস্তুত হইয়া ধীর পদে গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং নিম্নদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"দাদামশাই! আমায় ডাকছেন?"

বৃদ্ধ উত্তরে বলিলেন—"হাঁ ভাই! তোমায় ডাকছি। আজ প্রতুলের বন্ধু—যাঁর নাম এ বাড়ীতে চিরপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—আজ সেই সুধাংশুমোহন এসেছেন। তোমার সহিত তাঁর পরিচয় করে দিব বলে তোমায় ডেকেছি।"

বালিকা মুখ নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে গোলাপের আভা বিকসিত হইয়া উঠিল। বালিকা গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র সুধাংশুমোহনের হৃদয় কি জানি কেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিল—'এই পরিবারের সহিত এতটা মেশা-মিশির সুযোগ দিয়া তিনি ভাল কাজ করিতেছেন না। সুধাংশু-মোহন নীরবে ভাবিতে লাগিলেন—"এ কি? আজ আমার হৃদয়ে এ চাঞ্চল্য কেন? সামান্য একটি বালিকা আমার নিকট পরিচিত হইবার জন্য এখানে আনীত হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে কেন?" এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে বৃদ্ধের কথায় সেই চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সুধাংশুমোহনের চমক ভাঙ্গিল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"সুধাংশুবাবু! ইনিই আমার নাতনী—সরযূ-বালা, আমার একমাত্র সংসার-বন্ধন। বালিকা যেমন রূপবতী, তেমনই গুণবতী। বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করে। এইবার প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে। বালিকা সর্ব্ববিষয়ে ভাল, কিন্তু গণিতে কিছু কাঁচা। ঐ বিষয়ে একটু দৃষ্টি আবশ্যক। আপনার সহিত আজ আমার প্রথম আলাপ হলেও আপনার নিকট আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। কিন্তু জানিনা আপনি সে অনুরোধ রাখবেন কি না।"

সুধাংশুমোহন বলিলেন—"কি বলুন, আমি আপনার অনুরোধ রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

বৃদ্ধ বলিলন—"বালিকা যে বিষয়ে অপরিপক্ক, আপ-নাকে সেই বিষয়ে একটু সাহায্য করতে হইবে—এই আমার আশা ও আকিঞ্চন। প্রতুল সময়াভাববশতঃ বালিকাকে দেখতে পারে না। আর পেশাদার শিক্ষক মহাশয়দের হাতে এই বালিকার ভার আমি ন্যস্ত করতেও অনিচ্ছুক। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—অবসরমত বালিকার পাঠের দিকে আপনাকেই একটু দৃষ্টি রাখতে হইবে। আপনার অর্থের অভাব নাই। অর্থ দিয়ে পারিতোষিক দিব একথা বললে আপনাকে অসম্মান করা হয়। আমি আমার স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আপনার ঋণের কতকটা পরিশোধের চেষ্টা করব, এই আমার ইচ্ছা। এক্ষণে আপনার মতামত শুনতে পাই কি ?"

সুধাংশুমোহন একবার ভাবিলেন—'এ প্রস্তাবে অমত করি।' কিন্তু বৃদ্ধের যত্ন আকিঞ্চন ও অমায়িকতা দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। মনে মন 'হাঁ—না' 'হাঁ—না' করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—

"আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি, এ সাহস আমার নাই। তবে আমি গৃহশিক্ষক সেজে একায করতে পারব না। আমাকে এই সেন পরিবারের মধ্যে একজন ভেবে যদি আপনি আদেশ করেন তাহা হলে যতদূর সাধ্য আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আমার অবসর থাকলেও তাহা অতি কম। তবে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন আমার কলেজের অধ্যয়ন সম্পন্ন করে বালিকার জন্য কতকটা পরিশ্রম করতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু অর্থ বা পারিতোষিকের বিষয় যেন আপনার হৃদয়ে স্থান না পায়।"

তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। তাহার পর বন্ধুকে উপযুক্তরূপ জলযোগ না করাইয়া যেন বিদায় দেওয়া না হয়, প্রতুলচন্দ্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া ও যাহাতে বালিকার পাঠের বন্দোবস্ত সেই দিন হইতেই স্থির হয় এই ইঙ্গিত করিয়া এবং সুধাংশুমোহনকে মিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট করিয়া তিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতুলচন্দ্র ও সেই আদেশমত আয়োজন করিলেন ও সরযূকে লইয়া তাহার লেখাপড়া সম্বন্ধে দুইচারি কথার আলোচনা

করিলেন। সুধাংশুমোহন সামান্য পরীক্ষায় জানিতে পারিলেন যে বালিকা গণিতে যথার্থই কাঁচা বটে।

তৎপরে জলযোগের বিশেষ বন্দোবস্ত দেখা দিল। সুধাংশু-মোহনকে বিশেষ জিদ করিয়া কিছু খাওয়াইয়া শেষে রাত্রি ৮ঘটি-কার সময় তাহাকে প্রতুলচন্দ্র বিদায় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম সুধাংশুমোহন কলেজের ফেরত সপ্তাহে দুই তিন দিন করিয়া সরযূর গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিতেন ও যত্ন করিয়া তাঁহাকে গণিত শিক্ষা দিতেন। যতটুকু দরকার, ততটুকু সময় সরযূর নিকট থাকিতেন এবং সেই সময়ের মধ্যে সাধ্যমত লেখাপড়ার কথা ভিন্ন অন্য কোন বাজে কথা উত্থাপন করিতেন না। বৃদ্ধ রামজীবন তাহার শিক্ষা-প্রণালী ও তাহার আন্তরিক যত্ন দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি সুধাংশুমোহনকে প্রাণের সহিত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আদর ও মর্য্যাদার কোন ত্রুটি করিতেন না। ক্রমে সুধাংশুমোহন সেই পরিবারের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। যে দিনই সুধাংশুমোহন পড়াইতে যাইতেন, সেই দিনই তাঁহার জন্য চোবা চুষ্য আহারের বন্দোবস্ত হইত ও সুধাংশুমোহনকে না খাওয়াইয়া কেহ ছাড়িত না। সরযূবালার শয়নকক্ষেই তাঁহাদের বসিবার ও পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রতুলের মাতাও তাহাকে নিজের পুত্রের মত ভালবাসিতেন এবং সুধাংশুমোহনও তাঁহাকে নিজের জননীর ন্যায় বিশেষ শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করিতেন। এমন কি প্রকাশ্যে কখন কখন মাতৃ-সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

ছয় মাসের মধ্যেই সরযূবালা বেশ উন্নতিলাভ করিল ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ রামজীবনের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ক্রমে সুধাংশুমোহনের গৃহশিক্ষকতাটি বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে কার্য্যটি তিনি কতকটা খাতিরে করিতেছেন বলিয়া মনে করিতেন, এখন সে কার্য্যটি তিনি বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়া সরযূর সংবাদ না লইলে তিনি যেন প্রাণে তৃপ্তি পাইতেন না। সরযূবালাও সুধাংশুমোহনের অদর্শনে একটা অভাব—একটা অতৃপ্তি অনুভব করিত। উভয়েই প্রাণে প্রাণে এ যাতনা ভোগ করিত বটে কিন্তু কেহই প্রকাশ্যভাবে এ কথার আলোচনা করিত না বা করিতে সাহসী হইত না। সুধাংশুমোহন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। পরীক্ষার সময় নিকট অথচ তিনি গৃহে থাকিতে পারিতেন না। একাকী থাকিলে হৃদয়ে একটা উদাসভাব জাগিয়া উঠিত। মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেরূপ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। তিনি কখন এ পুস্তকখানি খুলিতেন—আবার পরক্ষণেই তাহা বন্ধ করিয়া আর একখানি খুলিতেন কিন্তু কিছুতেই পাঠে মনঃসংযোগ হইত না। কি যেন একটা অভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। এক এক সময় তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না প্রাণে এ

অবসাদ কেন? এক-একবার তাঁহার মনে হইত—কি যেন একটা প্রবল শক্তি তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাত সারে কোন্ একটা অজানা অচেনা পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সম্মুখে কিছু দেখিতে পাইতেন না, কাজেই প্রতিকারেরও চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তবে নিজে ঠিক থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন এই বিশ্বাসে তিনি অতর্কিত ভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন না যে এই আত্মবিশ্বাসটি একটি কৃত্রিম ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল।

বালিকা সরয্ এখন দুই চারিটি বাজে কথা কয়। শুধু গণিতের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া সুধাংশুমোহনকে বিদায় দেয় না। এ কথা, সেকথা, সংসারের কথা, কাব্যের কথা প্রভৃতি এক-একদিন এক এক কথা লইয়া দুজনে দু তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে উভয়েই কথাবার্ত্তায় এত নিবিষ্ট থাকেন যে দুই তিন ঘণ্টাকাল দুই তিন মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়। এখন বৃদ্ধ গ্রামজীবন স্বাস্থ্যভঙ্গ বশতঃ নিজে আর বড় একটা সরযূর ঘরে থাকিয়া সুধাংশুমোহনের শিক্ষকতা নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। তবে যতই তাঁহারা দুজনে গল্পগুজব করিয়া অধিক সময় অতি-বাহিত করেন, বৃদ্ধ ততই আনন্দিত হন। ভাবেন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা, কাজেই সুধাংশুমোহন আত্মীয় জ্ঞানে সরযূর জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতেছেন। এ কারণ তিনি সুধাংশুমোহনকে অধিক-তর প্রীতির নেত্রে দেখিতে লাগিলেন।

একদিন বালিকা সরযূ সুধাংশুমোহনের হাতে তাঁহার

পাঠ্য পুস্তক মহাকবি সেক্ষপীরের 'রোমিও জুলিয়েট' দেখিয়া বলিলেন—

"সুধাংশুবাবু! আমাকে 'রোমিও জুলিয়েট' একটু পড়াবেন ?"

উত্তরে সুধাংশুমোহন বলিলেন—"কেন? এ ত তোমার পাঠ্য নয়। যখন আমার মত বি-এ ক্লাসে পড়্‌বে, তখন ত এ সব বই তোমাকে পড়তেই হবে, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

সরযূ একটু অভিমানের স্বরে বলিল—"যা দু বৎসর পরে পড়ব তা এখন পড়লে কি অনধিকার চর্চ্চা করা হয় ? শুনেছি মহাকবি সেক্সপীয়ার রোমিও-জুলিয়েটএর চিত্র নাকি খুব সুন্দর ভাবে এঁকেছেন। সে চিত্রের সৌন্দর্য্য কি আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আপনি আমায় যতটা ছেলেমানুষ মনে করেন আমি ততটা ছেলেমানুষ নই।" বলিয়া সরযূ যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহার গোলাপী গণ্ড অধিকতর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখে উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন।

এই উত্তর শুনিয়া সুধাংশু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— সত্যই কি সরযূবালা আর বালিকাটী নাই—সত্যই কি সে প্রেমতত্ত্ব অবধারণা করিতে সক্ষম? কিন্তু গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন—"তুমি বুঝবে কি না জানিনা, তবে শুনতে চাও আমি শোনাতে রাজি আছি।"

সেই দিন হইতে গণিতের সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়ার পাঠও একটা

দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। সোৎসাহে সুধাংশু-মোহনও রোমিও জুলিয়েটের প্রেমালাপ বুঝাইতে লাগিলেন। বালিকা সরযূ একাগ্র চিত্তে তাহা শুনিয়া যাইতে লাগিল।

আর একদিন মার্চ্চেণ্ট-অফ ভিনিসের পড়া চলিতেছিল। বোসানিও ও পোরসিয়ার প্রেমের প্রসঙ্গ যখন বেশ জমাট হইয়া আসিয়াছে এমন সময় এক ভৃত্য দুইটী পৃথক থালিতে করিয়া দুই জনের জন্য নানাবিধ ফল মূল ও মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। পাঠ সমাপনান্তে দুজনে পাশাপাশি উপবেশন পূর্ব্বক স্ব স্ব থালি টানিয়া লইয়া পোরসিয়ার ভালবাসার সমালোচনা করিতে করিতে আহারে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে সরযবালা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহা হইলে একটা কথা বলি।"

সুধাংশুমোহন উত্তরে বলিলেন—ব'ল না, মনে করব কেন?"

সরযূ—"আপনি কি বিবাহিত?"

সুধাংশুমোহন একটু মুচকিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ প্রশ্নের অর্থ কি?"

সরযূ সহাস্যে বলিলেন—"ইহার অর্থ অতি সরল। আচ্ছা, আপনি পোরসিয়াকে কি ভালবাসেন?"

সুধাংশু—"তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে। এই জন্যেই এ বয়সে সেক্সপীয়ার পড়তে বারণ করেছিলাম।"

"সেক্সপীয়ার পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হওয়াটা কি আশ্চর্য্য সুধাংশুবাবু,—" বলিয়া সরযূ একটুকরা অর্দ্ধভুক্ত আপেল ভ্রম বশতঃ (কেহ কেহ বলেন দুষ্টামি করিবার জন্য) নিজের থালিতে না রাখিয়া সুধাংশুমোহনের থালিতে রাখিলেন। পরক্ষণেই সুধাংশুমোহন কি উত্তর দিবেন ভাবিতে ভাবিতে সেই টুকরা নিজের মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুধাংশুমোহন তখন ফল খাওয়া শেষ করিয়া মিষ্টান্নে হাত দিয়াছিলেন। মুখে আবার আপেলের আস্বাদ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মুখে আবার আপেল এল কি করে? তোমার এঁটো আপেলটা খেলুম নাকি?"

সরযূ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিল "—আঁা, তাইত দেখছি। মাপ করবেন সুধাংশুবাবু বোধ হয় আমার ভুলেই এরকমটা হয়েছে। বড়ই অন্যায় হ'ল ত? আপনার জাত নষ্ট হ'ল নাকি?"

সুধাংশু তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ও তাহার দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়া অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। তৎপরে বলিল "আর যখন জাত মেরেদিলে তখন নষ্ট হ'ল কি না জেনে লাভ কি?" এই বলিয়া সরযূর সেই ওষ্ঠচুম্বিত আপেল খণ্ডটি উত্তমরূপে চর্ব্বণ পূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমার আপেলটি কিন্তু আমার আপেলের চেয়ে মিষ্টি।"

সরযূবালা বাগ্‌যুদ্ধে পরাজিত হইবার পাত্রী নন। তাই আবার উত্তর দিলেন—"কি ভাগ্যি আমি ভুল করেছিলাম

নইলে আপনাকে আজ টোকো আপেল খেয়েই বাড়ী যেতে হ'ত—আমার আপেলের সুস্বাদ ত আর পেতেন না।" বলিয়া সরযূ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুধাংশুমোহন চিরকালই সুরসিক ছিলেন। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে বালিকাটি আর এখন বাস্তবিকই বালিকা নাই। ইহার প্রাণে বেশ রস সঞ্চার হইয়াছে। তখন রহস্য করিয়া তিনি আবার বলিলেন—"কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমার আপেলটি প্রকৃত মিষ্টি, কি তোমার মুখের গুণে মিষ্টত্ব পেয়েছে তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য ?"

সরযূ শুধু বলিলেন—"তা আমি কি জানি।" তারপর কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল—

"আমি যে প্রশ্ন করলুম তাহার উত্তর কই ?"

সুধাংশু—"ওঃ! আমার বিবাহ হয়েছে কি না, আর আমি পোরসিয়াকে ভালবাসি কি না—এই ত তোমার প্রশ্ন ?"

সরযূ—"হাঁ !"

সুধাংশু—"এ প্রশ্নের উত্তরে তোমার কি লাভ ?"

সরযূ—"আমি জানতে চাই আপনি শিক্ষিত হ'য়ে আপনাদের সমাজে অশিক্ষিতা কুসংস্কার সম্পন্না বালিকা বিবাহ পছন্দ করেন কি পোরসিয়ার মত বিদূষী বুদ্ধিমতী ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্না যুবতী পছন্দ করেন ?"

সুধাংশু—"আমি যদি এ প্রশ্নের উত্তর না দিই !"

সরযূ—"দেবেন না কেন ? বলুন না।"

সুধাংশু—“বল্লে আমার কিছু লাভ হবে কি ?”

সরযূ—“হাঁ হবে। বলুন না।”

সুধাংশু— “বেশ। আমি যদি বলি আমি অবিবাহিত এবং কোন বিদূষী বুদ্ধিমতী সর্ব্বগুণ সম্পন্না যুবতীকে পছন্দ করি, তাহ’লে সেই রকম রমণীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঘটকালী করবে নাকি ?” এই কয়টি কথা বলিয়া সুধাংশুমোহন একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

সরযূও একটু লজ্জিত হইল। তাহার রক্তবর্ণ গণ্ড অধিকতর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সলজ্জভাবে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“আমি কোথা পাব ?”. বলিয়া সরয চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া একটু সরিয়া গেল।

সুধাংশুমোহনও উঠিলেন এবং বলিলেন—“আমি কোথা পাব বল্লে চলবে না। এই রকম একটি স্ত্রীর সন্ধান তোমাকে ক’রে দিতেই হবে।” এইরূপে সে দিন সরযূকে গণিত শিক্ষা দিয়া গৃহ শিক্ষক সুধাংশুমোহন প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ রামজীবনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। কলিকাতা তাঁহার আর ভাল লাগে না। তাই তিনি উপস্থিত দিন কতকের জন্য তাঁহার হুগলীর বাগান বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বাগান বাড়ী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে গঙ্গার ঠিক উপরেই অবস্থিত। এমন কি বর্ষাকালে পূর্ণ জোয়ারে গঙ্গার জল বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে। বাগানটির চারিধার প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে ধারে উচ্চ দেবদারু ও ঝাউ গাছ। বাগানের ফটক সদর রাস্তার ঠিক উপরে। ফটক হইতে লোহিতবর্ণের কঙ্করযুক্ত সোজা পথ বাংলো বাটীর দিকে গিয়াছে। এই পথের দুই ধারে শ্যামল তৃণ পূর্ণ দুইটি সমতল ক্ষেত্র। আর এই সমতল ক্ষেত্র দুইটির চারিধার নানাজাতীয় বিলাতী ক্রোটনে সুশোভিত। প্রত্যেক সমতল ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে এক একটি ঘন পল্লবযুক্ত ছোট শাখা প্রশাখা সমন্বিত বিলাতী ঝাউ নীরবে দণ্ডায়মান। তার পরই বাংলো গৃহের সোপানাবলী। বাংলোটির মধ্যস্থলে বড় হল—দুই পার্শ্বে চারিটি ড্রইং ঘর। হল ঘরটি কার্পেটে মোড়া—কার্পেটের উপর সোফা, কৌচ, কুসন চেয়ার, মার্বেল পাথরের টেবিল ও চীনা আসবাব।

প্রত্যেকটি ইংরাজী ধরণের সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক সার্সী ও দরজার উপর ঝকঝকে পিতলের ব্রাকেট ও তৎসংলগ্ন

পিতলের রডের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য বিশিষ্ট রেশমের লম্বমান পর্দ্দা। দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবৃহৎ প্রতিকৃতি—তাহা স্বর্ণ মণ্ডিত ফ্রেমে বাঁধান। এ ছাড়া ভাল ভাল ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি, রামমোহন রায়ের ছবি, রামজীবনের যৌবনকালের অয়েল পেন্টিং, সরযূ ও তাহার পিতার ফটোগ্রাফ ইত্যাদি অনেক রকমের ফটো সে গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। হলঘরে সাটিনে মোড়া টানা পাখা ঝুলিতেছে। মধ্যস্থলে ২৪ ডালের বৃহৎ ঝাড়। চারিদিকে দিয়ালগিরি। বাংলো বাড়ীটির মেঝে ও বারাণ্ডা মর্ম্মর মণ্ডিত। বাংলো বাটীর পূর্ব্বদিকের সোপান হইতে একটা সোজা পথ বরাবর গঙ্গার সোপানে আসিয়া মিশিয়াছে। এই পথের দুই ধার গোলাপ, জুঁই, বেল, মল্লিকা, সেফালী, টগর প্রভৃতি যাবতীয় দেশী ফুলের গাছে সুশোভিত। তাহার পর উত্তর দিকে আম্র লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ ও দক্ষিণ দিকে একটি পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর চারিধারে উচ্চ নারিকেল ও তাল গাছ। এই পুষ্করিণীর সোপান মর্ম্মর নির্ম্মিত। পুষ্করিণীর জলে নানা-জাতীয় পদ্ম ফুটিয়াছে। বাগানের শেষ সীমায় সুবৃহৎ সোপান তাহার দুইধারে বসিবার জন্য মর্ম্মর বেদী। চাতালের মধ্যস্থল হইতে সুবৃহৎ সোপান রাজি একেবারে গঙ্গার গর্ভে আসিয়া নামিয়াছে। সান্ধ্য সমীরণে এই সোপানে বসিয়া ভাগিরথীর মৃদু-মন্দ গতি নিরীক্ষণ করিলে বাস্তবিক প্রাণে যুগপৎ পবিত্রতা ও শান্তির উদয় হয়!

বাগানটি পূর্ব্বে এণ্টনী নামক এক পাদরী সাহেবের ছিল।

সেই পাদরী ইংরাজী ধরণের বাংলোখানি নিম্মাণ করিয়া নানাবিধ ফল ও ফুলে ও চিত্রিত পত্র সংযুক্ত গাছে সুশোভিত করিয়া বাগানটি অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনকার লোকেরা যাঁহারাই হুগলী অঞ্চলে বেড়াইতে যাইত, তাঁহারা যদি "এণ্টনী বাগান" (ঐ বাগানের নাম ছিল এণ্টনী বাগান) না দেখিয়া আসিতেন তাহা হইলে যেন তাঁহাদের বেড়ান সম্পূর্ণ হইত না। ক্রমে পাদরী সাহেবের নানাবিধ সাংসারিক গোলযোগ উপস্থিত হয় ও উত্তমর্ণগণের তাড়নায় তিনি ঐ বাগান বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। রামজীবনের তখন যৌবন কাল ও উন্নতির মুখ। বাগানটি মনোরমস্থানে অবস্থিত দেখিয়া ও তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি নিজে উহা ক্রয় করেন। সেই অবধি উহা রামজীবনের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি বৎসরের মধ্যে কিছুকাল—বিশেষ নাত্‌নীর গ্রীষ্মাবকাশ সময়ে ও পূজার ছুটির সময়ে এবং কখন কখন বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে প্রায়ই সপরিবারে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন।

এখন রামজীবন অসুস্থ হইয়া এই বাগান বাড়ীতে আসিয়াছেন। মধ্যে অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতুলের মাতা শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছেন। বৃদ্ধ নাতনীকে এই অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সরযূবালার হুগলী যাইবার আয়োজন হইয়াছে। শুধাংশুমোহনকে এখন আর কেহ পর বলিয়া ভাবে না। তিনি যেন সেন পরিবারের মধ্যে একজন। বাড়ীতে কোন একটা কাজ হইলে, কোন ভাল আহার্য্য আসিলে সুধাংশুমোহনের

নিমন্ত্রণ হইত। যদি কোনদিন কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইত তাহা হইলে সুধাংশুমোহনকে সে দলের দলপতির ভার গ্রহণ করিতে হইত। যদি বাড়ীর কেহ থিয়েটার বা সার্কাস দেখিতে যাইতেন, সুধাংশুমোহন সঙ্গে না থাকিলে যেন সকলেই একটা অভাব অনুভব করিতেন।

আজ দাদামহাশয়কে দেখিতে সরযূবালা হুগলী যাইবেন। প্রতুলচন্দ্র একটা সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিতে অক্ষম। আর চাকর বা দাসীর সহিত যুবতী সরযূবালাকে হুগলী পাঠান যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং সরযূকে লইয়া যাইবার ভার সুধাংশুমোহনের উপর পড়িল—সুধাংশুও সে ভার মাথা পাতিয়া লইলেন—কোনরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। আর এ সুন্দর ভার বহনে কাহারই বা অনিচ্ছা থাকিতে পারে? যাহা হোক নৌকা যোগে সেই দিন বৈকালে রওনা হইতে হইবে এই বন্দোবস্ত হইল। বৈকালে জোয়ার ও দক্ষিণে বাতাস থাকায় জল যাত্রার বিশেষ সুবিধা ছিল।

সুধাংশুমোহনের যাইতে কোনও বাধা ছিল না, তবে বৈকালে রওনা হইলে সেদিন আর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয় না, এই যা অসুবিধা। তিনি তাহার গৃহে দিদিমাকে সেই দিন দুপুর বেলায় বলিলেন যে হুগলীতে এক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে তাই তিনি সেইখানে যাইবেন—বোধ হয় রাত্রে ফিরিতে পারিবেন না। যদি না ফিরেন তাহা হইলে তিনি যেন বিশেষ চিন্তিত না হন। পরদিন প্রাতে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিবেন

একথাও জানাইলেন। বৃদ্ধ মাতামহী একমাত্র দৌহিত্র সুধাংশু মোহনকে চক্ষের অন্তরাল করিতে ভালবাসিতেন না। এজন্য প্রথমে তিনি অমত প্রকাশ করেন। কিন্তু নাতীর বিশেষ অনুরোধে ও অনেক সাধ্য সাধনায় বৃদ্ধা অগত্যা অনুমতি দিলেন। কিন্তু শপথ দিয়া বলিয়া দিলেন যেন জলপথে নৌকায় না যাওয়া হয়। সুধাংশুমোহন চিরকালই সরল ও সত্যবাদী ছিলেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরল ও সত্যকথা বলিলে পাছে তাঁহার যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে সে কারণ তিনি সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মনে মনে জানিতেন নৌকায় যাওযারই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং কতকগুলো মিথ্যা কথার সৃষ্টি না করিয়া বলিলেন,—

"দিদিমার নৌকার উপর বিষদৃষ্টি। যদি নৌকায় চড়লেই মানুষ ডুবে মরতো তা হলে গঙ্গায় এত নৌকা চলতো না।"

বৃদ্ধা উত্তরে বলিলেন—

"কাজ কি ভাই। যখন রেল পথে যাওয়া যায় তখন এত গোলমালে যাবার দরকার কি?"

সুধাংশুমোহন—"তা ত ঠিক" মাত্র এই উত্তর দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বরাবর একেবারে সরযূর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বেলা ৫টার সময় সরযূবালা সুধাংশুমোহন ও বৃদ্ধ রামজীবনের পুরাতন বিশ্বাসী সরকার কালীচরণ এই কয়জনে বড় বাজারের ঘাটে আসিয়া একখানা ভাউলে করিয়া হুগলী যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের সহিত আসিয়া ঘাট হইতে তাঁহাদের

বিদায় দিলেন ও সকলকে খুব সাবধানে নৌকায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। আর কালীচরণকে বলিয়া দিলেন যেন পৌঁছিয়াই বৃদ্ধ রামজীবনের উপস্থিত শারীরিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করে।

নৌকা ছাড়িল। একটু গভীর জলে নৌকা পৌঁছিলে পরে মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। একে জোয়ার, তার উপর অনুকূল বায়ু। নৌকা তীরবেগে সন্‌সন্‌ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

নৌকার ভিতর বসিবার ও শুইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে সুধাংশু ও সরযূ নৌকার ভিতর বসিলেন ও কালীচরণ বাহিরে বসিয়া মাঝিদের নিকট হইতে তামাকু সেবনের যোগাড় করিয়া লইল ও বেশ দুই চারিটি দম টানিয়া তবে আশ্বস্ত হইল। বৃদ্ধ সরকার কালীচরণ সরযূকে জন্মাইতে দেখিয়াছে ও তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কাজেই সে তাহাকে কন্যার মত স্নেহ যত্ন করে ও তাহার আবদার রাখে। সরযূ একটু পরেই বলিল—

"কালী দাদা! তুমি ত বেশ গান গাহিতে পার। এই গঙ্গার উপর একটা গান গাও না? সুধাংশু বাবু তোমার গান কখন শোনেন নাই—একটা শুন্‌তে চান।

কালীচরণ তখনও তামাকুর আস্বাদন উপভোগ করিতেছিল এবং কাশিতে কাশিতে বলিল—"দিদিমণির এখনও দুষ্টামী বুদ্ধি যায় নি। নিজে খানিকটা আমায় ভোগাতে চাও তবে শুধু শুধু সুধাংশু বাবুর ঘাড়ে দোষ চাপাও কেন দিদি?"

সরযূ সুধাংশুমোহনের গা টিপিয়া কালীচরণকে অনুরোধ

করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সুধাংশু সরযূকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন—

"তা সরকার মশাই! যদি গাইতে জানেন তবে একটা গান হো'ক না, তাতে আর দোষ কি? সময়টাও বেশ আমোদে কেটে যাবে।"

কালী—"আপনিও ত দেখছি দিদিমণির পাল্লায় পড়ে ক্ষেপে-ছেন। যখন দুজনেরই ইচ্ছা এই বুড়োর গান শোনা তবে তাই হোক।" বৃদ্ধ গান ধরিল :—

(মন) দিনে দিনে দিন ফুরাল কি করিলি এসে ভবে,
রবি চলে অস্তাচলে—ভাবলিনি ত, ভাববি কবে?
দারা সুত লয়ে কোলে
আছিস্‌রে তুই সকল ভুলে
আমার আমার করিস শুধু—কেউ কিরে তোর সঙ্গে যাবে?
মোহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে
দেখ চেয়ে তুই নয়ন মিলে
মায়ের রাঙ্গা চরণ বিনে (ওরে) কে বল তোর আপন হবে?

গান আরম্ভ হইলে সরযূ ও সুধাংশু নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও গঙ্গার দুই ধারের শোভা দেখিতে দেখিতে ও কালীচরণের গান শুনিতে শুনিতে সবেগে ছুটিতে লাগি-লেন। তখন তপনদেব পশ্চিম আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া-ছেন! রৌদ্রের আর তেজ নাই। দক্ষিণ বাতাস ফুর ফুর করিয়া

বহিতেছে। ভাগীরথীর উপর নৌকায় এ সময়ে সঙ্গীত বড়ই মধুর লাগে। পাঠক, যদি কখন এরূপ অবস্থায় শ্যামা মায়ের নাম শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন, এ সঙ্গীত কত মধুর কত মনোরম। কালীচরণ ওস্তাদ গায়ক না হইলেও বাল্যকালে যাত্রার দলে ছিল। সঙ্গীতের কিছু চর্চ্চাও করিয়াছিল। নিজের দৈনিক কর্ত্তব্য সারা হইলে সে একাকী একমনে প্রায়ই শ্যামা নাম গাহিয়া অবসর কাটাইত। কাজেই তাহার গান শুনিয়া শ্রোতা সুধাংশুমোহন ও সরযূবালা প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বার বার আবৃত্তি করিয়া কালীচরণ থামিল। ক্রমে বায়ু একটু জোর বহিতে লাগিল ও পশ্চিম আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ সেই সঙ্গে দেখা দিল। তখন নৌকা বৈদ্যবাটী পার হইয়া ভদ্রেশ্বরের নিকট উপনীত হইয়াছে। আর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ বাকি আছে। কালীচরণ মাঝিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"মাজি! মেঘটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

মাঝি উত্তরে বলিল—"ভয় কি, সরকার মশাই! আমরা ত প্রায় এসে পড়েছি। জল আসবার আগেই লা ঘাটে ভিড়িয়ে দেব।" তৎপরে দাঁড়িদের বলিল—"নে ভাই! একটু হাত চালিয়ে নে।" বলিয়া নিজে জোর জোর ঝিকি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে চকিতের মধ্যে ঝড় উঠিল। তীরের দিকে ধুলারাশি-খড়কুটা ধূমাকারে আকাশে উড়িতে লাগিল। গাভীগণ উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। বিহঙ্গমকুল নিজ নিজ নীড় লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল। পথিকগণ যে যেখানে সুবিধা বুঝিল

সে সেইখানে আশ্রয় লইল। চারিদিকে একটা ঘোরতর কোলাহল পড়িয়া গেল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে তুফান উঠিল। নৌকা টলমল করিতে লাগিল। এই সব দেখিয়া সরযূ ভয়ে জড় সড় হইয়া গেল। নৌকা যত সবেগে দুলিতে লাগিল তত সে ভয়ে সুধাংশুমোহনের নিকটবর্ত্তী হইল। তারপর ভীতিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"সুধাংশু বাবু, কি হবে?"

সুধাংশুমোহনও যে কম ভীত হইয়াছিলেন এমত নহে। তবে তিনি খুব সন্তরণপটু ছিলেন। তিনি সরযূকে সাহস দিবার জন্য বলিলেন—"ভয় কি? সাবধানে আমার কাছে বস।"

মাঝি তখন দাঁড়িকে শীঘ্র পাল নামাইয়া ফেলিবার আদেশ করিল। কারণ ঝড়ের সময়ে পালের দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাক অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হইয়া থাকে।

পলকের মধ্যে তুমুল ঝড় ও ফেনিল উত্তাল তরঙ্গরাশি ক্ষুদ্র তরণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল—প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—চপলা মুহুর্মুহুঃ আকাশে খেলিতে লাগিল ও ঘন ঘন বজ্রের শব্দে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। কালীচরণ মাঝিকে শীঘ্র তীরে নৌকা লাগাইতে আদেশ করিল। কারণ নৌকা তখন প্রায় নদীর মধ্য-ভাগ দিয়া যাইতেছিল। মাঝিও আসন্ন বিপদ বুঝিয়া যতদূর সাধ্য তীরে নৌকা আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিকূলে ঝড় থাকায় তাহারা কিছুতেই নৌকাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিল না। তথাপি সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

সরযূ ভীত হইয়া যতই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কালীচরণ ততই "ভয় নাই দিদিমণি—ভয় নাই" "চুপ করে সাবধানে বসে থাক" প্রভৃতি প্রবোধ বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিতে ও সাহস দিতে লাগিল।

দাঁড়ি পাল নামাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় পালের মধ্যস্থিত বংশদণ্ড হঠাৎ খুলিয়া গিয়া গঙ্গার গর্ভে পড়িয়া গেল। পাল পত্ পত্ শব্দে ঝড়ের সঙ্গে উড়িতে লাগিল। আর অমনি নৌকাখানি বোঁ বোঁ শব্দে সেই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ভাগীরথী-বক্ষে ঘুরিতে লাগিল। "গেল—গেল" "সামাল সামাল" শব্দে দাঁড়িরা চিৎকার করিয়া উঠিল। মাঝি তখনও হাল ধরিয়া নৌকাকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটু সময় পাইলে বোধ হয় সে কৃতকার্য্য হইত। কিন্তু একটা দমকা ঝাপটা আসিয়া তাহার সকল প্রয়াস ও সকল যত্ন বিফল করিয়া দিল। এক ঝাপটে নৌকায় হু হু শব্দে জল প্রবেশ করিল, তাহাতে নৌকা এক পেশে হইয়া পড়িল, আর এক ঝাপটে নৌকা উল্টাইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৌকা উল্টাইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই সুধাংশুমোহন সরযূকে টানিয়া লইয়া নৌকার অপরদিক হইতে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। জলে ঝাঁপ দিয়াই তিনি স্রোতের প্রতিকূলে যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। পরক্ষণেই পশ্চাৎ চাহিয়া দেখেন নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বামহস্তে সরযূর বক্ষঃ বেষ্টন করিয়া তাহাকে জলের উপর কোন রকমে ভাসাইয়া রাখিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। সরযূ সন্তরণ একেবারেই জানিত না। জল, ঝড় ও তুফানে সরযূকে লইয়া সুধাংশু বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একে প্রকৃতির এই ভীষণ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি, তাহার উপর সরযূকে লইয়া উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ—এই দুই কারণে সুধাংশু বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার উপর সরযূর সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। "সরযূ" "সরযূ" বলিয়া সুধাংশুমোহন বার বার তাহাকে ডাকিয়া সচেতন করিতে লাগিলেন। দুই তিন বারের পর সরযূ উত্তর দিল—"এ্যাঁ? আমাদের কি হবে?" সুধাংশুর পায়ে তখন সরযূর পরিধেয় সাড়ীর এক অংশ জড়াইয়া গিয়াছিল। এই কারণে সরযূকে লইয়া সন্তরণের পক্ষে—সুধাংশুমোহনের বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। তাই সুধাংশু মোহন বলিলেন—"যদি তুমি এখন একটু সাহস

দেখাতে পার তা হ'লে আমরা দুজনেই বাঁচতে পারি বলে বোধ হয়।"

সরযূ সুধাংশুকে জড়াইয়া বলিলেন—

"কি করতে হ'বে বল।"

সুধাংশু—"তোমার কাপড়খানা আমার পায়ে জড়িয়ে গেছে। এখন যদি তুমি সাহসে ভর করে আমার পিঠের উপর যেতে পার, তা হলে আমার বাঁ হাতটা এখনি মুক্ত করে তরঙ্গের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ যুঝতে পারি। সরযূ! এ সাহসটুকু তোমাকে দেখাতে হবে।"

সরযূ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় অর্দ্ধভঙ্গ স্বরে বলিল—"আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তা'তে আপনার বিপদ বেশী। আপনি এখনি আমার দেহ পরিত্যাগ করে নিজে মুক্ত হ'ন। পায়ের আঁচল যত শীঘ্র পারেন খুলে ফেলুন। আপনার জীবনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আমার জন্য আপনার অমূল্য জীবনকে বিপন্ন করবেন না।"

"ছিঃ সরযূ, তুমি আমার পিঠের উপর ওঠ, বেশী বলবার সময় নাই।"

কম্পিত হস্তে সরযূ সুধাংশুর গ্রীবা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পৃষ্ঠের উপর নিজ দেহভার চাপাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বলিল—"সুধাংশুবাবু, আমার জন্যে আপনার নিজের জীবন বিপদগ্রস্ত করবেন না, আমায় ছেড়ে দিন। আমি মরি, তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই!"

সুধাংশু বলিলেন—"সরযূ! আমার প্রাণের সরযূ! যদি মরিতে হয় তবে দুই জনেই একত্রে ডুবিয়া মরিব।" এমন সময়ে ভগবানের কৃপায় একটু চেষ্টাতেই পায়ের কাপড়টা আপনা আপনিই খুলিয়া গেল। সুধাংশুমোহন অনেকটা মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু এদিকে পুনঃ পুনঃ ঝঞ্ঝাবাতে সরযূর নাসারন্ধ্রে ও মুখ-গহ্বরে বিস্তর জল প্রবেশ করিতে লাগিল ও একবারে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সরযূ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কোনরূপ অধিরতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। সে নীরবে মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহিতে লাগিল। সকলেরই একটা সীমা আছে। সুধাশুমোহনের অন্তরায় অন্তহিত হইবার পূর্ব্বে সরযূর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল। যে বাহুর দৃঢ় বন্ধনে সরযূ সুধাংশুর গ্রীবা জড়াইয়া এতক্ষণ তরঙ্গসহ যুদ্ধ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিল সেই বদ্ধ বাহু এখন শিথিল হইয়া গেল। সুধাংশুমোহন পুনরায় সরযূকে ধরিবার পূর্ব্বে সে অতলে ডুবিয়া গেল। তখনও সুধাংশুর বাম হস্তে তাহার অঞ্চলের এক অংশ ছিল। সেই অংশ ধরিয়া তিনি সজোরে টান দিলেন। তাঁহার হস্তে একটা ভারও অনুভূত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন যে, সমস্ত সাড়িখানি লম্বভাবে স্রোতে ভাসিতেছে—সাড়িখানির সহিত সরযূর দেহের আর কোন সম্বন্ধ নাই।

কি সর্ব্বনাশ হইল! "সরযূ! সরযূ! আর একটু সহিতে পারিলে না? আর একটু অবসর দিলে না? আমার প্রাণ

মূল্যবান ভেবে তুমি নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলে? এই উদ্বেলিত নদীগর্ভে একাকিনী তুমি সমাধিস্থ হ'বে? না—তা কখনও হবে না। মরিতে হয় দুই জনেই মরিব।" এই বলিয়া সুধাংশু-মোহনও সেইখানে ডুব দিলেন। যাহা ছিল তাহাও গেল—বুঝি সব ফুরাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেইদিন বৃদ্ধ রামজীবন বৈকাল হইতে ছট ফট করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রত্যেক্ মুহূর্ত্তে সরযূর সংবাদ লইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আকাশ ঘনা-ঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। প্রথমে বোঁ বোঁ শব্দে ঝড় তৎপরে বৃষ্টি আসিল—কিন্তু তখনও সরযূর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এ দিকে জল ঝড় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া বৃদ্ধ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাহাদের জীবন-সংশয় বুঝিয়া তিনি তাঁহার চাকরদের ও নিকটস্থ ধীবর প্রজাদের প্রতি হুকুম দিলেন যেন তাহারা নদীর ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া যায় এবং যদি সরযূকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে তাহা হইলে তাহারা যেন প্রাণ দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ না হয়। আরও বলিয়া দিলেন যে সরযূকে নির্ব্বিঘ্নে বাগান বাটীতে আনিতে পারিলে যে পুরস্কার তাহারা চাহিবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিবেন। এই ভৃত্য ও প্রজার দল ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গা নদীতে ভাসাইয়া সরযূর অনুসন্ধানে সোৎসাহে প্রবৃত্ত হইল। সরযূর নৌকা ডুবিবার কিছু পূর্ব্বেই তাহারা ডিঙ্গী ভাসাইয়া ছিল। এবং দূর হইতে তাহারা কতকটা ঘটনাও দেখিয়াছিল।

সুধাংশুমোহন ডুব দিয়া সরযূকে পাইলেন না। তিনি

আবার ভাসিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ-অন্ধকার মধ্যে বিজলীর চকিত আলোকে তিনি দেখিলেন অল্প দূরে যেন একটি প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল একরাশি কাল ভ্রমর সহ একবার ভাসিয়া আবার জলে ডুবিয়া গেল। অমনি আগ্রহে সুধাংশুমোহন চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"ভগবন! তবে কি কাতরের করুণ ক্রন্দন ধ্বনি তোমার চরণ তলে পৌঁছিয়াছে?" এই বলিয়া চকিতের মধ্যে সেই শুভ্র শতদল লক্ষ্য করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। কই, সেখানে ত কিছুই নাই। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিরাশ হইয়া সুধাংশুমোহন সেইখানে ডুব দিলেন। কতকদূর ডুবিয়াছেন এমন সময়ে তিনি তাহার হস্তে একরাশি কেশের স্পর্শ অনুভব করিলেন। সজোরে সেই কেশরাশি টানিয়া তিনি জলের উপর তুলিলেন। তাঁহার হৃদয়-সরোবরের শ্বেত শতদলকে আবার তিনি হৃদয়ে পাইলেন।

"সরযূ! সরযূ! সরযূ!" কই সরযূর ত কোন সংজ্ঞা নাই। সুধাংশুমোহন আবার ডাকিলেন—"সরযূ! আমার সরযূ! আমার প্রাণময়ী সরযূ!" কই তবুও ত কোন সাড়া পাইলেন না। সরযূকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সুধাংশুমোহন রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"ভগবন! এ কি করিলে প্রভু? তোমার দেওয়া নিধি আবার কেড়ে নিলে? ওগো বিশ্বনিয়ন্তা! ওগো প্রেমময় দেবতা! যদি আমার হারানিধিকে আবার আমার হাতে দিলে তবে বলে দাও প্রভু! একবার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দাও—আমার সরযূ এখনও

ইহ জগতে আছে কি না ? যদি না থাকে—যদি স্বর্গের দেবীকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে থাক, তবে আমাকেও সঙ্গে নাও—আমাকে তার সাথী কর—আমাদের মিলনে বাধা দিও না। বল বল দয়াময় ! আমার সরযু এখনও আছে কি না ?" হায় ! কে বলিয়া দিবে সরযূ এখনও ইহ জগতে আছে কি না। কেহ তাঁহার কথা শুনিল না—কেহ তাঁহার মর্ম্মব্যথা বুঝিল না। তাঁহার কম্পিত কণ্ঠস্বর উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গের সহিত কোথায় মিশিয়া গেল। সুধাংশুমোহন তথাপি হতাশ হইলেন না। আশায় বুক বাঁধিয়া সুধাংশুমোহন সরযূকে নিজের বুকের উপর রাখিয়া স্রোতের অনুকুলে ভাসিতে লাগিলেন।

অনবরত দুর্দ্দান্ত তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া সুধাংশুমোহন বলহীন হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন—তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইতে লাগিল। তখন যেন দূর হইতে একটা ক্ষীণ আশ্বাসবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সুধাংশুমোহনের আর সে দিকে লক্ষ্য নাই। বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু অতি নিকট। শুধু ভাবিলেন—যখন তিনি সরযূকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন তখন আর মরণে ভয় কি ?

প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ক্রমে শান্ত ভাব ধারণ করিতে লাগিল। শেষ বিদ্যুৎস্ফুরণে রামজীবনের ভৃত্য ও প্রজারা দূরে ভাসমান দুটি দেহকে চকিতে দেখিতে পাইয়াছিল। ডিঙ্গী লইয়া তাহারা সবেগে সেইস্থানে যাইতে লাগিল ও সুধাংশুমোহনকে

উৎসাহ দিবার জন্য তাহারা চিৎকার করিয়া বলিল—"আমরা যাচ্ছি—আর ভয় নাই—আর একটু ভেসে থাকতে পারলে আমরা কাছে গিয়ে পড়বো।"

এই আশ্বাস বাণীই সংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে সুধাংশুর কর্ণে প্রবেশ করে।

পলকের মধ্যে জেলে ডিঙ্গী নিকটে আসিল। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ ডিঙ্গী হইতে জলে লাফাইয়া পড়িল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে—মেঘ কাটিয়া যাইতেছে। গঙ্গার তুফান কমিয়া গিয়াছে। ভৃত্যেরা ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া সেই দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ নিমজ্জমান চেতনাশূন্য দুইটি দেহকে ডিঙ্গীতে তুলিয়া লইয়া বরাবর এণ্টনী বাগানের সোপানোপরি আনিয়া হাজির করিল।

রামজীবনের ভৃত্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে কালীচরণ নৌকার একখণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল ও তাহার প্রভুর নিকটে দৈবদুর্ঘটনার কথা সমস্তই প্রকাশ করিয়াছিল। রামজীবন পীড়িত হইলেও তিনি প্রতুলের মাতাকে লইয়া চাকরদের সাহায্যে বাগানের ঘাটের উপর সোপানে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং সরযূর ও সুধাংশুমোহনের কুশল জানিবার জন্য শুধু ছট ফট করিতেছিলেন। দূরে তাঁহারই ধীবর প্রজাদের ডিঙ্গী দেখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি রে! পেয়েছিস?"

উত্তর আসিল—"আজ্ঞে হাঁ—পেয়েছি।"

প্রশ্ন—"দুজনকেই ?"

উত্তর—"আজ্ঞে হাঁ ! দুজনকেই ।"

প্রশ্ন—"কেমন আছে ? বেঁচে আছে ত ?"

এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। আবার প্রশ্ন করিলেন। তথাপি নিরুত্তর। আবার প্রশ্ন করিলেন। তথাপি সকলেই নীরব।

বৃদ্ধের প্রাণ দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। ভৃত্যেরা সরযূ ও সুধাংশুকে জল হইতে যে ভাবে তুলিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই তাহারা তাহাদিগকে ডিঙ্গী হইতে তুলিয়া চাতালে আনয়ন করিল। তাঁহার প্রাণসমা পৌত্রীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

তখনই বৃদ্ধের আদেশ মত সকলে ধরাধরি করিয়া সুধাংশু ও সরযূকে বাংলোর কক্ষে আনিল। সকলেই তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হইল। কাছাকাছি যে কয়েকজন ডাক্তার ছিল তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকা হইল ও হুগলীর খ্যাতনামা ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে ৫।৭ জন লোক ছুটিল।

ডাক্তারদের চিকিৎসায় ও বহুপ্রকার প্রক্রিয়ায় জানা গেল যে উভয়েই এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে। তবে সরযূর অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ। চিকিৎসকেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া গেলেন যে, সুধাংশুমোহন যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ভাসিয়া ছিলেন যদি তাহা না করিতেন তাহা হইলে বালিকার প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বে দেহ হইতে বহির্গত হইত।

বৃদ্ধ রামজীবন নিজের ব্যাঘ্রগ্রামের দিকে লক্ষ্য করিবার সাবকাশ পাইলেন না। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া সুধাংশুর শিরোদেশ নিজের অঙ্কে স্থাপন করিয়া বারংবার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন—

"সুধাংশুমোহন! ভাই আমার! আজ যে তুমি আমার উপকার করিলে—আজ এ বৃদ্ধের একমাত্র আনন্দের পুত্তলি—একমাত্র সর্ব্বস্বধন সরযূকে রক্ষা করিয়া যে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিলে তাহার পুরস্কার আমি কি দিব? আমার প্রাণ দিলেও এ ঋণের প্রতিদান হবে না।"

সুধাংশুর লুপ্ত সংজ্ঞা তখন ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি একবার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন এক সুন্দর গৃহ প্রকোষ্ঠে সুকোমল শয্যায় তিনি শায়িত। পার্শ্বে বহুজন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, আর বৃদ্ধ রামজীবন অনিমেষ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া উপবিষ্ট।

চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সুধাংশুমোহন ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায়? সরযূ কোথায়?" বৃদ্ধ রাম-জীবন সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলেন। নিজে সুধাংশুর স্পষ্ট অস্পষ্ট সকল কথাগুলি শুনিয়া জবাব দিবেন এই তখন তাহার ইচ্ছা। সুধাংশুর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"তুমি তোমারই বাড়ীতে আছ, ভাই! সরযূ তোমারি নিকটে আছে।"

সুধাংশু—"সরযূ কি বেঁচে আছে?"

বৃদ্ধ রামজীবন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—"সরযূ তোমারই যত্নে এখনও বেঁচে আছে।" কথাগুলি অপ্সরা সঙ্গীতের ন্যায় সুধাংশুর কর্ণে ধ্বনিত হইল। তাঁহার অধর প্রান্তে ক্ষীণ বিজলীর মত মৃদু হাসির রেখা নিমিষের জন্য জাগিয়া উঠিয়া নিমিষেই অধরে মিশিয়া গেল। তার পর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সরযূ বেঁচে আছে? কই কোথায় সরযূ?"

বৃদ্ধ রামজীবন হৃদয় আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল! পরে বলিলেন—"ভাই, সরযূ নিকটেই আছে। চিকিৎসকের আদেশে তোমার সরযূকে তোমার নিকট হইতে একটু পৃথক রেখেছি মাত্র।" মনে মনে বলিলেন—"ঈশ্বর যদি দিন দেন তবে তোমারই বুকের ধন তোমাকেই দিব।"

সুধাংশুমোহন তখনও বেশ প্রকৃতিস্থ হ'ন নাই। সকল কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার আবার সংজ্ঞা লোপ হইল।

সকলেই সে রাত্রে ইহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। বৃদ্ধ রামজীবনের অসুস্থতা সে রাত্রে কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিল না। সেই রাত্রি হইতে বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রামজীবনের পৌত্রীর জলমগ্ন ব্যাপার লইয়া হুগলীতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সংবাদ পত্রে এই ব্যাপারের বিশেষ আন্দোলন হইল। সকলেই সুধাংশুমোহনের সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব কাহিনীর প্রশংসা করিল। জেলার অনেক ভদ্রলোক, সাহেবসুবা ও উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী যাহাদের সহিত রামজীবনের সদ্ভাব ছিল, তাঁহারা সকলেই পরদিন এণ্টনী বাগানে রুগ্নশয্যায় শায়িত সুধাংশুমোহন ও সরযূকে দেখিয়া গেলেন। প্রবাসী জনার্দ্দন বসুও সংবাদ পত্রের কল্যাণে এই সংবাদ পাঠ করিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একবার ভাবিলেন ইহা বোধ হয় অন্য কোন সুধাংশুমোহনের কথা। কিন্তু দুই একখানি কাগজে সুধাংশুর কতকটা ইতিহাসও দেওয়া ছিল। তাহা পাঠ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন—কিন্তু বিশেষ বিচলিত হইলেন অন্নপূর্ণা দাসী।

তখনকার হুগলির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কুমুদবন্ধু রায় জনার্দ্দনের বাল্যবন্ধু ছিলেন। মনের সংশয় দূর করিবার জন্য জনার্দ্দন বাবু কুমুদবন্ধুকে একখানি গোপনীয় পত্র পাঠাইয়া সমস্ত তত্ত্ব লইতে অনুরোধ করিলেন এবং উত্তরে যাহা জ্ঞাত হইলেন তাহাতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। অন্নপূর্ণা দাসী এ সংবাদে

কাঁদিয়া উঠিলেন। হিন্দুরমণী পুত্রপিণ্ড আবশ্যক বোধে পুত্র কামনা করেন। যদি সেই পুত্র বি-ধর্ম্মী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের জল গণ্ডুষ লোপের চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিষ্ঠাবান পিতামাতার হৃদয়ে যে কি দারুণ শেল বিদ্ধ হয় তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কে বুঝিবে?

জনার্দ্দন ভাবিলেন—যদিই সুধাংশুমোহন সরযূকে ভাল বাসিয়া থাকেন, যদিই ব্রাহ্মমতাবলম্বী রামজীবনের পৌত্রী সরযূকে বিবাহ করেন তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই না সংঘটিত হইবে। তিনি আর অধিক ভাবিতে পারিলেন না। অন্নপূর্ণা দাসী এ সংবাদে আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে দেবতার উদ্দেশে বলিলেন—

"হে হরি! হে ঠাকুর! তুমি কি করলে? আমার বহু তপস্যার—বহু সাধনার ধন সুধাংশুমোহনকে কেন এমন মতিগতি দিলে? সে যে আমার একমাত্র সন্তান। তার মন ফিরিয়ে দাও ঠাকুর। আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজো দোব।" এই বলিয়া 'হরির তলায়' বারবার মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন! জনার্দ্দন বসুও কম বিচলিত হন নাই। কিন্তু গৃহিণীর ন্যায় অধীর হইলেন না। নিজে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিয়াছেন তাহা তিনি পুত্রকে জানিতে দিলেন না। নৌকাডুবির বিষয় যে তিনি কিছু শুনিয়াছেন তাহাও পুত্রের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে কলিকাতাস্থিত আত্মীয় স্বজনকে সুধাংশু-মোহনের জন্য একটি সুরূপা স্বঘরের কন্যা স্থির করিতে অনুরোধ

করিলেন এবং নিজেও উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে রহিলেন। আর প্রচার করিয়া দিলেন, ক'নের ওজনের উপযুক্ত গিনি বা মোহরের আবশ্যক নাই, তবে কন্যাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হওয়া চাই!

তিনি স্থির করিলেন, যেই পাত্রী মনোনীত হইবে অমনি অন্ততঃ দুই সপ্তাহের সাবকাশ লইয়া জাঁকজমক হউক বা নাই হউক—সুধাংশুমোহনকে একবার সাতপাকে বেড়িয়া ছাড়িয়া দিবেন।

কুলমর্য্যাদা প্রয়াসী কুলীন কায়স্থ জনার্দ্দন বসু দূর প্রবাসে প্রিয় পত্নী অন্নপূর্ণার সহিত নিভৃতে বসিয়া এই সব জল্পনা আঁটি-লেন। একবার ভাবিলেন না যে এই নিষ্ঠুর 'সাতপাকের' পরিণামে একটি সরলা বালিকার হৃদয়ে মরুভূমির সৃষ্টি হইবে। একবার ভাবিলেন না যে এই সাত পাকের বেড়া আগুণে সংসার কাননের একটি শুভ্র সৌরভময়ী ক্ষুদ্র কুসুম-কলিকা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। একবার ভাবিলেন না যে সে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা সমস্ত জীবনব্যাপী চক্ষের জলে নিভিবে না। সরযূ যে আমাদের পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী বালিকা—সে যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়—সংসারের কুটিলতা, মনুষ্য রচিত নির্দ্দয় সামাজিকতা, জগতের ঘোর স্বার্থপরতা তাহার হৃদয়ে কথন স্থান পায় না। সে এ সব বোঝে না, এ সব জানে না। সে শুধু জানে যে প্রেম স্বর্গের সুরভিমাথা বিভুর করুণা দান—সে জানে যে ভাগ্যবতী-গণের হৃদয়-আধারে এই প্রেম স্থান পাইয়া এই দুরন্ত সংসারকে

দেবলোকে পরিণত করে—সে জানে যে, এই প্রেমের পবিত্রস্পর্শ মানবের পশুত্ব লোপ করিয়া দিয়া প্রাণে দেবত্ব জাগাইয়া দেয়—মানবকে দেবতা করিয়া তুলে।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রতুল—দাদামহাশয় যা বলেছেন তা সমস্তই তোমাকে জানালাম।

সুধাংশু—আমিও ত তা'তে কোন অমত প্রকাশ কচ্ছি না।

প্র—দেখ সুধাংশু! একটু চিন্তা করে উত্তর দিও। কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। এ কাজ কর্ত্তে গেলে নৈতিক সাহসের বিশেষ দরকার।

সু—আবশ্যক হ'লে সে সাহস দেখাতে আমিও পশ্চাৎপদ নই।

প্র—বেশ কথা। সকলেরই ইচ্ছা যা'তে তোমাদের বিবাহ শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়। তবে একমাত্র অন্তরায় তোমাদের সমাজ ও তোমার পিতামাতা।

সুধাংশুমোহন পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন সমাজ, মা বাপ এক দিকে আর সরযূ এক দিকে। সুতরাং তাহার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন—"সরযূর জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করতে পারি।

প্র—তোমার উপযুক্ত কথাই বটে। তা'হলে তোমার কথার উপর আমরা নির্ভর ক'রে কাজ করতে পারি?

সু—নিশ্চয়ই।

প্র—দাদামশায়ের আরও ইচ্ছা এই যে যদি এবার তুমি বি,

এ উপাধি নিতে পার তাহলে তিনি তোমাকে (Indian Civil Service) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাবেন। সরযূর স্বামী একজন কৃতবিদ্য, সম্মানী ও উপযুক্ত লোক হ'ন এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

সু—আমি প্রস্তুত আছি। তবে প্রতুলচন্দ্র, তুমি এটা জেনো যে, সিভিল সার্ভিস বা উচ্চপদেরপ্রলোভনে আমি এ বিবাহ করছি না। শুধু সরযূ আমার হবে এই আমার একমাত্র প্রলোভন।

প্র—বেশ কথা। বিলাত যাবার পূর্ব্বে তোমাকে এই শুভ কাজটা সেরে যেতে হবে।

সু—বেশ কথা। বিলাত যাবার অমত নেই। তিনি এবিষয়ে যা আদেশ করবেন আমি তা পালন করবো। কিন্তু উপাস্থত এ সমস্ত সংবাদ আমার পিতা মাতার নিকট গোপন রাখতে হবে।

প্র—প্রকাশ করে আমাদের লাভ কি ? তাতে কার্য্য সিদ্ধি হওয়া দূরে থাক বরং কার্য্য বিঘ্ন হওয়ারই সম্ভাবনা। আমাদের ও সরযূর পরীক্ষা শেষ হলেই আমরা হুগলীর বাটিতে যাবো ও সেইখানেই এই বিবাহ সম্পন্ন হবে। এতে তোমার মত কি ?

সু—আমারও তাই মত।

প্র—সুধাংশু ! কিছু মনে ক'রো না। এইটি স্মরণ রেখো, তোমার কার্য্যের উপর একটি বালিকার ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

সু—এ বিষয়ে অধিক আর কি বলবো। তবে এইমাত্র জেনো যে, আমি সব কর্ত্তে পারি কিন্তু জীবনে কখন সরযূকে

বিপদে ফেলতে পারি না। আমি পবিত্র শপথ নিয়ে একথা বলছি।

প্র—তোমার কথা শুনে বড়ই সুখী হলাম। আজ এই সুযোগে তোমায় একটা কথা বলি। যে দিন তোমার সঙ্গে সিটি কলেজে সরযূর প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তুমি আমার কাছে তার পরিচয় চেয়েছিলে। মনে আছে?

সু—আছে।

প্র—আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম মনে আছে কি?

সু—খুব আছে। তুমি সাফ বলেছিলে তাকে চিনি না।

প্র—হাঁ, তাই বটে। তার কারণ কি জান?

সু—তুমিই জান। আমি কি করে জান্‌বো।

প্র—প্রথম হ'তেই তোমার সঙ্গে আমার যত সদ্ভাব বাড়ছিল, ততই আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। তোমাকে একটা আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করবো এই আমার ইচ্ছা ছিল। সরযূর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ আছে এটা প্রথমে তোমাকে জানতে দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করিনি। সেই জন্যই গোপন করেছিলাম। যাই হ'ক ভাই সেই ক্ষুদ্র মিথ্যাটির জন্য আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

সু—ভাল। সুখী হলাম। এ গরীবকে জড়াবার মতলবটা তা হলে গোড়া থেকেই এঁটেছিলে দেখছি। যাক, আর ক্ষমা চেয়ে কাজ নাই। এখন আর কি হুকুম আছে বল।

প্র—এখন তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি দাদামশায়কে

একটা কথা বলে আসি।" এই বলিয়া আনন্দোৎফুল্লপ্রাণে প্রতুল চন্দ্র সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জলমগ্ন হইবার পর একটু সুস্থ হইলে সুধাংশুমোহনকে হুগলী হইতে কলিকাতায় তাহার নিজের বাটীতে আনা হইল। তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ অসুস্থ থাকেন পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। সরযূবালা ৪।৫ দিন অচৈতন্য ছিল। তার পর সে সংজ্ঞা লাভ করে। অসুস্থ অবস্থায় সরযূবালা যে সমস্ত প্রলাপ বকে, তাহাতে রামজীবন বুঝিয়াছিলেন যে, সে সুধাংশুমোহনকে ভালবাসিয়াছে ও তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে রাখিয়া নিভৃতে পূজা করিতেছে। যাহাতে এই প্রেমিক যুগল এ জগতে প্রকৃত সুখী হয়, এজন্য তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে প্রথম সুযোগেই তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। আজ তাই প্রতুলচন্দ্রকে দিয়া তাঁহার মনোগত ভাব সুধাংশুমোহনকে জানাইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, পাঠক তাহা বিস্তারিত শুনিয়াছেন। প্রতুলচন্দ্র দাদামহাশয়কে সুসংবাদ দিতে গেলেন। ইতিমধ্যে সরযবালা কক্ষে প্রবেশ করিল।

সরযূ অন্তরাল হইতে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। দাদামহাশয় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলের কথা জানিয়া অযাচিত ভাবে যে সুধাংশু মোহনের নিকট তাহার বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া মনে মনে বড় সুখী হইল। কিন্তু হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল—

"সুধাংশু বাবু! আপনি কেমন আছেন? সেই বিপদের পর আজ এই প্রথম দেখা।"

সুধাংশু উত্তর করিলেন—"সেই একদিন আর এই একদিন। তুমি ভাল আছ ত?"

সরযূ—আমি বেশ সেরেছি। আপনি আর পড়াবেন না?

সুধাংশু—কে পড়াবে এখন তাই ভাবছি।

সরযূ—তার মানে কি?

সুধাংশু একটু রঙ্গ করিয়া পুনরায় উত্তর করিলেন—"এতদিন আমি ত পড়ালাম। এইবার তোমার পড়াবার পালা পড়েছে।"

উত্তর শুনিয়া সরযূ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তখন সুধাংশুমোহন সরযূর হাত ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—

"সরযূ! তুমি কি আমার হবে?"

সরযূ সলজ্জভাবে আস্তে আস্তে উত্তর করিল—

"দাসী ব'লে চরণে স্থান দিবেন এ সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

"সরযূ! আমার হৃদয়ের রাণী! বল তুমি আমার হবে? তোমায় বুকে নিয়ে ম'লেও যে আমার সুখ—তাকি তুমি জান না? সরযূ! সরযূ! তুমি স্বর্গ, সুখ, শান্তি—আমার সর্ব্বস্ব!" এই বলিয়া সুধাংশু সরযূকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার আরক্তিম গণ্ডে একটি চুম্বন করিলেন। এই একটি চুম্বনে সরযূবালা

আত্মহারা হইয়া গেল। ক্ষণেক উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে সরযূবালা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"সুধাংশুবাবু—আমার কামনা কি পূর্ণ হবে? কি জানি কেন আমার প্রাণে সদাই একটা সংশয় উঠে—কি জানি কেন—মনে হয় যেন আমাদের মিলনের পথে একটা মস্ত বাধা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাদের মিলনের সুখ বুঝি মুকুলেই নষ্ট হ'বে।"

কথাটা শুনিয়া সুধাংশুমোহন প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন—"ছি! একি কথা?" একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন—

"তুমি একটা অলীক আতঙ্ক নিয়ে অমঙ্গল চিন্তা ক'রো না। সরযূ! আমার হৃদয়ের রাণী সরযূ! এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই আমার বাপ মায়ের অমত হবে এই ভেবে অমঙ্গল কল্পনা করেছ—নয়?"

"তাই বটে।"

"এ কল্পনা সম্পূর্ণ অলীক—মিথ্যা। সরযূ! প্রাণেশ্বরী! সুধাংশুমোহন মিথ্যা বল'তে জানেনা—সে কখনও মিথ্যা প্রলোভন দেখাতে শেখেনি। এ জীবনে আমার পিতামাতা, গৃহ, সমাজ একদিকে আর প্রাণময়ী সরযূ তুমি একদিকে। তুমিই আমার লক্ষ্য—তুমি আমার সুখ—তুমি আমার শান্তি—তুমিই আমার ধ্রুবতারা—তুমি আমার উপাস্য। সরযূ ভিন্ন এ জীবনে আমার শান্তি নাই!"

এই বলিয়া সুধাংশুমোহন পুনরায় সরযূকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহার গোলাপ রঞ্জিত গণ্ডে আর একটি গাঢ় চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল! আমায় আর অবিশ্বাস করবে না?"

সরযূবালা লজ্জাবনত হইয়া সুধাংশুর হৃদয়ে মুখ ঢাকিল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাঁহার গণ্ড বহিয়া দুই চারি ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

জনার্দ্দন বসু সমস্ত সংবাদই রাখিতেছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে পর সুধাংশু তাঁহার পিতাকে জানাইলেন যে, তিনি পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত হুগলীতে তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকিবেন। জনার্দ্দন বাবু প্রথমে সম্মতি দিবেন না ভাবিয়াছিলেন। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পুত্রের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। কাজেই এখন সুধাংশুমোহন সরযূ ও প্রতুলচন্দ্র হুগলীতে আসিয়াছেন। ডেপুটি কুমুদবন্ধু বাবু হুগলীর সমস্ত সংবাদ বিশেষরূপ রাখিতেন ও প্রতি ডাকে প্রাত্যহিক খবর বন্ধুকে জানাইতেন। হুগলীতে আসিবার পরই রামজীবনের আদেশ অনুসারে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। জনার্দ্দন বসু যখন শুনিলেন যে বিবাহের প্রস্তাবটি পাকাপাকি হইয়াছে ও পুত্র সরযূকে বিবাহ করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন পাঠাইয়াছে তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয় বন্ধু কুমুদবন্ধুর সহিত ও অন্যান্য উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে এ বিবাহ স্থগিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও সেই বিবাহে তাঁহার অমত ও আপত্তি আছে তাহা জানাইয়া তিনিও রেজিষ্ট্রারের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। আর একখানি পত্র নিজ পুত্রকে পাঠাইলেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন

বিচক্ষণ ও সংসারাভিজ্ঞ জনার্দ্দন বসু মনে মনে বুঝিতেন যে, ইচ্ছা করিলে উপস্থিত বলপ্রয়োগ দ্বারা এ বিবাহ তিনি বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু যুবক সুধাংশুমোহনের উন্মুক্ত প্রাণের উদ্দাম উচ্ছ্বাস এইরূপ বলপ্রয়োগে রোধ করা তিনি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না। তাই ধীরে ও অতি সন্তর্পণে দূর হইতে "গোয়েবি" চাল চালিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—ঠিক উপযুক্ত সময়ে এমন একটি বোড়ের কিস্তি দিবেন যে তাহাতেই কাঁচা খেলোয়াড় সুধাংশুমোহন 'মাৎ' হইয়া যাইবে।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যাকাল। বৈকালে একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ধরণীর উত্তাপ আর ততটা নাই। আকাশ বেশ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। সান্ধ্যগগনে চাঁদ উঠিয়াছে। ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। ভাগিরথী কুলকুল স্বরে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। সেই সময় সরযূ ও সুধাংশু বাগানের নিকট গঙ্গার সোপানে বসিয়া ভবিষ্যৎ বিবাহজীবনের কত সুখ-কল্পনা চিত্তপটে আঁকিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন—এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সুধাংশুমোহনের হাতে একখানি পত্র দিল। পত্র দেখিয়াই সুধাংশুমোহন বুঝিলেন যে উহা তাঁহার প্রবাসী পিতা সিমলা শৈল হইতে তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া তিনি যুগপৎ চমকিত ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া সরযূ উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পত্রের সংবাদ কি ?"

"সংবাদ বড়ই খারাপ।"

"কোন অশুভ সংবাদ এসেছে কি ?"

"উপস্থিত না বটে—তবে আশু সম্ভাবনা।"

সরযূ অধৈর্য্য হইয়া পুনরায় বলিলেন—"কি হয়েছে ?"

"পত্রখানি শুনলেই সমস্ত বুঝবে।"

এই বলিয়া সুধাংশুমোহন পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রখানি এইরূপ :—

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ--

বাবাজীবন! তোমার কুশল শুনিয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বদা তোমার সমাচার লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

তোমার সম্বন্ধে একটা জনরব শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। শুনিলাম, তুমি কোন ব্রাহ্মিকাকে বিবাহ করিবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছ। আমাদের মতামত লওয়া যখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে কর নাই, তখন আমিও উপস্থিত কোন মতামত প্রকাশ করিলাম না। তবে এ বিষয়ে আমাদের কি মত থাকা সম্ভব বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, সেইজন্যই মতের অপেক্ষা কর নাই। তা যাক, যাহা ভাল বুঝিয়াছ, তাহা করিয়াছ। তবে এ অবস্থায় তোমাকে একটা বিষয় আমার জানান আবশ্যক সেই জন্য তোমায় লিখিতেছি। তুমি কুলীন কায়স্থসন্তান হইয়া যখন বিধর্ম্মীর পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তখন অবশ্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে এ বিবাহ হইতে পারে না—ইহা তুমি জান। প্রকৃত ও সঙ্গত ভাবে তোমায় বিবাহ করিতে হইলে ইংরাজ

আইন বলেই বিবাহ করিতে হইবে। সেই আইনানুসারে আমার বিনা অনুমতিতে তুমি ২১ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পার না। আগামী ৩০শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন তোমার ২১ বৎসর পূর্ণ হইবে। তাহার পূর্ব্বে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ ও সেই বিবাহের ফলে পুত্র বা কন্যা জন্মিলে তাহা জারজ শ্রেণীভূক্ত হইবে। অতএব এই বুঝিয়া কাজ করিও। তুমি বয়স্থ ও শিক্ষিত। তুমি নিজের মঙ্গলা-মঙ্গল বেশ বুঝ—এই আমার বিশ্বাস। এ বিষয় অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

তোমার মাতার দেহ বড়ই অসুস্থ। তিনি এ সময়ে তোমাকে একবার দেখিতে চান। এখন তোমার অবকাশ বিস্তর। একবার এখানে বেড়াতে আসিলেই বা দোষ কি?

আর একটি বড় প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে। আমাদের আফিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মিঃ ডগ্‌লাস্ শীঘ্র পেনসন লইয়া বিলাত যাইবেন। তিনি বরাবরই আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। উপস্থিত এই বিদায়কালে আমার প্রার্থনা জানিতে চান। তোমার যাহাতে একটি উপযুক্ত কর্ম্ম মিলে, এইজন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু তোমার সহিত একবার আলাপ করিতে চান। তাঁহার ইচ্ছা তোমায় দেখিয়া ও তোমার মতামত লইয়া কার্য্য করেন। এ কারণও তোমার একবার এখানে আসা উচিত। মিঃ ডগ্‌লাস্ বড়লাট বাহাদুরের

দক্ষিণ হস্ত বলিলেও হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে বিচার-বিভাগে বা শাসনবিভাগে বা অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে একটি কর্ম্ম দিতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে কর্ম্ম তোমায় দিবেন, তাহাতে বেশ মোটা মাহিনা ও যথেষ্ট সম্মান থাকিবে।

অধিক কি লিখিব। আর আর সমস্ত কুশল। উত্তর দিতে বিলম্ব করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

সিমলা পাহাড়
২রা আষাঢ়।

শ্রীজনার্দ্দন বসু।"

পত্র শুনিয়া সরযূ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুধাংশুমোহনের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল এবং ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পত্রের মর্ম্ম হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল। সুধাংশুমোহন ভাবিতে লাগিলেন— "এ কি! তাঁহার পিতা সুদূর প্রবাস হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ এত বিচক্ষণতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন কিরূপে? তার পর সরযূর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তিনি ডাকিলেন—

"সরযূ! সরযূ!" সরযূ তখন কি এক ঘোর চিন্তায় বিভোর। তাঁহার আহ্বান সে শুনিতে পাইল না। সুধাংশুমোহন সোহাগ-ভরে তাহার চিবুক ধরিয়া আবার ডাকিলেন—"সরযূ!" উষ্ণ

এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরযূ উত্তর করিল—"কি ব'লছ ?"

"তুমি কি ভাবছ ?"

সরযূ কোন উত্তর না করিয়া নিজের অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল। সুধাংশু তাঁহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইয়া বসাইয়া বলিলেন—

"সরযূ ! কেঁদনা, শোন ! এখন বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য ?"

সরযূ উত্তর করিল—"আমি কি ব'লবো ? আমার কি বলবার আছে ? আমি বড় অভাগিনী ! আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই ভাগীরথীর জলে একদিন ডুবে মর্‌ছিলাম, যদি ম'র্‌তাম, তাহ'লে সব আপদ দূর হ'য়ে যেত। তুমি আমায় কেন বাঁচালে, সুধাংশুবাবু ?"

সুধাংশু সাগ্রহে বলিলেন—"তোমায় পাব ব'লে—তোমায় হৃদয়ে রাখবো ব'লে !"

সরযূ হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বালিকা সজল নয়নে বলিল—"উঃ ! ভাবতে গেলে হৃৎপিণ্ড খ'সে যায়। যাঁকে এতদিন স্বামী বলে পূজা করে এসেছি, তাঁকে আজ প্রকাশ্যভাবে পতিত্বে বরণ কর্‌লে আমার পুত্রকন্যা জারজ হবে ? এই রাজার আইন—এই সমাজের নিয়ম ! বল—বল সুধাংশুমোহন ! এই জন্যই কি আমাকে বাঁচিয়েছিলে ?"

সুধাংশু কহিলেন—"স্থির হও—অত উতলা হ'য়ো না!"

সরযূ—আমার গতি কি হবে? আমি কি কর্ব্বো? বল, আমার বেঁচে সুখ কি?

সুধাংশু একটু ধৈর্য্য ও সাহস দেখাইয়া উত্তর দিলেন—

"ভয় কি? এর কি আর উপায় নেই? পিতাঠাকুর যা লিখেছেন, তাই যদি আইনের প্রকৃত অর্থ হয়, তা'হলে বড জোর আগামী ৩০শে ফাল্গুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত না হয় বিবাহ স্থগিত থাকতে পারে। এ ছাড়া আর কি বেশী হ'তে পারে।"—এই বলিয়া সুধাংশু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"দেখ সরযূ! আমার বোধ হয় এই ক'টা মাস পৃথক থাকাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।"

এই কথায় সরযূ একেবারে বিচলিত হইয়া গেল। সে অধৈর্য্য হইয়া উত্তর করিল—"ওগো! তুমি অমন কথা ব'লো না? তুমি আমার চখের অন্তরালে যেও না! কি জানি কেন আমার বড় ভয় হয়।"

"কিসের ভয়, সরযূ?"

"আমার মনে হয় আর বুঝি তোমায় পাব না। তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।" এই বলিয়া সুধাংশুর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। সুধাংশুমোহন পা ছাড়াইয়া লইয়া সরযূকে উঠাইয়া বসাইলেন। তাহার পর বলিলেন—

"ছি সরযূ! একি অলীক আতঙ্ক তোমার? তুমি কি পাগল

হয়েছ? তুমি বুদ্ধিমতী ও বয়স্থা—হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্না। তুমি ভেবে দেখ। আইন অনুসারে যদি উপস্থিত বিবাহ স্থগিত রাখতে আমরা বাধ্য হই, তা'হলে পৃথক থাকাটা কি আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়?"

"আমি অত ভাবতে পারি না! তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে? তার চেয়ে এই ভাগীরথীর জলে আমার অস্তিত্ব লোপ করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।"

সুধাংশু—"দেখ সরযূ! বুঝে দেখ! দূরে থেকে বরং বিরহ সহ্য করা যায়, কিন্তু কাছে থেকে বিরহ সহ্য করা যায় না। প্রাণের সরযূ! যখন ক'মাসের জন্য বিবাহ স্থগিত করতেই হবে, তখন আমাদের এইভাবে এখানে একসঙ্গে থাকা কি সঙ্গত বলে মনে কর? আমার মতে উপস্থিত পৃথক হওয়াই আমাদের উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক। তারপর এ অবস্থায় আর একটা সুযোগই বা ছাড়ি কেন? যদিই ডগ্‌লাস্ সাহেবের অনুগ্রহে একটা ভাল কাজ পাই তাই বা হেলায় পরিত্যাগ করি কেন? তাহার উপর মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা। তাঁকে দেখে এলে পিতামাতা উভয়েই বরং সন্তুষ্ট হবেন। তাঁদের সুখী রাখা এ সময় অতি আবশ্যক বলে মনে করি। বিদেশে গেলে তোমায় ভুলে যাবো এই কি তোমার বিশ্বাস—এই কি তোমার ধারণা?"

সরযূ—হাঁ তাই বটে। কিন্তু এ বিশ্বাস—এ ধারণা কি অসম্ভব?"

সুধাংশু দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"সম্পূর্ণ অসম্ভব! যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন সুধাংশুমোহন কারও নয়; শুধু সরযূর। যেখানে থাকি না কেন, আগামী ৩০শে ফাল্গুন চাঁদ উঠবার আগে সরযূর হৃদয়াকাশে সুধাংশু উদয় হবেই। কোন বাধা—কোন বিঘ্ন ইহার অন্যথা করতে পারবে না।"

এই আশ্বাসবাক্য সরযূর মনঃপূত হইল না। বলিল—"তবে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়াটাই কি তোমার ইচ্ছা?"

সুধাংশু—ইচ্ছা না থাকলেও কার্য্যগতিকে এটা করতে বাধ্য হ'তে হবে। নচেৎ এ বিপদে আমাদের উদ্ধার নেই।

সরযূ—সুধাংশুমোহন! আমার দশা কি হবে? আমি কি নিয়ে থাকবো?"

সুধাংশু—কষ্ট কি শুধু তোমার, আমার নয় সরযূ?

সরযূ—তুমি পুরুষ, তোমার কর্ত্তব্য বিস্তর। তোমার কাজ অনেক। তুমি বিদেশে পিতামাতার স্নেহের মাঝে থেকে কত রকম কাজে জড়িয়ে থাকবে। মধ্যে মধ্যে হয় ত অবসর মত দয়া করে আমাকে স্মরণ করবে। কিন্তু তুমি জান না—এখানে অভাগী কি করে দিন কাটাবে? এই বাগানে প্রত্যেক পদক্ষেপে নিষ্ঠুর স্মৃতি তোমার দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়ে দেবে—আকুল প্রাণে, বিহ্বল চিত্তে আমি চারিদিক খুঁজে বেড়াব—সহস্র বৃশ্চিক হৃদয়ে দংশন করবে—সহস্র স্মৃতির কাঁটা অভাগীর প্রাণে

অশান্তির জ্বালা জাগিয়ে দেবে। বল সুধাংশুমোহন! সে জ্বালা কে নিবাবে? কি দিয়ে হৃদয়কে বোঝাব? কি নিয়ে ভুলে থাকবো?

সুধাংশু—আর যাতনা দিও না—ওসব কথা তুলে অভাগার প্রাণে আর কষ্ট দিও না! এখন একমাত্র কর্ত্তব্য ভেবে কাজ করতে হবে। এস্থানে থাকা অমঙ্গলজনক। উপস্থিত মিলন সহস্র বর্ষের বিরহ অপেক্ষা অপ্রিয়। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! অবুঝ হয়ো না। ধৈর্য্য ধরতেই হবে। তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যখন এতদিন একরকমে কেটেছে—এতদিন সহ্য করেছ, তখন আর এই ক'টা মাস সহ্য হবে না?

সরযূ—ওগো! এ জগতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। পিতার আদর হ'তে বঞ্চিতা, মাতার স্নেহ হ'তে বিচ্ছিন্না আমি, আমি এতদিন সংসার-তরঙ্গে সামান্য তৃণের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। আজ ভাগ্যক্রমে যদি কুল পেলাম,—স্নেহ মমতা, প্রেম যত্ন, সোহাগ আদর যদি বিধি দয়া করে দিলেন, বল, আমার দেবতা, আমি কি করে এসব ভুলে থাকবো? তাই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তুমি আমায় এ ভালবাসা দিলে? নিরীহ সরলা বালিকা—ঘুরে ফিরে বেড়াতাম, নিজের মনে বনফুলের মত আপনি ফুটে আপনিই শুকিয়ে যেতাম। কেন তুমি আমাকে সোহাগভরে বৃন্তচ্যুত করে হৃদয়ে রাখলে? কেন তুমি নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগালে? কেন তুমি প্রাণে নূতন উৎস ছুটিয়ে নব ভাবে, নব রাগে হৃদয় পরিপূর্ণ করে দিলে?"

কথাগুলি সুধাংশুর মর্ম্মে বিঁধিল। তিনি সরযূকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন—

"আমার কি অপরাধ সরযূ! আমার কি দোষ? প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলেও আমি যে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারি না, বল সরযূ! সে কাজের জন্য কি আমি অপরাধী?"

সরযূ—নির্ম্মম—নিষ্ঠুর তুমি! কোথা হ'তে এসে আমার জীবনের শান্ত বেলাভূমি উপরে আজ প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিলে। তার পর যখন প্রবল তরঙ্গরাশি আমাকে আকুল করে ছুটতে লাগলো, তখন তুমি সে তরঙ্গবেগ প্রশমিত না করে অভাগীকে ফেলে দূরে পালিয়ে তোমার কর্ত্তব্য করতে চাও? ধিক্ তোমার কর্ত্তব্যে!

"ক্ষমা কর সরযূ! আমায় মার্জ্জনা কর। ধর্ম্ম জানেন, আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই। আকাশে চন্দ্র—সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—হৃদয়ে দেবীমূর্ত্তি তুমি সরযূ! আমি প্রকৃত সত্য বলছি—আজকের এ মিলন বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই কঠিন! বোঝ! শোন! কখনও প্রতারণা জানি না, কখন প্রতারণা করবো বলে তোমায় ভালবাসিনি! একবার চারিদিক চেয়ে দেখ—একবার ভেবে দেখ—একবার আমায় বিশ্বাস কর!"

সরযূ—অবিশ্বাস তোমায় কখন করিনি! তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ, কখন এমন কল্পনায়ও করিনি! আমি বড় অভাগিনী! আমি কি করবো? আমি কোথা যাবো? আমি কি নিয়ে থাকবো?

সুধাংশু—ধৈর্য্য ধর, সরযূ! আমার শপথে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শোন! আবার এই স্থানে সাক্ষাৎ হবে—এই তটিনীর তীরে—এই রম্য স্থানে—আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাত্রে আবার আমাদের মিলন হবে, আমি আবার ফিরে আসবো। আমার চঞ্চল অঙ্গস্পর্শে দূরে ঐ শেফালিরাশি উল্লাসভরে ধরায় লুটিয়ে পড়বে! এই পুণ্যসলিলা জাহ্নবী আমাদের মিলন দেখে পবিত্র প্রাণে নেচে নেচে আবার সাগরাভিমুখে ছুটে যাবে! ঐ কুমুদিনী ঐ স্থানে আবার হাসতে হাসতে প্রফুল্লমনে সৌরভ ছড়াবে! আর আমার চিরসৌন্দর্য্যময়ী সরযূবালা আবার সোহাগভরে হৃদয়ে বসবে! সেই দুর্লভ চিরবাঞ্ছিত মধুর মিলন এই দুর্দ্দিনের তীব্র স্মৃতিকে চিরদিনের মত অতল উপেক্ষা-নীরে ডুবিয়ে দেবে।

নিস্পন্দ ও নীরব ভাবে সরযূ কথাগুলি শুনিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাহার মর্ম্মে স্পর্শ করিল না। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি অন্য উপায় নেই? বল, বল, ভাল ক'রে ভেবে বল, বেশ ক'রে বুঝে বল, আর কি অন্য উপায় নেই? আমাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন অন্য পথ নেই?" সরযূ আর অধিক বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল ঝরিতে লাগিল।

চিবুক ধরিয়া চোখের জল মুছিয়া দিয়া সুধাংশু পুনরায় বলিলেন—"ছি সরযূ! অমন কথা মুখে এনো না। 'পরিত্যাগ' কথাটি ব্যবহার ক'র না। উভয়ের মঙ্গলের জন্য উপস্থিত

কিছুদিন বিরহ সহ্য ভিন্ন এ বিপদের অন্য উপায় আছে ব'লে বোধ হয় না। এখন এস্থান হ'তে ঘরে চল। পত্রে বাবা যা লিখেছেন তা কতদূর আইনসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ, সে বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক ও উপযুক্ত পরামর্শ লওয়া দরকার। তার পর যথাকর্ত্তব্য করতে হবে।" এই বলিয়া সুধাংশুমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে বদ্ধ রাখিয়া বাংলো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উষ্ণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সরয়-বালাও কলের পুতুলের মত সুধাংশুর পদ অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিমালয়-গিরি-শ্রেণীর দূর পশ্চিমাংশে সিমলা শৈল অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা এই জমিদারী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। সেই অবধি ইহা খাস ইংরাজ শাসনাধীন। এক্ষণে এই সিমলাশৈল বড়লাট বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস।

গ্রীষ্মকালে লাট বাহাদুর এইখানেই প্রায়ই থাকেন ও তাঁহার অধীনস্থ যত সরকারী আফিস ঐ সময়ে সিমলা শৈলেই খোলা হয় ও কার্য্যকলাপ ঐ স্থানেই হইয়া থাকে। লাট সাহেবের বৈটক বৎসরে প্রায় ৮ মাস অর্থাৎ চৈত্র হইতে কার্ত্তিক অবধি ঐখানেই বসে। জনার্দ্দন বসু কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করেন ও তদুপলক্ষে তাঁহাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে হয় বটে কিন্তু প্রায় অধিক সময় তিনি সিমলা শৈলে লাট বাহাদুরের সহিত অতিবাহিত করেন।

এই সিমলা শৈলের এক প্রান্তে "কুসুমহাটি" নামে একটি পল্লী স্থাপিত। ইহা খাস ইংরাজ শাসিত সিমলার দক্ষিণ-প্রান্তভাগ। ইহার পরই রাণাদের রাজ্য। ৫।৭টি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিপতি এক একটি রাণা। তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের করদ নৃপতিবৃন্দের অপেক্ষা ভাল

না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষা ইঁহাদের সম্মান বড় কম নহে। স্বাধীন নৃপতি মণ্ডলীর মধ্যে ইঁহারা অন্যতম। আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধে এই নৃপতিবৃন্দ স্বাধীন বটে তবে ইংরাজ-রাজের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু। অন্য জাতিও আছেন। এই নৃপতিগণের মধ্যে জম্বুরাণা একজন। ইনি হিন্দু। তাঁহার রাজ্য "কুসুমহাটির" সীমান্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কুসুমহাটির একটি নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গ সমতল করাইয়া তাহার উপর একখানি সুন্দর প্রশস্ত দ্বিতল ভবন নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাড়িটি ইংরাজি ধরণের। ইংরাজি ইন্‌জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে পাহাড়ী ও চীনে মিস্ত্রীগণের সাহায্যে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা জম্বুরাণার বিলাসভবন—নাম "কাশ্মিরীবাগ"। কুসুমহাটির রাজ-পথ হইতে একটি ক্রমোচ্চ সোজা পথ পাহাড় ভেদ করিয়া সদর্পে "কাশ্মিরীবাগের" দিকে ছুটিয়াছে। আর ঐ পথের দুই ধারে ঝাউগাছের মত অথচ অপেক্ষাকৃত ছোট ও ঘন পল্লবযুক্ত "কেলুগাছ" উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সন্ সন্ শব্দে দিবারাত্র শ্রষ্ঠার গুণকীৰ্ত্তন করিতেছে। কখন বা মনে হয় এই উন্নত-শীর্ষ বিটপিদল সারি সারি পরস্পর পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া শ্রান্ত পথিকের কষ্ট দূর করিবার জন্যই যেন "কাশ্মিরীবাগের" পথটিতে স্নিগ্ধ ছায়া পাতিয়া রাখিয়াছে। এই পথ দিয়া কতকদূর পাহাড়ে উঠিলেই সমতল ভূমি পাওয়া যায়। এই সমতল ভূমি অতি বিস্তীর্ণ ও গোলাকার। উচ্চ

বৃক্ষরাশি দুর্গ প্রাকারের মত "কাশ্মিরীবাগকে" চারিধারে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যস্থলে বিলাসভবন। তাহার একদিকে ডালিয়া, গোলাপ, সূর্য্যমুখী বিলাতি ঝাউ ও শীত প্রধান দেশের যাবতীয় ফুলের গাছে চতুর্দ্দিক সুশোভিত। অপর দিকে সযত্নে রক্ষিত শ্যামল তৃণদল মখমল বিছাইয়া যেন পাষাণে প্রেমের চিত্র আঁখিয়াছে। ইহার এক অংশে 'টেনিস্' প্রাঙ্গন, অপর অংশে মর্ম্মর নির্ম্মিত বেদী। তাহারা যেন স্থানে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া স্তব্ধ নেত্রে শুভ্র-শির হিমাচলের দৃশ্য অবলোকন করিতেছে। রাণার এই বিলাস ভবনটি এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত ও এমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত যে, শত যোজনান্তর গিরিশৃঙ্গ হইতে এই "কাশ্মিরীবাগ" একখানি সুন্দর ছবির মত দৃষ্ট হয়। আর "কাশ্মিরীবাগের" সমতল ভূমিতে দাঁড়াইলে চারিধারে যাহা কিছু নয়নরঞ্জন দৃশ্য আছে সে সমস্তই নয়ন পথে পতিত হয়। পশ্চিম দিকে চক্ষু ফিরাইলে মনে হয় দূর চক্রবালপ্রান্তে শতদ্রুর রজত আভা যেন আকাশের ক্রোড়ে খেলা করিতেছে। সুদূর উত্তরে তুষারমণ্ডিত ধবলশির হিমাচল চূড়া শুভ্র জটাধারী সমাধিমগ্ন যোগীর ন্যায় স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে তারাদেবী পাহাড়ের উপর হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, তারাদেবীর মন্দির সুবিশাল সমতলভূমি পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। উত্তরে বহু হর্ম্ম্য বিশিষ্ট সিমলা সহর—লাট দপ্তর, তাঁহার গ্রীষ্মাবাস, কারবারী ধনীদের আফিস, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের আবাস ভবন, দোকান, বাজার, স্তরে স্তরে যেন একটির

উপর আর একটি করিয়া পাহাড়ের গায়ে সুন্দর চিত্রলেখার মত অঙ্কিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে—স্বার্থপূর্ণ জনাকীর্ণ স্থান হইতে একটু দূরে—উন্মুক্ত গিরি খণ্ডের উপর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ভজনাগার ঊর্দ্ধবাহু তাপসের ন্যায় পবিত্র ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যক্ষশৃঙ্গ বা "যাক্কুটিব্বা"। এই সুমহান্ শৈলশৃঙ্গ যোজন বিস্তারী যাবতীয় গিরিশ্রেণীকে পদতলে রাখিয়া উন্নতশিরে রাঘবজীবন হনুমানজির বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য ভাবিয়া আপন মনে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। ইহার চারিধারে ঘনপল্লবময় উচ্চ মহীরুহশ্রেণী এই গিরিটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর ভক্ত কপিকুল আকুল প্রাণে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া ও আনন্দ কোলাহলে এই নির্জ্জন স্থানটিকে যে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

আষাঢ়ের তথাকার নাতিশীতোষ্ণ বায়ু বড়ই মনোরম। সেই বর্ষা-বারি-স্নাত প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিলে মানব হৃদয় অনির্ব্বচনীয় পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। মুষলধারে বৃষ্টি পতনের পরই ভিন্ন ভিন্ন গিরিগাত্রস্থিত নৈসর্গিক পয়ঃপ্রণালী হইতে জলনিকাশের নয়নতৃপ্তিকর তরল রজত ধারার শোভা পাঠক দেখিয়াছেন কি? আকাশ হইতে সমস্ত গিরি, উপত্যকা, বৃক্ষলতা কুঞ্জ নির্ঝরিণী উপলখণ্ডকে নিবিড় জলদপটলে আবৃত হইতে দেখিয়াছেন কি? বৃষ্টি থামিল—আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল—কিন্তু তথাপি গিরি-প্রেমমুগ্ধ সঙ্গীহীন বিচ্ছিন্ন মেঘ খণ্ডকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে কৌতুকক্রীড়া করিতে দেখিয়াছেন কি? যদি দেখিয়া

থাকেন তবে বুঝিবেন এই সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মাখান আছে। ইহা কল্পনায় আনা যায় না—ইহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত হয় না। বুঝি এই মেঘমালার খেলা দেখিয়া মহাকবি "মেঘদূত" লিখিয়াছিলেন।

"কাশ্মিরীবাগে" দাঁড়াইয়া চারিদিক অবলোকন করিলে মনে হয়—এই অভ্রভেদী সুবিশাল বিস্তীর্ণ ধবলশির গিরি শ্রেণীর রচয়িতা কে? কাহার মহতী শক্তি প্রভাবে এই গিরিশ্রেণী অনন্ত কালের স্বাক্ষী স্বরূপ অনন্ত কালের জন্য দণ্ডায়মান আছে? মনে হয় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের শ্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষুদ্র নিদর্শনস্বরূপ এই একটা সুবিশাল গগণস্পর্শী গিরি। অনন্ত শক্তিশালী তিনি—তাঁর কাছে মানব কত ক্ষুদ্র—মানবের শক্তি কত স্বল্প। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ শক্তির বলেই মানব এত গর্ব্বিত—নিজের 'অহং' লইয়া এত ব্যস্ত—এত মোহান্ধ। হা অদৃষ্ট!

জম্বুরানা হিন্দু। তিনি একবার নিজ রাজ্য সম্বন্ধে কোন গোলযোগে পড়িলে পর লাট বাহাদুর তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চান। সেই সময় জনার্দ্দন বসু তাঁহার মুরুব্বি উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্যে জম্বুরাণার গোলযোগ সহজেই মিটাইয়া দেন। এ জন্য জম্বুরাণা জনার্দ্দনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহ করিতেন। উপস্থিত বিশেষ কারণে জনার্দ্দন মাস কতকের জন্য তাঁহার 'কাশ্মিরীবাগে' সপরিবারে অবস্থান করিবেন এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় জম্বুরাণা আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা পূরণ

করেন। এবং নিজের ভৃত্য ও কর্ম্মচারীগণ যাহারা ঐ ভবনের তত্ত্বাবধান করিত তাহাদের উপর আদেশ দেন যে, যতদিন জনার্দ্দন বসু 'কাশ্মিরীবাগে' থাকিবেন ততদিন যেন তাঁহাকে সসম্ভ্রমে রাখা হয় ও যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

উপস্থিত এই 'কাশ্মিরীবাগের' নিম্নতলের সমস্ত অংশেই জনার্দ্দন বসু ও দ্বিতলের সমস্ত অংশে জনার্দ্দনের বন্ধু গয়ার জমিদার নরেন্দ্র-নাথ রায় সপরিবারে বাস করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ কায়স্থ। তাঁহার কন্যার নাকি স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। জনাকীর্ণ স্থানের বায় দূষিত বলিয়া এই বাড়ি মনোনীত করা হয়।

কন্যাটির নাম মলিনা। এই মলিনার যে কি ব্যায়রাম তাহা কেহ জানিত না বা কাহারও তাহা জানিবার বা বুঝিবার উপায় ও ছিলনা। দেহ বেশ সুগোল স্বাস্থ্যপূর্ণ ও লাবণ্যোজ্জ্বল নাসা, চকিতা হরিণীর ন্যায় আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন ভ্রমরলাঞ্ছিত ভ্রূযুগলের নীচে খেলিয়া বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম শুভ্র ললাটের উপর পড়িয়া মলিনার সৌন্দর্য্য আরও শতগুনে বৃদ্ধি করিয়াছে। মলিনা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। ভোগ বিলাসে থাকায় যৌবন যেন একটু সকাল সকাল দেখা দিয়াছে। এ হেন কমনীয়কান্তি দেখিয়া কে বলিবে যে, মলিনা ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এস্থানে আসিয়াছে? কিন্তু তা বলিলে কি

হয়? যখন ডাক্তার বলিয়াছে তখন নিশ্চয়ই তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে বৈ কি। কিন্তু এ বিজ্ঞ ডাক্তারটি কে?

এই দুইটি পরিবার নির্জ্জন 'কাশ্মিরীবাগে' বসবাস করিতেছেন। আর পিতা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া আমাদের সুধাংশুমোহন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁর প্রাণময়ী সরযূকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। অন্নপূর্ণা দাসী এত সহজে যে পুত্রকে নিজের আয়ত্তে ও নিকটে আনিতে পারিবেন ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী যে চাল চালিয়া এতটা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া তিনি মনে মনে স্বামীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুধাংশুমোহন "কাশ্মিরীবাগে" আসিয়াছেন। তাই আজ অন্নপূর্ণা দাসী নিভৃতে বসিয়া স্বামীর সহিত ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা কাজ কর্ম্ম সারিয়া অন্নপূর্ণা দাসীর ঘরে জনার্দ্দন আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন। বাহিরে বাতাস খুব প্রবলবেগে বহিতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৈকালে একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বায়ু কন্‌কনে ঠাণ্ডা। ঘরটি সার্সি অাঁটা। চিমনীর উত্তাপে উহা বেশ আরামদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। স্বামী আসিয়া চেয়ার উপবেশন করিলে পর অন্নপূর্ণা দাসী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই একটি সাংসারিক কথা হইবার পর অন্নপূর্ণা দাসী জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"হাঁগা! সুধাংশু ত এসেছে। এখন কি করবে?"

"বড় বেশী কিছু করতে হবে না। আর তোমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। তবে সাবধান—কোন রকমে সে যেন জানতে না পারে যে, এটা আমাদের কৌশল।"

"তা'ত বুঝলাম। কিন্তু ক'দিন চাপা থাকবে?"

"বেশী দিন রাখবার দরকার হবে না। দেখি না কি রকম ক'রে বাবাজি পালান। লক্ষ্মীঠাকরুণের মত চেহারা নিয়ে মা মলিনা যখন এখানে এসে পড়েছে তখন বোধ হয় না যে সিদ্ধিলাভ ক'রতে বেশী বিলম্ব হবে।"

"মলিনার সঙ্গে ত মেশামিশি করতে দিতে হবে ?"

"আমাদের বড বেশী কিছু কর্‌তে হবে না। সব আপনিই হবে। তুমি যে মলিনাকে বিশেষ ভালবাস বা তার সঙ্গে আমাদের যে বিশেষ কোন সদ্ভাব বা আত্মীয়তা আছে—এরূপ ভাব তাকে দেখাবে না। নরেন আমার বন্ধু—তার মেয়ের শরীর খারাপ তাই এখানে হাওয়া খেতে এসেছে। ২।১ মাস থেকেই চলে যাবে। ব্যস। তবে মলিনার প্রসঙ্গ উঠলে একটু আধটু সুখ্যাতি করে সে কথা চাপা দিবে।"

"আচ্ছা! তা যেন হলো। কিন্তু সেই বেহ্ম মেয়েটার কথা যখন উঠবে।"

"সে কথা ত উঠবেই। তুমি তার গর্ভধারিণী—হিন্দু ঘরের মেয়ের যেমন বলা উচিত, তুমি সেই মতই বলবে। তাতে সে নরম হয় মঙ্গল, না হয় তার লয়ে লয় দিবে। তার যা'তে আনন্দ হয় সে তাই করুগ, তবে উপস্থিত এই ক'টা মাস বিবাহ বন্ধ থাক —এই ভাবের উত্তর দিবে।"

"হাঁগা! এতে আমার ছেলের মত ফিরবে ত? আমার এক ছেলে—অন্ধের যষ্টি—সবে ধন নিলমনি—এ রকম করলে তার মন ফিরবে ত? কলকাতার এমন পোড়া কলেজের লেখাপড়া গা? ছেলেরা পড়াশুনা শিখে মা বাপকে মানে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম মানে না, জাত জন্ম বাছে না? তাই যদি জানতে তবে পোড়া কলেজে ছাই পাঁশ পড়তে দিয়েছিলে কেন? না হয় ছেলে মূর্খ হয়ে থাকতো।"

জনার্দ্দন বসু স্ত্রীর কলিকাতার কলেজের অধ্যয়ন সম্বন্ধে যুক্তি ও মতামত শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরে বলিলেন—"খুব বুদ্ধি যা হ'ক! মাগীর মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি! দোষ হলো পড়াশুনার—আর দোষ হলো কলেজের? তার চেয়ে নিজের ঘাড়ে দোষটা চাপাও না কেন?"

অন্নপূর্ণা দাসী একথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ওমা! সে কি গো? আমার কি দোষ হলো?"

"আরে মাগি! তোর রত্নগর্ভে অমন রত্ন জন্মেছিল কেন? যাক্। কথাটা এই যে, যৌবন কালে ছোঁড়াদের কাছে যদি সমর্থা মেয়েরা স্বাধীন ভাবে এসে মেশামিশি করে, আর ২।৪টা ভাল-বাসার কথাবার্ত্তা বলে, তাহলে তাদের মেজাজটা সেই দিকে একটু চ'লে পড়ে বৈকি? বলি—বোঝ ত সব। এখন সেই বেহ্ম বেটিকে চোখের আড়াল করে দিয়েছি আর এই বেটিকে চোখের সামনে রেখেছি। একে এই রকম কাছে দেখলে দুমাস মধ্যে দেখবে সব বদলে গেছে। ওদের কি আর মতের স্থির আছে গা? স্রোতের মুখে যেদিকে হোক এক দিকে গিয়ে পড়ে। যা হ'ক খুব সাবধান। ৩০ শে ফাল্গুন অবধি সময়। এর মধ্যে যদি তার মন না ফেরাতে পার তা'হলে বড় বিপদ। ১লা চৈত্র আর আমাদের জারি জুরি খাটবে না। রাজার আইনটা ভাল, তবে ২১ বৎসরের বদলে আরও দিন কতক বাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হতো।"

অন্নপূর্ণা দাসী এই কথাগুলি শুনিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।

কি যে বলিবেন ও কি যে করিবেন তাহা নিজে ভাল বুঝিতে না পারিয়া শুধু—

"মধুসূদন! তুমিই রক্ষা করো" বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

জনার্দ্দন বসু স্ত্রীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের মানসে বলিলেন—

"ওগো গিন্নি! অত ভাবনা কিসের? ওরকম অনেকেরই ছাত্র জীবনে ঘটেছে।"

"সত্যি নাকি? তবে তোমারও ঐ রকম কিছু হয়েছিল বুঝি? বাপকা ব্যাটা কি না, তাই ছেলেও সেই ধাত পেয়েছে?

"ধান ভানতে শিবের গীত কেন, গিন্নি! আমার শুধু শুধু অমন হতে যাবে কেন? আর তাহলে কি অন্নপূর্ণা দাসীর কাছে দাসখত লিখে দিতাম?"

"তা বলছি না গো—তা বলছি না। দাসখত লেখবার আগেকার কথা বলছি। যৌবনে পা দিয়েই ত আর অন্নপূর্ণা দাসীর চাকরি নাও নি।"

"সে রকম সন্দেহ হয় নাকি?"

"তা জানবো কি করে? তাইত জিজ্ঞাসা করছি।" রসিকতা করিয়া স্ত্রীর গালটি টিপিয়া দিয়া জনার্দ্দন বসু উত্তর করিলেন—

"না গো গিন্নি, না! আমার জীবনে অতটা হয় নি। মেয়েদের মধ্যে তুমি যেমন সতী সাবিত্রী—পুরুষদের মধ্যেও আমি তেমনি সৎ সত্যবান—তা নাহলে মিল থাবে কেন? যাক। এসব কথা এখন ছেড়ে দাও। বাবাজীবন এদিকেই আসছে বোধ হয়।

আমি বাহিরে যাই। তুমি একটু অসুখের ঢেউ তুলে ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।"

জনার্দ্দন গৃহত্যাগ করিলেন। আর অন্নপূর্ণা পালঙ্কে লেপমুড়ি দিয়া মাঝে মাঝে "আঃ উঃ—বুক গেল—প্রাণ যায়—" এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সুধাংশুমোহন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জননীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা! তোমার অসুখটা কি?"

অন্নপূর্ণা দাসী বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কই, তাঁহার স্বামীত এ বিষয়ে কিছু শিখাইয়া দেন নাই। যাহাহউক। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন—উত্তরে বলিলেন—

"আর বাবা! আমাদের কি মরণ আছে? এই ক'মাস ভুগছি তা কি মরণ হবে—তা হ'লে ত বাঁচি।"

বাধা দিয়া সুধাংশু বলিলেন—"ও কি কথা বলছ, মা?"

"আর বাবা, কর্ত্তার পায়ে মাথা রেখে—তোমার আগুণ পেয়ে—তোমাদের আপদ বালাই নিয়ে মরতে পারবো, এভাগ্য কি আমার হবে? আমার আর বেঁচে সুখ কি বল?"

সুধাংশু একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"তোমার অসুখটা কি?"

"বাবা, অসুখ কি আমার একটা। বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, রাত্রে ঘুম নাই, প্রাণটা ছট্‌ ফট করে—প্রাণের মধ্যে কেমন হু হু করে—আর কত বলবো, বাবা।"

"হঠাৎ এ রকম কেন হলো ?"

অন্নপূর্ণা অতি কাতরতার সহিত বলিলেন—"তা'ত জানিনি বাবা। জানত, আগে আমার হিষ্টিরিয়া ছিল। তারপর যখন শুনলাম যে, তুমি আমাদের অমতে বিয়ে করবে তখন থেকেই এই সব উপসর্গ আরম্ভ হলো আর কি। ডাক্তার বলে—এসব পাগলের লক্ষণ। কেউ বলে আর বেশী দিন বাঁচবো না।"

সুধাংশু এই সুযোগ পাইয়া ভাবিলেন—এইবার তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মাতার মনোভাব বুঝিতে পারিবেন। তাই আগ্রহ সহকারে বলিলেন—

"তা আমার বিয়ে নিয়ে যদি এতটাই হয়ে থাকে, তা'হলে তোমার অসুখ সারবার ত বেশী দেরী দেখছি না, মা! তোমাদের অমতে বিয়ে করবো কেন?" তার পর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা মা, বিয়েই যদি করি, তা'হলে তোমরা মত দিলেই ত পার। তোমার অসুখও সেরে যায়, আর কোন গোলযোগই হয় না।"

"ঐ বেহ্মজ্ঞানীর মেয়েকে বিয়ে করবার মত ত আর দিতে পারি না, বাবা! হিন্দু ঘরের মেয়ে হ'য়ে আমি তা কি করে পারি বল?"

সুধাংশু বলিলেন—"আজকালকার দিনে—এই উন্নত সমাজে অত জাত বেছে বিয়ে করা সাজে না। জাত জাত, খাই খাই, আর ছুঁই ছুঁই নিয়ে দেশটা উচ্ছন্ন গেল!"

এই সময় অন্নপূর্ণা দাসীর অসুখ কিছু চাগিয়া উঠিল।

"আঃ! উঃ! বুক গেল" করিয়া একটু থামিয়া রহিলেন। তার পর সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার মানসে তিনি বলিলেন —"যা বোঝ, কর বাবা! তুমি ত আর এখন নেহাৎ ছেলে-মানুষটি নও। কিন্তু আমি এ রকম ব্যাপারে কখন মত দিতে পারব না।"

সুধাংশু মনে মনে বলিলেন—"তা মা তুমি যাই বল, যদিও আমি তোমাদের চিঠি পেয়ে এখানে এসেছি বটে, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তোমরা যা বলবে তা আমি শুনবো না। ৩০শে ফাল্গুন পার হলেই তোমরা মত দাও আর নাই দাও, আমি সরযূকে বিয়ে করবোই। আমি বাগ্‌দত্ত হয়ে এসেছি। আমি কারও মানা শুনতে পারি না।" কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন—

"যাক, এখন সে সব কথা থাক। এখন ত এখানে তোমাদেরই কাছে আছি। তোমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। এখন যাতে তোমার দেহটা সেরে যায় তাই কর না, মা!"

"বেশ ত বাবা! তুমি আমার কত তপস্যার ধন—একটি ছেলে। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ—আমরা অত শত কি বুঝি? তুমি সব দিক বুঝে যা করবে, তাতে আর আমরা কি বলবো? তোমার মা হ'য়ে যেন মরতে পারি। আর অন্য কিছু সাধ নাই বাবা। তোমার হাসিমুখ দেখে মরলে আমার কোন কষ্টই থাকবে না। তবে

ফাল্গুন মাস অবধি এখানে থাক, তার পর যা ভাল বোঝ তাই কোরো। আর কি বলবো বাবা!"

এই সময় মলিনা কাল ভেলভেটের উপর সল্‌মা চুম্‌কির বডি গায়ে দিয়া কাল সিল্কের উপর সোনালি বুটি বসান একখানি সাড়ি পরিয়া ধীরপদে এক তোড়া পাকা লিচু হাতে লইয়া আসিয়া বলিলেন—

"কাকিমা! সরকার মশাই পার্সেলে মজাফরপুরের অনেক লিচু পাঠিয়েছেন। তাই মা আপনাদের গোটাকতক পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অন্নপূর্ণা—"কে, মলিনা? এস মা এস! মা নীচু পাঠিয়েছেন? বেশ! তোমার মা'র আমাদের উপর কি যত্ন! রোজই কিছু না কিছু জিনিষ পাঠাচ্ছেন।" তৎপরে সুধাংশুমোহনকে বলিলেন—"বাবা সুধাংশু, নিচুগুলি হাতে করে নাও ত। আমি আর উঠতে পারছি না। আমার বুকটা বড় ধড়ফড় করছে।"

সুধাংশুমোহন মলিনার হাত হইতে লিচুগুলি লইতে গেলেন। মলিনার হাতের লিচুর একটা ছোট ডাল তাহার সাড়িতে জড়াইয়া গেল। পাছে তাহার অমন ভাল সাড়িখানি ছিঁড়িয়া যায় এই ভয়ে সুধাংশু মলিনার হাত ধরিয়া গতিরোধ করিলেন। বলিলেন —"একটু ধর। আগে তোমার কাপড়খানি ছাড়িয়ে দিই।" এই বলিয়া কাপড়টি ছাড়াইয়া দিলেন ও লিচুগুলি স্বহস্তে লইলেন। উভয়ের হস্তের এইরূপ সম্মিলনে সুধাংশুর হৃদয়ে যেন একটা

তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই সঙ্গে সুদূর বঙ্গে পরিত্যক্তা সরযূকে একবার মনে পড়িল। লিচুগুলি সুধাংশুর হাতে দিয়া সলজ্জভাবে মলিনা একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"কাকি মা! তবে এখন আমি আসি।"

অন্নপূর্ণা দাসী শায়িত অবস্থায় থাকিয়াই উত্তর দিলেন—"এস মা এস। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী এস।" "আসব" বলিয়া মলিনা সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুধাংশুমোহন লিচু-গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা! এমেয়েটি কে? এখানে এরা কেন এসেছে?"

অন্নপূর্ণা দাসীর বুক ধড়ফড়ানীটা একটু কম বোধ হইল। তাই তিনি উপাধানে ঠেশ দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিলেন, তৎপরে উত্তর করিলেন—

"সে সব অনেক কথা, বাবা! এটি কর্ত্তার এক বন্ধুর মেয়ে। তিনি নাকি কোথাকার জমিদার। এখানে হাওয়া খেতে এসেছেন। মেয়েটির দেহ খারাপ, তাই সারবার জন্য ওর বাপ ওদের এখানে এনেছেন। এখানে এসে অবধি মেয়েটির বেশ উপকার হয়েছে।" বাস্তবিক মেয়েটিকে দেখিলে মনে হয় না যে তাহার কোন অসুখ করিয়াছে বা তাহার শরীরে কখন কোন কালে ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে। সুধাংশুমোহন একটু হাসিয়া বলিলেন—

"ওকে দেখে ত মনে হয় না ওর অসুখ করেছে। তা হাঁ মা! অতবড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নি?"

অন্নপূর্ণা দাসী মনে মনে হাসিয়া উত্তর দিলেন—"বিয়ের

সমস্তই ঠিক হয়েছে। পাত্রও পছন্দ হয়েছে। এবার বিয়ে দিলেই হয়।"

সুধাংশুমোহন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—"তা বেশ! মেয়েটি বেশ সুশ্রী বটে। ওঁরা এখানে ক'দিন আছেন? আমি ত এ ক'দিন এসেছি একদিনও ত দেখিনি।"

অন্নপূর্ণা মনে মনে বলিলেন—"তোমার চোখে মেয়েটি ভাল লাগলে আমি সুখী।" প্রকাশ্যে উত্তর করিলেন—

"প্রায় দুমাস এসেছে। মেয়েটি বড় হয়েছে কি না, কাজেই বড় একটা পুরুষ মানুষের সামনে বেরোয় না। তবে কর্ত্তার সঙ্গে ওর বাপের বড় ভাব তাই তাঁকে 'কাকা বাবু' বলে আর আমাকে "কাকী মা" বলে। মেয়েটি বড় ভাল—স্বভাব চরিত্র বড় সুন্দর—ভারী সুবোধ মেয়ে।

সুধাংশু কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—"আচ্ছা মা, তবে তুমি একটু শোও। আমি বাহিরে বৈঠকখানায় যাই।" এই বলিয়া তিনি বাহির বাটির দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরই ডাক আসে। তিনি ডাকের প্রতীক্ষায় প্রত্যহই বহির্ব্বাটিতে অপেক্ষা করেন ও প্রত্যহই একখানি করিয়া সরযূর পত্র পান এবং তাহার সুদীর্ঘ উত্তর দিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের প্রণয় হৃদয়ে সজাগ রাখেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে প্রায় চারি মাস কাটিয়া গেল। সুধাংশু-এখনও "কাশ্মিরীবাগে" পিতার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুধাংশু ও সরযূ উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর প্রতুলচন্দ্র অনার সহ পাস করিয়াছেন। সুধাংশুমোহনের কৃতকার্য্যতায় তাঁহার পিতামাতা ও নরেন্দ্রনাথ যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। অধিকন্তু নরেন্দ্রনাথ সুধাংশুর উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য একদিন খুব ভোজ দিলেন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই সেই আনন্দে যোগদান করি-লেন। এই সব ঘটনার পর হইতে "কাশ্মিরীবাগে" এই দুই পরিবারের মধ্যে বেশ একটু আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। নরেন্দ্র-নাথের সংসারে এখন সুধাংশুমোহন অবাধে যাতায়াত করেন। কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন না। নরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় দেখেন। নরেন্দ্রনাথের স্ত্রীও এখন সুধাংশুকে লজ্জা করেন না। কাছে বসিয়া কত গল্পগুজব করেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা বৈঠক বসে—ইহা এই দুই পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদেরই বৈঠক। মাঝে মাঝে সুধাংশুমোহন ও মলিনা এই বৈঠকে যোগদান করেন।

নরেন্দ্রনাথ কখন কখন মলিনা ও সুধাংশুমোহনকে লইয়া নিকটস্থ গিরিগুহা নির্ঝরিণী তীর লতাকুঞ্জ প্রভৃতি সুন্দর

সুন্দর নয়নরঞ্জন স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। প্রথম প্রথম মলিনা একটু সলজ্জভাবে থাকিত। কিন্তু নিয়ত সাহচর্য্য বশতঃ তাহার সেই সলজ্জ ভাব ও জড়তা দূর হইয়া গেল। ক্রমে মলিনা বেশ অসঙ্কোচে সুধাংশুর সহিত মেশামেশি করিতে লাগিল। কোন কোন দিন নরেন্দ্রনাথ বেড়াইতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অধিক দূর যাইতে পারিতেন না। একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেন কিন্তু মলিনা ও সুধাংশুমোহন তাঁহাকে সেইস্থানে রাখিয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতেন। যাইতে যাইতে এক-একদিন মলিনা সুধাংশুর উপর এক এক রকম আব্দার হইত। পাহাড়ের গায়ে লাল হল্‌দে নানা রকমের বনফুল ফুটিয়া থাকিত, মলিনার জন্য সুধাংশুমোহনকে তাহার তোড়া গাঁথিয়া দিতে হইত। কখন পাহাড়ের নিম্নদেশে বিবিধ বর্ণের ডালিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া সেইস্থান আলোকিত করিয়া থাকিত। মলিনার আদেশে সুধাংশুমোহনকে সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইত। এইরূপ প্রায় রোজ রোজ এক একটা ফরমাস হইত, সুধাংশুমোহনও আনন্দের সহিত তাহা পূরণ করিতেন। এইরূপে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"কাশ্মিরীবাগে" সুধাংশুমোহনের সমবয়স্ক কেহ ছিল না। যেস্থানে বাঙ্গালীরা থাকিত, সেস্থান "কাশ্মিরীবাগ" হইতে অনেক দূরে। প্রত্যহ তাহাদের সঙ্গলাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। কাজেই সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধব তাঁহার প্রায়ই মিলিত না।

এরূপ অবস্থায় মলিনাকে প্রবাসে অবসর-সঙ্গিনী রূপে পাওয়ায় তাহার কোনই কষ্ট হইত না। বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধুর অভাব তাহাকে বিশেষ বুঝিতে হইল না। তবে এক একদিন সুধাংশুমোহনের ভারি কষ্ট হইত। মলিনাকে তাহার ঠাকুরমা মাঝে মাঝে গৃহকার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত রাখিতেন যে সে দিনরাত্রের মধ্যে একটীবারও সুধাংশুমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইত না। অনেকে অনুমান করেন এটা ঠাকুরমার একটা কৌশল। সুধাংশুমোহনের আসক্তি পরীক্ষা মাত্র। অথবা মুখের নিকট হইতে জল সরাইয়া লইয়া তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণার তীব্রতা বাড়ান মাত্র। যে কারণেই হউক যেদিন এরূপ ঘটিত সেদিনই সুধাংশুমোহনের ভারি কষ্ট হইত। দিনটা যেন কোন মতে কাটিতে চাহিত না। হৃদয়ে একটা দারুণ নিঃসঙ্গতা জাগিয়া উঠিত। আর সুধাংশু মনে মনে মলিনার উপর রাগ করিত।

একদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুধাংশুমোহনের ভাগ্যে একটী বারও মলিনার দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার পর দিন সকালে যখন তিনি "কাশ্মিরীবাগে"র বাগানে বেড়াইতেছেন, এমন সময় সদ্যস্নাতা আলুলায়িত-কুন্তলা মলিনা ফুলরাণীর ন্যায় সুধাংশু-মোহনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষাবারি-বিধৌত শুভ্র কমলিনী সূর্য্যের প্রথম কিরণ সন্দর্শনে সে যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে—সদ্যস্নাতা মলিনা সুন্দরীও সুধাংশু দর্শনে তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই সুন্দর স্থানে—প্রফুল্লনলিনীর ন্যায় সেই

সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া সুধাংশুমোহন কিয়ৎক্ষণের জন্য চমৎকৃত হইয়া গেলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। মরি মরি—কি সুন্দর রূপ!

মলিনা হাসিতে হাসিতে বলিল "কি সুধাংশু বাবু, অবাক হয়ে কি দেখ্‌ছেন!"

সুধাংশুমোহন একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া একটু বিদ্রুপের স্বরে বলিলেন—"মলিনা রৌদ্রে বেরিয়েছে, তাই ভাবছি পাছে সে রোদে মলিন হয়ে যায়।"

মলিনা সে বিদ্রূপের কারণ বুঝিল। কাল সমস্ত দিন আসা হয় নাই বলিয়াই—এই বিদ্রূপ। মলিনা সে খোঁচাটা সামলাইয়া লইয়া নিজেও একটু খোঁচা দিয়া বলিল—"মলিনা ত চিরকালই মলিনা সুধাংশু বাবু, তাতে আর কি আসে যায় বলুন। মলিনা ত আর সরযূ নয় যে, সে মলিন হ'লে লোক বিশেষের চোখে জগৎ মলিন হয়ে যাবে!"

ঠাকুরমার নিকট হইতে মলিনা সুধাংশুমোহনের জীবন-কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছিল।

সুধাংশুমোহন মলিনার মুখ হইতে এই প্রথম সরযূর নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। কে যেন তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে একটী তীব্র কষাঘাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"সরযূ!" সরযূর কথা তোমাকে কে বললে?"

বিদ্রূপের বদলে বেশ একটু বিদ্রূপ করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া মলিনা মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিল। তৎপরে হাসিতে হাসিতে বলিল—"সরযূর কথা বলবে আবার কে? যা এখানকার সকলেই জানে, দুদিন পরে যা' পৃথিবীর সকল লোকই জানতে পারবে—সে কথা কি আর আমার জানতে বাকি থাকে? তবে বারণ করেন, না হয় তার কথা আর বলব না।"

"না—না—বারণ করব কেন?"

"না, বারণ করবেন না—তা জানি। কেমন সুন্দর নাম! কাণে বড় মিষ্টি লাগে নয়, সুধাংশু বাবু" বলিয়া কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া মলিনা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুধাংশুমোহন লজ্জিত হইয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ।"

মলিনা একটু সাহস পাইয়া বলিল "তার সম্বন্ধে দু একটা গল্প বলুন না, সুধাংশু বাবু! সে কি খুব সুন্দরী?"

"কেন বল দেখি?"

"না—তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঠাকুরমা একদিন বলছিলেন একবার সরযূকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। তার কি গুণ দেখে—আর কি রূপ দেখে আপনি জাত জন্ম খুইয়ে মা বাপ ছেড়ে তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে 'ধনুক ভাঙ্গা' পণ করে বসেছেন।"

এটা প্রকৃত ঠাকুরমার কথা নহে। মলিনার নিজের কথাই ঠাকুরমার "ব কলমে" বলিল মাত্র।

রমণীগণ অন্য কোন রমণীর রূপ গুণের সুখ্যাতি শুনিতে কত ভালবাসে তাহা সুধাংশুমোহন বেশ জানিতেন। সেই জন্য সে কথা

চাপা দিয়া বলিলেন "আচ্ছা সে সব আর একদিন বলব। এখন জিজ্ঞাসা করি কাল সমস্তদিন কোথায় ছিলে ?"

"ওঃ কাল ? কাল আমরা যাক্কুটিব্বায় হনুমানজি দর্শন করতে গেছিলুম।"

"তা আমায় বল নাই কেন ? আমিও যেতাম।"

"যেতেন ?"

"যেতুম বই কি ? অন্য ঠাকুর দেবতা দর্শনের অযোগ্য হ'তে পারি। কিন্তু হনুমানজি, জাম্বুমানজি দর্শনেরও কি অযোগ্য ?"

মলিনা হাসিয়া ফেলিল। বলিল "অযোগ্য হবেন কেন ? তবে আপনার ভাল লাগবে কি না তা ত জানি না, সেই জন্যে আপনাকে বলি নাই।"

"ভাল লাগবে না কেন ?"

"তা বেশ ত ! ভাল লাগে রোজ যেখানে যাব আপনাকে নিয়ে যাব। কাল কিন্তু যাক্কুটিব্বায় বড় মজা দেখলুম্।"

"কি ? হনুমানজি গাছের ওপর বসে কলা খাচ্ছে।"

মলিনা হাসিয়া বলিল "হনুমান বুঝি কেবল কলাই খায় ? তা নয়। সেখানে হনুমানজির এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের চারিধারে গাছ। আর সেই গাছে গাছে প্রায় হাজার বানর আছে। আমরা পূজো দেবার পর মন্দিরের মোহন্ত বল্‌লেন, "তোমরা বানরদের খাওয়াবে না ?" আমরা তখনই কতকগুলো ভাজা ছোলা কিনে তাঁর হাতে দিলুম। তিনি সেই গুলো নিয়ে ডাকৃতে লাগলেন "রাজা—রাজা—আ—জা চানা

থা-জা।" তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে অমনি একটা মস্ত বানর একটা বড় গাছ থেকে হেলতে দুলতে নেবে এলেন। তিনি হলেন রাজা।—আর একটাও তার সঙ্গে সঙ্গে এলেন—তিনি হলেন রাণী। আর কেউ আসতে সাহস করলে না। তারা প্রজা কিনা। তারা সব গাছ থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। তারপর সেই রাজা রাণী—নীচে নেবে এসে একটা সিংহাসনে বসল—"

"তাদের জন্যে বুঝি একটা সোণার সিংহাসন পাতা ছিল?"

"দূর, সোণার কেন! একটা উঁচু জায়গায় একটা বড় পাথর আছে সেইটেই হ'ল তাদের সিংহাসন।

"ওঃ পাথরের সিংহাসন! তা বেশ, যেমন রাজা—তার তেমনি সিংহাসন। তারপর—"

"তারপর সেই সিংহাসনে রাজা রাণী পাশাপাশি বসে খেতে লাগল।"

"রাণী রাজার ঠিক বাঁ দিকে বসেছিল?"

"যান, আপনি ঠাট্টা করছেন—আমি আর কখ্‌খনও আপনাকে কিছু বলব না" বলিয়া ঈষৎ ক্রোধের ভান করিয়া মলিনা যেমন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবে অমনি সুধাংশু-মোহন তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না না ঠাট্টা করব কেন? শোন না! রাগ কর কেন? তাদের আচার-ব্যবহার মানুষেরই মত কিনা তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।"

"তা যাই বলুন—সেখানে নিজে গিয়ে দেখলে কত আনন্দ পেতেন।"

"কই, নিয়ে ত গেলে না—একা একাই আনন্দ উপভোগ ক'রে এ'লে।"

"এখনও ত অনেক দেখবার জায়গা আছে। আমরা রোজ একটা একটা নূতন জায়গায় যাব। আপনার কিন্তু সঙ্গে যেতে হ'বে, তা ব'লে দিচ্ছি।"

"আমি খুব রাজি আছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাহার পর হইতে সুধাংশুমোহনকে লইয়া তাহাদের এক একদিন এক একটা নূতন দৃশ্য দেখিবার আয়োজন হইতে লাগিল। আজ লালপানী, কাল প্রস্‌পেক্ট (Prospect) পাহাড়,আর একদিন পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ,—পরদিন রাণাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, এইরূপে তাঁহারা এক একটা স্থান এক একদিন একটা চাকর মাত্র সঙ্গে লইয়া দেখিতে যান—সমস্তদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সুধাংশুমোহন সন্ধ্যার পর পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ীতে ফেরেন। সরযূকে আর তেমন দীর্ঘ পত্র লিখিবার অবকাশ পান না। পরদিন প্রভাত হইতেই আবার নূতন স্থান দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। কোন পথ দিয়া যাইলে সুবিধা হইবে—পথে কিরূপ যাইবার আয়োজন করিতে হইবে—ক'টার সময় বাহির হইতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ের পরামর্শ করিতে প্রাতঃকালটা একরূপ কাটিয়া যায়। তাহার পর আবার বেড়াইতে যাইবার পালা পড়ে। এইরূপে সমস্ত দিনটাই কাটিয়া যায়। এমন কি এক একদিন সরযূকে পত্র লিখিবার আদৌ সময় পান না। যেদিন অল্প সময় পান, সেদিন দু এক কথায় পত্র শেষ করিতে হয়। ভাবেন যখন ৩০শে ফাল্গুন নিশ্চয় দেশে ফিরিব তখন ২।৪ খানা চিঠি কম গেলেই বা দোষ কি? রোজই যে চিঠি পাঠাইতে হইবে এমন কি কথা আছে।

সুধাংশুমোহন! তুমি সংসার অনভিজ্ঞ তরুণযুবক। প্রবাসে বিরহিনীর ব্যথা তুমি কি বুঝিবে? তোমার পত্রই যে এখন সরযূর প্রাণ —এ কথা কি তোমাকে বুঝাইতে হইবে? তুমি সরযূকে ছাড়িয়াছ তার পরিবর্ত্তে মলিনাকে পাইয়াছ। স্বার্থপর পুরুষ তুমি—তুমি একবার ভাবিলে না—তোমার ক্ষুদ্রলিপি বা তাহার অভাব সরযুর চক্ষে কিরূপ বোধ হয়? তাঁহার নিকট তোমার এরূপ ব্যবহার শুধু উপেক্ষার তীক্ষ্ণ শেল ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া অনুভূত হয় না। এক একদিন তোমার পত্র না যাইলে বিরহকাতরা সরযূ কি ভাবে জান? কখন ভাবে বোধ হয় "আমার হৃদয়েশ্বর পীড়িত হইয়াছেন। আহা আমি যদি নিকটে থাকিবার সুযোগ পাইতাম।" আবার কখন ভাবে—'তবে কি তিনি আমাকে আর সে চক্ষে দেখেন না? তবে কি আর কেহ আসিয়া আমার প্রণয়ের পথে দাঁড়াইয়াছে?' এইরূপ কত কি ভাবে আর হুগলীর এণ্টনী বাগানের সেই নির্জ্জন সোপানে বসিয়া ছটফট করে।

পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুধাংশুর মাতা কত ঠাকুরকে মানৎ করিয়াছিলেন। আজ তাই তাঁহারা "তারা" দেবীর পূজা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তারা দেবীর পাহাড় অনেক দূরে—তাহাতে পথ বড়ই দুর্গম। পাহাড়ের গা কাটিয়া সরু একটি একহস্ত পরিমিত পথ বাহির করা হইয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। যদি দৈবক্রমে পদস্খলন হয় তাহা হইলে একেবারে পাহাড়ের পাদমূলে গড়াইয়া পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই স্থানের পাহাড়ের গায়ে একটি তৃণ

ব: আগাছা অবধি নাই যাহার অবলম্বনে পতনশীল জীব প্রাণরক্ষা করিতে পারে। আয়োজন হইল যে খাওয়া দাওয়া করিয়া মলিনা ও সুধাংশু যাইবে আর যাইবেন মলিনার ঠাকুরমা। তিনিই পূজা দিবেন। সুতরাং তিনি উপবাসী রহিলেন।

সকলেই একত্রে যাত্রা করিলেন। মলিনা ও সুধাংশু ঠেলা গাড়ি (Rickshaw) ও ঠাকুরমা "ঝাপান" চড়িয়া যতদূর প্রশস্ত রাস্তা পাইলেন ততদূর গেলেন। তার পরই পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তায় পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পথে এক পসলা বৃষ্টি আসিল। কাজেই মন্দিরে পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। আরতি হইবার পর মলিনার ঠাকুরমা তারামাইর পূজা দিলেন। পরে সকলেই প্রসাদ খাইলেন। ঠাকুরমার জলযোগের একটু বিশেষ আয়োজন করা হইল।

মন্দিরের পূজারী একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—বিশেষ ভদ্রলোক। শ্বেত গুম্ফ ও পক্ককেশে বিভূষিত। তাঁহার আকৃতি দেখিলেই প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়। সিমলা ও তাহার নিকটস্থ পাহাড়ের হিন্দু ভক্তগণ প্রায়ই মায়ের চরণ দর্শন করিতে মন্দিরে আসিয়া থাকেন। অনেকেই একদিনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারেন না বলিয়া এই সমস্ত হিন্দুভক্তগণের জন্য থাকিবার বন্দোবস্ত আছে।

ঐ পাহাড়ের মন্দির একজন হিন্দু রাণার জমিদারীর অন্তর্গত। তিনি নিজে শক্তি উপাসক। এই জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি প্রায়ই

তারা দেবীকে দর্শন করিতে আসেন। আজ রাণা আসিয়াছেন। তাঁহার আসিবার আর একটি কারণও আছে।

তারা দেবীর মন্দিরের কিছু দূরে আর একটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ এক উলঙ্গিনী শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি শিরে লইয়া অবস্থিত। এই পাহাড়ের নাম "কালিকা পাহাড়"। এই মূর্ত্তির জন্য একটি পৃথক মন্দির আছে। ইহার চারিধার প্রায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে পাহাড়িয়ারা এই মূর্ত্তি পূজা করিয়া তবে যুদ্ধ যাইত। এখন এই দেবীর পূজার ভার একজন ঘোর তান্ত্রিকের উপর ন্যস্ত আছে। পাহাড়িয়ারা প্রত্যেক শনিবার বিশেষ কৃষ্ণপক্ষে খুব ধূমধামের সহিত এই দেবীর পূজা দিয়া থাকে। মন্দিরটি দূরে অবস্থিত বলিয়া ও পথ বড় দুর্গম বলিয়া বাঙ্গালীরা বড় কেহ এই দেবী দর্শন করিতে যান না। তবে পূজাদি পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। নিকটস্থ পাহাড়বাসী একজন ব্রাহ্মণ ভক্তগণের পূজোপহারলুব্ধ হইয়া ঐ তান্ত্রিককে পদচ্যুত করিয়া নিজে পূজারী পদ অধিকার মানসে রাণার নিকট একটি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। তাহার অভিযোগ এই যে, ঐ তান্ত্রিক পূজারী পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহার কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞান কিছুই নাই। দিবারাত্র মদ্য মাংস ও ব্যাভিচার লইয়াই আছে। তাহার দ্বারা মায়ের পূজা হইতেছে না, শুধু দেবীর নামে রাণার রাজ্যে পাপ বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। সেই অলীক অভিযোগকারী পাহাড়ী ব্রাহ্মণ জানিত না যে তান্ত্রিকের পক্ষে মদ্য মাংস প্রভৃতি ম-কার শক্তি পূজার প্রধান উপকরণ। এই পূজারী সিদ্ধ পুরুষ। তিনি কাহারও

সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহেন না। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন দিবারাত্র তিনি মদিরার নেশায় বিভোর হইয়া আছেন। ভক্তেরা ভাবে তিনি দিবারাত্র ভক্তিরসে ডুবিয়া আছেন, আর নাস্তিকেরা তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া গালি দেয়। কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। তবে অনেকেই তাঁহাকে একজন বাকসিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ যোগী বলিয়া জানে। অনেকেই এই কারণ তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়াছে; অর্থ-লুব্ধ পাহাড়ী ব্রাহ্মণের কথায় আজ রাণা স্বয়ং এই মহাপুরুষের কার্য্য কলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তিনি ইঁহাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে পূজারী পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া পট্টবস্ত্র পরিহিত শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী নূতন পাহাড়ী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদে বাহাল করিবেন।

তারাদেবীর আরতির পর সুধাংশুমোহন ও মলিনা শুনিলেন যে, অনতিদূরে এক মহাপুরুষ আছেন। তিনিই "কালিকা" পাহাড়ের মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। ইহা শুনিয়া মলিনা "কালিকা" পাহাড়ে যাইবার জন্য সুধাংশুমোহনকে বার বার অনুরোধ করিল। সুধাংশু-মোহন এই রাত্রে জল বৃষ্টিতে যাইতে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু মলিনা একটু জিদ করিয়া বলিল যে, তারাদেবীর পাহাড়ে সচরাচর কেহ আসিতে পারে না। তাঁহারা যখন আসিয়াছেন তখন একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধু মহাপুরুষকে একবার দর্শন

করিতে যাইবেনই। অগত্যা সুধাংশুমোহন সম্মত হইলেন। অবশেষে ইহা স্থির হইল যে উপবাসী বৃদ্ধা ঠাকুরমা তারা দেবীর মন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। ইত্যবসরে মলিনা ও সুধাংশু "কালিকা" পাহাড়ে যাইয়া সাধু দর্শন করিয়া ফিরিবেন। তারপর সকলেই একত্রে তারা দেবীর মন্দিরে রাত্র যাপন করিয়া প্রত্যুষে "কাশ্মিরবাগে" যাত্রা করিবেন। সে রাত্রে "কাশ্মিরবাগে" ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

এইরূপ স্থির করিয়া সুধাংশুমোহন ও মলিনা ঠাকুরমার অনুমতি লইয়া তথাকার একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া "কালিকা" পাহাড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ ভৃত্যটি একটি লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। একে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। 'তার উপর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার পথ স্থানে স্থানে এত সঙ্কীর্ণ যে একেবারে দুর্গম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অন্ধকার রজনীতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এই তিনটি প্রাণী ধীরপদে অতি সন্তর্পণে সামান্য একটা লণ্ঠনের আলোক সাহায্যে চলিতে লাগিল। মলিনা পথে বড়ই ভীতা হইয়াছিল। সেইজন্য কখন সুধাংশুর হস্ত ধরিয়া, কখন বা স্থান বিশেষে তাঁহার দেহের উপর নিজ দেহভার স্থাপন করিয়া চলিতেছিল। প্রায় একক্রোশ এই ভাবে চলিবার পর তাহারা দূরস্থিত "কালিকা" পাহাড়ের মন্দিরের আলোক রশ্মি দেখিতে পাইল। মলিনা একটু আশ্বস্ত

হইল। তাহার মুখে কথা জোগাইল। বলিল—"পথ এ রকম জানলে আমি কখনও আসতাম না।"

সুধাংশুমোহন হাসিয়া বলিলেন—"কেন? ভয় কি? পুণ্য করতে গেলে প্রথমে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়।"

"তা জানি! কিন্তু পথটা দেখে এই রাত্রে আমার বড় ভয় হয়েছিল।"

"আমি থাকতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।" বলিয়া মলিনার হাত ধরিয়া সুধাংশুমোহন আস্তে আস্তে চলিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহারা মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্দিরটি ছোট—পাথরে নির্ম্মিত। প্রায় ২ হস্ত পরিমিত পাথরের চক্‌মিলান দালান মন্দিরটিকে চারিধারে বেষ্টন করিয়া আছে। মন্দিরের সম্মুখেই খানিকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। তাহার একপার্শ্বে দুই তিনটি ক্ষুদ্র ঘর আছে। যদি কখন কোন অতিথি আসেন তবে তাহাদের বিশ্রামের জন্য ও মন্দিরের পূজারী ও ভৃত্যগণের শয়নের জন্য ঐ ছোট ছোট ঘরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সুধাংশু ও মলিনা পৌঁছিয়াছি দেখেন মন্দির মধ্যে জটাজুটধারী ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ মৃগচর্ম্মাসনে বসিয়া লোল-রসনা বরাভয়-করা শ্যামা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে ঝিমাইতেছে। তাঁহার আকৃতি দেখিলে মনে স্বতঃই ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তাম্র কোশায় গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কারণবারি—পুষ্পপাত্রে রক্ত

চন্দন নিষিক্ত রক্তজবা—বিল্বদল। তান্ত্রিক পূজারী এইরূপ পূজার উপচার লইয়া পূজায় বসিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। ধূপ ধুনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত।

সেই সময় পাহাড়ী ব্রাহ্মণ রাণাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। "মা"কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাণা একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাণা তান্ত্রিক পূজারীর তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠ দেখিয়া পাহাড়ী ব্রাহ্মণের অভিযোগের কতকটা সত্যতা নিরূপণ করিয়া মনে মনে গর্জ্জাইতে লাগিলেন। এখন তান্ত্রিক পূজারীর কিরূপে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিবেন এই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। ঠিক এই সময়েই মলিনা ও সুধাংশু মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন। এবং একপার্শ্বে বসিয়া তান্ত্রিক পূজারীর সেই তন্ময় ভাব অবলোকন করিতে লাগিলেন। পূজারীর এ সমস্ত বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না। সেই একই ভাব—যেন ঘোর নেশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ রাণাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—

"ব্যাটার বুজরুকি দেখেছেন? আপনাকে দেখেও যেন দেখে নি। আপনাকে একেবারে যেন অগ্রাহ্য করতে চায়।"

রাণা রুষ্টভাবে বলিলেন—"হুঁ"।

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ অতি ধীরে কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু রাণার শেষ কথা "হু" শব্দটী উচ্চারিত হইবার পরেই তান্ত্রিক পূজারীর

চটক ভাঙ্গিল। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“রাণার মঙ্গল হ’ক।”

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ এই মৃদু হাসি দেখিয়া মনে মনে একটু ভীত হইল। তাহার মনে হইল বুঝি ব্রাহ্মণ তাহাদের সমস্ত কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু সে ভীতির ভাব দমন করিয়া রাণাকে উত্তেজিত করিবার জন্য আবার তাহার কাণে কাণে বলিল—“ব্যাটা এতক্ষণ চোক চেয়ে কিছু দেখেনি। কিন্তু যেই তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছি, ব্যাটা অমনি সব শুনতে পেয়ে চোক খুলেছে। ভিট্‌কিল্‌মি দেখেছেন?”

রাণা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া পূজারীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সেইখানে উপবেশন করিলেন ও পাহাড়ী ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট বসিতে আদেশ করিলেন। তখন পূজারী বলিলেন “আজ আমার কি সৌভাগ্য। আমার প্রতিপালক, অন্নদাতা আমার কুটিরে পদার্পণ করেছেন—বহুদিন এ সৌভাগ্য ঘটে নাই।”

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন—“তোমার সৌভাগ্য এবার দেখাচ্ছি।”

রাণা মধুর স্বরে অথচ নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন—“হাঁ আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় আপনার নিকট এসেছি।

তান্ত্রিক সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বলুন, কি প্রয়োজন?

রাণা—“শুনিলাম আপনার দ্বারা মায়ের পূজার ব্যতিক্রম হইতেছে।”

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ ভারী খুসী হইয়া মনে মনে বলিলেন—"এইবার ব্যাটাকে দেখা যাক্। জোঁকের মুখে এই বার নূন পড়েছে, বাবা!" তান্ত্রিক রাণার কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"তারপর"।

রাণা—প্রচার এই যে, আপনি দিবারাত্র মদ্য মাংস লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। আচার ভ্রষ্ট আপনি—আপনি মায়ের পূজার দিকে তেমন লক্ষ্য রাখেন না।

"আচার ভ্রষ্ট" কথাটি শুনিবামাত্র তান্ত্রিক চমকিয়া উঠিলেন। পরে লালচক্ষু ক্রোধে অধিকতর লাল করিয়া এক ভীষণ কটাক্ষ রাণার প্রতি ও আর একটি কটাক্ষ পাহাড়ি ব্রাহ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ভাল, তারপর?"

রাণা নির্ভীক ভাবে বলিলেন—

"এক্ষণে যাহাতে মায়ের শাস্ত্র-সঙ্গত পূজা ও অর্চ্চনা হয় তাহারই বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছি।"

তান্ত্রিক—এরচেয়ে—আর সুন্দর কথা কি আছে? তবে প্রকৃত শক্তিপূজা বড় কঠিন। মায়ের এই প্রস্তর মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে জানেই বা কে? আর প্রকৃত মায়ের পূজা ধ্যান করতে পারেই বা কে?"

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিল না। একটু অগ্রসর হইয়া রুক্ষভাবে বলিল—"দেবীর পাষাণ মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেবল আপনিই করতে শিখেছেন আর শাস্ত্র সঙ্গত পূজা বা একা আপনিই করতে জানেন? কি স্পর্দ্ধা!"

তান্ত্রিক সবেগে আসনোপরি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পুনরায় এক তীব্র কটাক্ষ পাহাড়ী ব্রাহ্মণের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! এই আসন ত্যাগ করিলাম। আইস, অভিষেক করিয়া পূজা আরম্ভ কর। রাণাকে প্রত্যক্ষ দেখাও যে, এই প্রস্তর মূর্ত্তিতে মহাশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার শক্তি তোমার আছে। আমি স্বেচ্ছায় মায়ের পূজার ভার ত্যাগ করে তোমাকেই মায়ের পূজারীর পদে বরণ করব।"

রাণা তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ বচন শুনিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও পাহাড়ী ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন।

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে দেখাতে পারে?"

তাহার কথা শুনিয়া তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে বলিলেন—"আরেরে শঠ ভণ্ডাচারী ব্রাহ্মণ! মা'র নামে কলঙ্ক-রটাতে যাস? মার কাছে প্রতারণা? চাক্ষুস প্রমাণ দেখতে চাস্? আমি দেখাব। তৎপরে "মা! মা! আদ্যাশক্তি কালিকা—মা আমার!" এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত তাম্র-কুশীখণ্ড উলঙ্গিনী প্রস্তর মূর্ত্তি শ্যামা মায়ের চরণ লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি আকাশে বিজলী খেলিয়া গেল, কড় কড় শব্দে অদূরে বজ্র নিপতিত হইল। যেন দূরে ঘোর অট্টহাসির রোল ধ্বনিত হইয়া সেই বিজনবনকে কাঁপাইয়া দিল। আর মায়ের রাঙ্গাচরণের আহত স্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রুধির ধারা ছুটিয়া গেল। সেই রক্তবিন্দু

মন্ত্রমুগ্ধ মলিনার সীমন্তে লাগিয়া সুন্দর সিন্দুর রেখার আভা বিকাশ করিয়াদিল। মলিনা "মা শঙ্করি" বলিয়া সুধাংশুমোহনের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

রাণা এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের রুদ্রমূর্ত্তি ও কম্পিত কলেবর দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ক্ষমা কর মা শঙ্করি! অজ্ঞ অকৃতি সন্তান আমি—আমি না বুঝে তোমার চরণে অপরাধ করেছি।" তারপর তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের পদ প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা কর, প্রভু। পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা কর!"

তান্ত্রিক তৎক্ষণাৎ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন—

"যাও বৎস! কোন চিন্তা নাই।—বিশ্রাম করগে। প্রাতে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে রাণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্দির ত্যাগ করিলেন।

পাহাড়ী ব্রাহ্মণ কোথায় গেল তাহা জানা গেল না। রাণা বাহিরে আসিয়া সেই অন্ধকার রজনীতে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোন সংবাদই পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মলিনা মূর্চ্ছিত হইবার পর তান্ত্রিকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। মলিনাকে সুধাংশুমোহনের ক্রোড়ে অসংযত ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি নিকটে আসিলেন। তখন তাঁহার আর সে রৌদ্রমূর্ত্তি নাই। সে মূর্ত্তি অতি শান্ত—অতি কোমল, তিনি মনিলার প্রতি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিলেন "মা আমার,এখানে আবার একি লীলা দেখাচ্ছিস্।" তারপর সুধাংশুমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "বাবা, ঠাণ্ডায় এখানে এ এভাবে থাকলে বিশেষ কষ্ট হবে। এস, আমার সঙ্গে এস। বিশ্রামের জন্য আমি উপযুক্ত স্থান দেখিয়ে দিচ্ছি। বৌমাকে বুকে তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।"

একি ? বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ বলে কি ? "বৌমা" বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিল ? মলিনাকে ! সুধাংশুমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে সকল কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

সুধাংশুর এই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া তান্ত্রিক ভাবিলেন—বুঝি তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিতা মলিনাকে বুকে তুলিয়া লইতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেছেন। তাই পুনরায় বলিলেন—"লজ্জা কি বাবা ! তুমি আমার ছেলের মত আর তোমায় স্ত্রী আমার মেয়ের মত। এ সময়ে বাপের কাছে ছেলে বা মেয়ের লজ্জা কি আছে ? ঐ দেখ

—মা আমার পুত্রের সম্মুখে পতির বুকে দাঁড়িয়ে উলঙ্গিনী হয়ে কেমন নৃত্য করছেন? চল অগ্রসর হও।" এই বলিয়া তিনি আলোক লইয়া আগে গিয়া দাঁড়াইলেন।

নির্ব্বাক সুধাংশুমোহন কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহার পর কি যেন একটা দৈবশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া অতি সন্তর্পনে মলিনাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তান্ত্রিকের অনুসরণ করিলেন।

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের আদেশমত একটা ছোট ঘর খোলা হইল। ঘরে থাকিবার মত সমস্ত আয়োজনই কতক পরিমাণে ছিল। সামান্য রকম একটা বিছানা প্রস্তুত করাইয়া তিনি মলিনাকে শুয়াইলেন। তারপর নিজে মলিনার মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। মলিনা চক্ষু উন্মিলিত করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায়?"

তান্ত্রিক নিকটেই ছিলেন। বলিলেন—"ভয়কি মা? তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার ছেলেরই আশ্রয়ে আছ। মা চণ্ডিকার আশীর্ব্বাদে এখনি সুস্থ হ'য়ে যাবে।"

সুধাংশু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কথা শুনিয়াই বলিলেন—"প্রভু! ইনি বিবাহিতা নন—এখনও কুমারী।"

তান্ত্রিক ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু পর-

ক্ষণেই কহিলেন—"সে কি বাবা! কুমারীর কপালে সিন্দুরের রেখা কেন? পিতার সঙ্গে প্রতারণা করতে আছে কি?"

সুধাংশুমোহন মলিনার সীমন্তে সিন্দুরের রেখা দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। কি উত্তর দিবেন তাহা প্রথমে ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় তান্ত্রিক বলিলেন—"ছি বাবা! এ বিষয়ে গোপনে লাভ কি?"

সুধাংশু বলিলেন—"প্রভু! গোপন করি নাই বা মিথ্যা বলি নাই।" তখন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণেক কি চিন্তা করিলেন। তৎপরে বলিলেন—"ভাল বৎস! তুমি যা ব'ললে তা' সত্য ব'লে মেনে নিলাম। কিন্তু আমার কথা মিথ্যা হ'বে না। ইনিই তোমার ধর্ম্মপত্নী হবেন। ঐ বেটিরই এ সব খেলা।" এই বলিয়া একটু মৃদু হাসিয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরস্থ প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

সুধাংশু তাঁহার ভবিষ্যদ্বানী শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মলিনা যদিও তখন ভালরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই, তথাপি সন্ন্যাসীর কথাগুলি কতক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণে একটা ক্ষীণ আশার বাণী জাগাইয়া তুলিল।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর মলিনা একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ কিছু প্রসাদ আনাইয়া দিলেন এবং উহাদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া অবধি সুধাংশু মোহনের কিছু ভাবান্তর

উপস্থিত হইল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের অমানুষিক ক্ষমতা দেখিয়া প্রথমে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। হিন্দু যোগী ঋষিদের যোগবলের ও দৈবশক্তির কথা তিনি যে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। অদ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সুধাংশুমোহন ব্রাহ্মণকে মনে মনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—এই ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয়! সুধাংশুমোহন শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন "সরযূ! সরযূ! শেষে কি তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হতে হবে? তোমার কাছে অবিশ্বাসী হতে হবে? তার চেয়ে যে আমার শতগুনে মৃত্যু ভাল।" আবার কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন "ব্রাহ্মণ আমাদের দুই জনকে একত্রে আসিতে দেখিয়া সাধারণতঃ লোকে যেরূপ অনুমান করেন, তিনি বোধ হয় তাহাই করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনুমান কি ভুল হয় না?" এই রূপ যুক্তি ও স্তোক বাক্যে তিনি মনকে বুঝাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই রাত্রে সেই দুর্যোগে তারাদেবীর মন্দিরে ঠাকুরমার নিকট মলিনাকে লইয়া যাওয়া সুধাংশুর পক্ষে অসম্ভব ও বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হইল। তাহার উপর সন্ন্যাসীও এই দুর্য্যোগে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। অগত্যা সুধাংশুমোহন সেই তারাদেবীর মন্দিরের লণ্ঠনধারী ভৃত্যের দ্বারা ঠাকুরমাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সেই রাত্রে তাহারা 'কালিকা

পাহাড়ের' মন্দিরে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে তথায় যাইবেন। তিনি যেন মলিনার জন্য কোন চিন্তা না করেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া ঠাকুরমাও তারাদেবীর মন্দিরে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন।

সুধাংশু ও মলিনার বিশ্রামের জন্য যে গৃহটি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল উহা অতি ক্ষুদ্র। উহাতে খুব কাছকাছি দুইটি পৃথক বিছানা প্রস্তুত করা হইল। অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ে দেবীর কিছু প্রসাদ জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন। মন্দিরের একজন দাসীকে সুধাংশুমোহন কিছু পয়সা দিয়া মলিনার নিকট শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মলিনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে বটে কিন্তু মোহের ভাব একেবারে কাটে নাই। থাকিয়া থাকিয়া কি যেন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বেকার আর সেই হাসিমাখা মুখ নাই। তখনও একটা বিষন্ন ভাব যেন মলিনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

যাহাহউক কিছুক্ষণ পরে উভয়েই নিদ্রা যাইলেন।

প্রাতঃকালে সুধাংশুমোহন স্বপ্ন দেখিলেন যেন এণ্টনী বাগানের শেষ সোপানে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—পার্শ্বেই সরযূ। হঠাৎ ভাগীরথীর জল উচ্ছলিত হইয়া সরযূকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সুধাংশুমোহন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যেই জলে ঝম্প প্রদান করিবেন এমন সময় কে যেন আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিল। চাহিয়া দেখেন—মলিনা। কাতর করুণ নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মলিনা বলিতেছে—"কোথা

যাও প্রাণেশ্বর! দাসীকে ফেলে কোথা যাও?" ঠিক এই সময়ে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ আসিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ, মায়ের সন্তান হইয়া মায়ের কন্যার অযত্ন করিতেছিস?" সুধাংশুমোহন ফিরিল—তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। এদিকে সরযূ কোথায় ভাসিয়া গেল। সুধাংশুমোহন তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইলেন না। মলিনার কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহারই নিকট স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। অমনি মলিনা আবেগভরে সুধাংশুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল—"নাথ! তুমি কি নিষ্ঠুর!"

সুধাংশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সুধাংশুমোহন চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখেন মলিনা বাস্তবিক ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে মৃণাল বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহিয়াছে। দাসী শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর মলিনা কখন ঘুমের ঘোরে সুধাংশুমোহনের শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে—তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই।

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দাসী শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কেবল দূরে তান্ত্রিক মহাপুরুষ এই স্বপ্নাবিষ্ট দুইটি যুবকযুবতীর ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছেন—"বেটি! তোর লীলা বোঝা ভার!"

সুধাংশুমোহন তাড়াতাড়ি সলজ্জভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু পূর্ব্ব ক্লান্তি বশতঃ মলিনার তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন সূর্য্য উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থানে বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রার যাইবার জন্য মলিনা

অত্যন্ত লজ্জিতা হইল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল সুধাংশু-মোহন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহারা প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া দেবী দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তারাদেবীর মন্দিরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে মলিনা তান্ত্রিক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার পদধূলি লইতে ভুলিল না। তখন তাহার কোন অসুখই ছিল না—পূর্ব্বের ন্যায় সেই আনন্দময় সহাস্য বদন। ব্রাহ্মণ মলিনার উপর পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

"মা তোর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। যা, বেটি যা। কিন্তু মায়ের চরণ কখন ভুলিস্ না। সম্পদে বিপদে সর্ব্বদাই মাকে ভক্তি করবি। আর যদি কখন প্রকৃত বিপদে পড়িস তখন তোর এই ছেলেকে স্মরণ করিস্।" এই বলিয়া নিজেকে দেখাইয়া দিলেন। মলিনা আবার ব্রাহ্মণের পদধুলি লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন—

"বাবা আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবনে আপনার এই আদেশ কখন না ভুলি।"

তারপর সুধাংশু ও মলিনা একটি ভৃত্যের সঙ্গে "কালিকা" পাহাড় ত্যাগ করিয়া তারা দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর হইতে সুধাংশুমোহনের মনের স্রোত অন্য দিকে ছুটিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ; কিন্তু যোগ ও তন্ত্রের ক্ষমতা অসীম। লোকে দুই পাতা সেক্সপীয়র পড়িয়া ও দুখানা বিজ্ঞান পুস্তকের চর্চ্চা করিয়া নিজেদের মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। কিন্তু এক একজন অরণ্যবাসী অজ্ঞাত সাধু সন্ন্যাসীর জ্ঞানের কাছে তাহদের জ্ঞান—তাহাদের শিক্ষা কিছুই নহে। এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য সুধাংশুমোহনের হৃদয়ে ততই একটা ধর্ম্মভাব অলক্ষিত ভাবে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের উপর ক্রমে তাঁহার একটা আস্থা সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

তারপর মলিনা সম্বন্ধে তান্ত্রিক যোগী যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। যদিও প্রথমে তিনি সেই কথাগুলির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বটে তথাপি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে হয়ত অদৃষ্ট চক্রে মলিনাই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইবে। কিন্তু একথা মনে হইলেই তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত ও তিনি সরযূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নির্জ্জনে অশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মলিনা বাল্যকাল হইতে তাঁহার জননীর নিকট শিক্ষা পাইয়া-

ছিল। সে সামান্য রূপ বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। জননীর আদর্শ তাহার হৃদয়ে চিরদিন বদ্ধমূল ছিল। তাহার জননী প্রকৃত হিন্দু রমণীর আদর্শ। "কালিকা" পাহাড়ের মন্দিরের ঘটনার পর হইতে মলিনা সুধাংশুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিল। সে বুঝিয়াছিল, সুধাংশুকে পতিত্বে বরণ করিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। তথাপি তাহার ধারণা সুধাংশুমোহনই তাহার ভাবী স্বামী। এ ইঙ্গিত মলিনা "কালিকা" পাহাড়ের মন্দিরে পাইয়াছে। "কালিকা" পাহাড়ের দেবী তাঁহার সীমন্ত রুধীর রঞ্জিত করিয়া এই আভাস দিয়াছেন এবং তান্ত্রিক পুরোহিতও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছেন। এই বিশ্বাস এখন হইতে মলিনার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া সুধাংশুকে লইয়া মলিনা যে খেলা খেলিতেছিল এখন হইতে তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে বুঝিল যে যতটুকু সময় তাঁহার করায়ত্তে আছে ততটুকু সময়ের মধ্যে সে সুধাংশুর হৃদয়টাকে নূতন ছাঁচে ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

সেই রাত্রের কালিকা পাহাড়ের সমস্ত ঘটনা মলিনা ঠাকুর-মার কাছে বলিয়াছিল। সুধাংশুর মাতা এ সমস্ত শুনিয়া যারপর নাই মনে মনে আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি শঙ্করীর কৃপায় তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব ঘটিবে না।

সুধাংশুমোহন নিজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। আর কিবা স্থির করিবেন। তিনি একা একদিকে

আর অপর দিকে এতগুলি লোক। তাহারা একত্রে—এক জোটে—একই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া গোপনে তাঁহার মনের গতি ফিরাইবার জন্য কৌশলে চেষ্টা করিতেছেন। এ যে বিচার শূন্য দুই অসমান দলের মধ্যে দ্বন্দ। একা সুধাংশুমোহন কতকক্ষণ যুঝিতে পারে? পিতামাতার স্নেহ—নরেন্দ্র নাথের আদর,—ঠাকুরমার সময়োচিত রঙ্গরহস্য—মলিনার ভক্তি ও আবেগ ভরা ভালবাসা এই সবের একত্র সমাবেশ—আর সহস্র যোজন অন্তরে পরিত্যক্তা সরযূর স্মৃতি ও তাহার উপর একটা প্রতিশ্রুতি—এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া সুধাংশুমোহন কোন দিকে আকৃষ্ট হইবেন? সুধাংশুকে আমরা দোষ দিতে পারি না। সংসার অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক এই ব্যূহচক্রের মধ্যে পড়িয়া নির্গমন পথ খুঁজিয়া পইলেন না।

আরও কয়েকমাস কাটিয়া গেল। মলিনার সহিত সুধাংশুর ঘনিষ্টতা আরও বাড়িতে লাগিল। শীতকালে বরফের জন্য প্রায়ই কেহই বাটির বাহির হইতে পারিত না। যখন বরফ পড়িত তখন দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে মলিনা ও সুধাংশু একত্রে "কাশ্মিরী বাগের" এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া প্রকৃতির তুষার মণ্ডিত শ্বেত শুভ্র শোভা দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হইত। বাহিরের বায়ু অত্যন্ত শীতল। আকাশ প্রায় ৫।৬ দিন ধরিয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকিত। তারপর যোজন ব্যাপিয়া তুষার কণিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় আকাশ হইতে ধরাতলে পড়িয়া বৃক্ষ তরু লতা হর্ম্ম্য পাহাড় শিলাখণ্ড পথ মাঠ সমস্তই ধবলাকারে

পরিণত করিত। আর এই দুইটি যুবক যুবতী সার্সি বদ্ধ কক্ষে চিমনীর উত্তাপে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিত।

এইরূপে একত্র থাকায় উভয়ের মধ্যে দিন দিন সখ্য বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে শীত ফুরাইল। বসন্তের প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ দিন-কতকের জন্য কাশ্মিরে শ্রীনগর বেড়াইতে গেলেন। তাঁহার একজন দূর আত্মীয় তথাকার একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। এখন তিনি তাঁহার অতিথি। কাশ্মির পৌছিয়া নরেন্দ্রনাথ পীড়িত হইলেন। পীড়ার সংবাদে নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ সকলেই বিশেষ চিন্তিত ও বিমর্ষ হইলেন। আজ আবার তার যোগে তাঁহার গুরুতর পীড়ার সমাচার আসায় সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতৃগত-প্রাণা মলিনা পিতার জন্য ভাবিয়া আকুল। দিনরাত প্রায়ই কাঁদিতেছে। নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ সকলেই নরেন্দ্র নাথকে এই বিপদের সময় দেখিতে যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কাহার সহিত কাশ্মির যাইবেন এই লইয়াই অন্দরে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মলিনা বলিল—

"তা যেমন করে হোক আমাদের যেতে হবে। আমার বাবার জন্য বড় মন খারাপ হয়েছে। আমার আর একদণ্ড এখানে মন টেকছে না।"

ঠাকুরমাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে কিন্তু কি উপায় করিবেন তাই ভাবিতেছিলেন। এ জন্য মলিনার কথা শুনিয়া

উত্তর দিলেন—"নরেন্দ্রের অসুখ। আমরা কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? কিন্তু এ পাড়া ও পাড়া ত নয়, যে দৌড়ে যাবো। একজন পুরুষ মানুষ অভিভাবক হয়ে না নিয়ে গেলে কি করে যাই? বৌমা! কি করা যায়?"

মলিনার মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এক উপায়, যদি সুধাংশুমোহন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় তা হলে হয়। কিন্তু সে কি যাবে? সে ত দেশে যাবার জন্য আয়োজন করেছে শুনলাম।"

ইহা শুনিয়া মলিনা যেন চমকিত হইয়া গেল। ঠাকুর মা উত্তরে বলিলেন—"আচ্ছা একবার মলিনাকে দিয়ে তাকে অনুরোধ করে দেখলে হয় না? নিতান্ত যদি যেতে না চায় তাহলে সরকার মশাইকে আজই তারে খবর পাঠান যাক। তিনি আসুন। তাঁরই সঙ্গে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর কি উপায় আছে? ওগো! আমি যাবার সময় নরেনকে ঢের বারণ করেছিলাম যেন একা না যায়। কিছুতেই কথা শুনলে না; এখন আমাদের ভাবতে ভাবতে প্রাণটা গেল। এই কজন মেয়েমানুষ আমরা—আমরা কি করি বল দেখি?"

মলিনার মাতা উত্তরে বলিলেন—"আমারও যেতে দিতে মন সরেনি। তা তাঁর ত আর আমাদের কথা ভাল লাগে না। নিজে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। ব্যায়রাম নিশ্চয়ই খারাপ। তা না হলে টেলিগ্রাম করে যেতে বলবেন কেন? তিনি ত অবুঝ নন।"

মলিনা কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কি হবে? আমায় এখনি বাবার কাছে নিয়ে চল। আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। একলাটি বিদেশে না জানি তাঁর কত কষ্ট হচ্ছে।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ঠাকুর মা বলিলেন—"আহা কষ্ট হচ্ছে না? একটু মাথা ধরলে "মলিনা! মলিনা," "মাগো কোথা গো"—বলে কাতর হয়ে পড়ে। আজ বাছা একা নিবান্দা পুরীতে কোথায় পড়ে আছে—আহা! বাছার কত কষ্টই না হচ্চে।"

"মা! আমি এখনি গিয়ে সুধাংশুবাবুকে বলিগে। আমি তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরব। যাতে তিনি হয় আজ—না হয় কাল আমাদের সঙ্গে করে রেখে আসেন।"

মলিনার মাতা বলিলেন—"তা তিনি যদি দয়া করে নিয়ে যান তার চেয়ে আর কি আছে। তবে তিনি এ সময়ে যাবেন বলে বোধ হয় না।"

ঠিক এই সময় সুধাংশুর মাতা আসিয়া ঐ দলে যোগদান করিলেন। তিনি সমস্ত কথাই শুনিলেন। শুনিয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন—

"দেখ মা মলিনা! তুমি যেমন ক'রে পার তাকে কাশ্মিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। কিছুতেই ছেড় না।" তার পর ঠাকুর মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

"দেখ মা! নরেন্দ্র বাবুর কাছে ত তোমাদের নিয়ে যাওয়া

সুধাংশুর উচিত। তা ছাড়া এখন কাশ্মিরে গেলে দেশে যাবার যে ঢেউ তুলেছে সেটাও দিন কতকের জন্য বন্ধ থাকে। কর্ত্তা বলেন এখন যে রকমে হয় তার দেশে যাওয়া বন্ধ করতে না পারলে ভাল হবে না। তা মা! তুমিও গিয়ে তাকে ২।৪ কথা বলে রাজি কর। তোমাকে সে বিশেষ মান্য করে—তুমি বললে হয় ত সে এড়াতে পারবে না।"

তারপর সকলেই এক মত হইয়া স্থির করিলেন যে, প্রথমে মলিনাই যাক্। তাহার চেষ্টা কতদূর সফলতা লাভ করে প্রথমেই তাহাই দেখা যাক। তারপর অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুরমা পরিশেষে সুধাংশুমোহনের মাতাও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকাশ পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যা সমাগত। সুধাংশুমোহন "কাশ্মিরী বাগের" উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মর্ম্মর বেদীর উপর বসিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শোভা দেখিতেছিলেন। সুনীল গগনে কেবল দু একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী ভানুর লোহিত কিরণজালে প্রতিভাত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রফুল্ল গোলাপের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। বিহঙ্গমকুল কোলাহল করিতে করিতে নিজ নীড়ে ফিরিতেছে। বহু নিম্নে উপত্যকায় রাখালগণ নিজ নিজ গাভী ও মহিষকে তাড়াইয়া খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতেছে ও নিজের মনে পাহাড়ী ভাষায় উচ্চৈস্বরে গান গাহিতেছে। আর সেই সরল উচ্ছাসময়ী সঙ্গীত লহরী পর্ব্বত গাত্রে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া অস্পষ্ট অথচ কোমল মধুর ঝঙ্কারে নীরব সুধাংশুমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। এইরূপ কত সন্ধ্যাবেলায় তিনি এণ্টনি বাগানের পুষ্করিণীর ধারে এইরূপ মর্ম্মরে বসিয়া আকুল প্রাণে সেই প্রেম পাগলিনীর প্রণয়োচ্ছাস মাখা সেই করুণ সঙ্গীত কাকলী শুনিয়া কতবার মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু হায়! সে আজ কোথায়? কতদূরে? কত যোজন ব্যবধানে? সকলেই নিজ নিজ কাজ সারিয়া শান্তি লাভ করিবার জন্য ছুটিতেছে। কিন্তু সুধাংশুর

কর্ত্তব্যসারা এখনও হইয়াছে কি ? সামান্য কুটিরবাসী সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়া যে শান্তির অধিকারী, শিখরমণ্ডিত প্রাসাদবাসী কর্ম্মশূন্য সুধাংশুর সে শান্তি কোথায় ? তিনি তাঁহার চিত্তপটে আঁকা চিত্রগুলি একে একে মানস নেত্রে দেখিতেছেন ! আর এক একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশ করিতেছেন।

সুধাংশুমোহনের এ দুশ্চিন্তার কারণ কি ? ফাল্গুন মাসের আর কয়টা দিনই বা বাকি আছে। আশু মিলন সম্ভাবনায় তাঁহার প্রাণ ত আনন্দে নৃত্য করিবার কথা। তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্য ও ব্রত উদ্-যাপন হইতে চলিল—যত কষ্ট, যত মনোবেদনা সকলেরই ত উপসংহার হইতে চলিল—তবে কিসের চিন্তা ? কিসের জন্য প্রাণে এ চাঞ্চল্য ? কিসের জন্য এ উদ্বেগ ?

মলিনা ! বিদায়ের দিন আগত প্রায়। যে শুভদিন লক্ষ্য করিয়া সুধাংশুমোহন বসিয়া আছেন, যে দিনে তিনি আবশ্যক হইলে জনক জননীর অবাধ্য হইবেন বলিয়া নিজ জননীর নিকট নির্লজ্জভাবে ইঙ্গিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সেই পরীক্ষার দিন ত উপস্থিত। তবে আজ তাঁহার প্রাণে এ জড়তা কেন ? প্রাণে সে উদ্যম ও উৎসাহের অভাব কেন ? আজ তিনি বুঝিয়াছেন যে, যে প্রাণ লইয়া তিনি "কাশ্মিরীবাগে" প্রবেশ করিয়াছিলেন আজ তাঁহার সে প্রাণ নাই। যে হৃদয়ে পূর্ব্বে সরযূ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রেমপূজা পাইয়াছে, সে হৃদয়ে অন্য একটি চিত্র আসিয়া

পড়িয়াছে—অন্য একটি মোহিনী মূর্ত্তি আস্তে আস্তে আসিয়া তাহার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আজ তিনি বুঝিয়াছেন যে অতি সন্তর্পণে সন্তরণ দিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে অগাধ গভীর জলে গিয়া পড়িয়াছেন। এতদিন লক্ষ্য করেন নাই। আজ তিনি বিদায়ের পূর্ব্বে চাহিয়া দেখেন যে, তীরে ফিরিয়া যাওয়া যতটা সহজ সাধ্য বলিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন এখন দেখিলেন ততটা সহজ সাধ্য নহে। এই ৮।৯ মাসের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত ঘটনা, সমস্ত চিন্তার সঙ্গে যেন মলিনার ছায়া জড়াইয়া গিয়াছে। যতই তিনি সেই ছায়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই ছায়া ততই স্পষ্ট, ততই সজীব হইয়া তাহার হৃদয়ে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"সুধাংশু বাবু!"

একটি কোমল কাতর কণ্ঠোচ্চারিত শব্দে সুধাংশুর চটক ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখেন—মলিনা! উত্তরে বলিলেন—"কি মলিনা!"

"সুধাংশু বাবু"—আর কিছু বলিতে পারিল না। শুধু হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল ও তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার চক্ষে জল দেখিয়া সুধাংশুমোহন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মলিনার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কাঁদছ?"

মলিনা নীরব।

"কেন কাঁদ্‌ছ, মলিনা ?"

"আমাদের বড় বিপদ।"

"কি হয়েছে ?"

"আমার বাবা কাশ্মিরে—"

"কি হয়েছে ? নরেন্দ্র বাবুর অসুখের কথা শুনেছিলাম ! উপস্থিত সংবাদ কি ? কেমন আছেন ?" সুধাংশুর বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।

"তাঁর অসুখ বড় বাড়াবাড়ি।"

"তারপর ?"

"আমি তাঁকে না দেখে থাকৃতে পারচি না। মা, ঠাকুরমা সকলেই কাঁদছেন। আমরা তাঁকে দেখতে যাবো।"

"তা কাঁদছ কেন ? দেখতে যাবে তাতে বাধা কি আছে ? এ সময়ে তোমাদের ত যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

"সে জানি। কার সঙ্গে যাবো ? কে নিয়ে যাবে ?"

"কেন ?"

"আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"আমাকে ? এ সময়ে ?"

"হাঁ—হয় আজ না হয় কাল।"

"মলিনা ! অন্য সময় হলে আমি কোন কথা বলতাম না। কিন্তু এ সময়ে আমার যাওয়া—"

(বাধা দিয়া) "কেন ?" এই বলিয়া মলিনা সুধাংশুমোহনের পা জড়াইয়া ধরিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"আপনাকে আমাদের এই উপকারটি করতেই হবে। আমাকে নিয়ে যেতেই হবে, তা না হ'লে আমি এই পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

"ছি! ছি! কি কর?"

"আমি কোন কথা শুনবো না। আমার বাবার অসুখ! তাঁর কাছে কেউ নেই! তাঁকে দেখতে যাবার আগে আপানার কোন কাজ থাকতে পারে না।" একটু জোরের সহিত এই কথাগুলি বলিয়া মলিনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আচ্ছা, আগে ভাল হয়ে উঠে বস তবে আমি তোমার কথার জবাব দেবো।" এই বলিয়া তিনি মলিনাকে উঠাইয়া বসাইলেন। মলিনা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে পর তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"রাগ করো না, মলিনা! আমি একটা কঠোর শপথে আবদ্ধ। আমাকে ৩০শে ফাল্গুন হুগলি যেতেই হবে—আমি যেতে বাধ্য।"

"কেন বাধ্য?"

"তা কি তুমি জান না?"

"এ কর্ত্তব্যের চেয়ে আপনার সেই কর্ত্তব্য কি বেশী হলো? ভগবান না করুন, যদি আপনি পীড়িত হতেন, বা কাকাবাবু পীড়িত হতেন, তা হলে কি যেতে পারতেন? আপনি আমাদের পর ভাবেন—তাই পরের ব্যথা বুঝছেন না। পরের কান্নায় আপনার মনে আঘাত লাগছে না। আমরা যে আপনার পর।" দারুণ অভিমানের সহিত এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া মলিনা মুখ অবনত করিল।

কথাগুলি সুধাংশুর অন্তরে বিঁধিল। একটু অপ্রস্তুত হইয়া সুধাংশুমোহন কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে মলিনা আবার বলিতে লাগিল—

"যদি ৩০শে ফাল্গুনের পরিবর্ত্তে ৮ই চৈত্র দেশে যান তাতে কি ক্ষতি হয়, সুধাংশু বাবু?"

"কি ক্ষতি হয় মলিনা!"

"একখানা চিঠি না হয় টেলিগ্রাম ক'রে হুগলীতে আপনার আত্মীয়কে জানালে তাঁর কাছে কি অপরাধ করা হয়? আমার বাবার জীবন মরণের কাছে আপনার সেই কথাটা রাখাই কি বড় বেশী হলো?"

"আচ্ছা—আর কি অন্য কোন উপায় নাই?"

"কি উপায় বলুন? এক উপায় দেশে থেকে সরকার মশাই বা আমাদের কোন আত্মীয়কে আনিয়ে তার সঙ্গে যাওয়া হয়। সেটা কি সহজ, না তাতে আজ কালকের মধ্যে যাওয়া ঘ'টে উঠে? আমরা সব ভেবে দেখেছি। অন্য উপায় থাকলে আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করতে আসতাম না। আপনি দয়া না করলে আমাদের এ বিপদে উদ্ধার নেই।"

কি ভাবিতে ভাবিতে সুধাংশু বলিলেন—

"৩০শে আমার সেখানে যাবার দিন।"

"সে কথা ত পূর্ব্বেই বলেছেন। তার বদলে যদি পর মাসের ৮ই যান তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

"মলিনা! ভেবে দেখ। এই কয়মাস এখানে আছি। তোমার কোন কথাটি,—কোন আবদারটি আমি রাখিনি?"

"কই? আমার এই আবদারটা রাখছেন কই? আমার অন্য কথা বা আবদার না রাখলে তত দুঃখ ছিল না। আমি কোন কথা শুনবো না। আমাদের আগে কাশ্মিরে রেখে এসে তবে যেখানে ইচ্ছা যেতে পাবেন, তা বলে দিচ্ছি।

বিচক্ষণ বিচারকের কাছে উকিল মহাশয় পরাজয় স্থির জানিয়াও তিনি যেমন কুট যুক্তি দেখাইয়া তর্ক করিয়া থাকেন, সুধাংশুমোহনও সেইরূপ যুক্তি দেখাইয়া উত্তর করিলেন—

"অন্য সময় হলে তোমাদের সঙ্গে অতি আনন্দের সহিত যেতাম।"

এই উত্তর শুনিয়া ঘোর অভিমান সহকারে মলিনা কহিল,—

"আমাদের সঙ্গে গেলে যদি আপনার প্রকৃতই আনন্দ হ'ত তাহ'লে কি যেতে পারতেন না?"

"আমার যাবার অন্তরায় শুধু……" বলিয়া সুধাংশুমোহন থামিলেন।

"নিয়ে যাবেন না তাই বলুন।" এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার পরই মলিনার বড় বড় চক্ষু দুটি আবার ছল ছল ভাব ধারণ করিল।

সুধাংশু সেই শিশির সিক্ত শুভ্র কমলিনীর ন্যায় মলিনার আনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি একবার বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন।

পরে বলিলেন—"বল, মলিনা! আমি না নিয়ে গেলে তোমার প্রাণে কি বড় কষ্ট হবে?"

মলিনা কোন উত্তর করিলেন না। কথাটি শুনিবামাত্র তাঁহার গণ্ড বহিয়া ২।৪ ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধাংশুমোহন মলিনার হাত ধরিয়া পুনরায় বসাইলেন ও বলিলেন—

"বোস মলিনা! রাগ করো না! তাই হবে। আমি সঙ্গে যাবো। তোমরা প্রস্তুত হও।"

তাঁহার কথা শুনিয়া মলিনা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু তথাপি তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। সেই জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"ঠিক নিয়ে যাবেন? বলুন—ঠিক নিয়ে যাবেন? বলুন না—নিয়ে যাবেন কি না।"

হাসিতে হাসিতে সুধাংশু কহিলেন—"আমায় কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? তিন সত্য করতে হবে নাকি?

বড় বড় চক্ষু দুটি সুধাংশুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হঁা"।

"নিয়ে যাবো—নিয়ে যাবো—নিয়ে যাবো। হয়েছে?"

উত্তর শুনিয়া মলিনা সুধাংশুর হাত ছাড়াইয়া নাচিতে নাচিতে অন্দরে ঠাকুর মার ঘরের দিকে দৌড় দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একথা "কাশ্মিরীবাগের" মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ——

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মলিনার নিকট কাশ্মির যাইতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া তিনি ন্যায়মত কার্য্য করিলেন কি অন্যায় কার্য্য করিলেন, সুধাংশু-মোহনের হৃদয়ে এখন এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

"মলিনা কে? তাহার পিতার অসুখ! তাহাতে আমার কি? যদিই আমি কাশ্মিরীবাগে না থাকিতাম তাহা হইলে কি হইত? নরেন্দ্রনাথ ধনী জমিদার। অর্থ থাকিলে লোকের অভাব? একটি সংবাদ দেশে পাঠাইলে যখন নরেন্দ্র নাথের সহস্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কর্ম্মচারী আসিয়া অবিলম্বে তাঁহার পরিবার বর্গকে অবলীলাক্রমে কাশ্মির লইয়া যাইতে পারেন তখন আমার এ দায়ীত্ব শিরে লইবার আবশ্যকতা কি? ওদিকে সরযূবালা এই কয়মাস ধরিয়া আগামী ৩০শে ফাল্গুনকে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বিসহ হৃদয় যাতনা সহ্য করিতেছে। সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সে হৃদয় ভরা উদ্বেগ, সে তীব্র প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণতা আমি না বুঝিলে কে বুঝিবে?"

"সরযূ কে? সরযূ আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী। বাগ্‌দত্তা কেন—আমার পত্নী। ভারতের বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপিতে সেই নির্ম্মম পাষাণ অক্ষর দুটো যদি প্রথমে স্থান না পাইত

তাহা হইলে জগতের নিকটে বহুদিন পূর্ব্বে সরযূ আমার সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিনী হইত। আমার একটি প্রতিজ্ঞার উপর সরযূর জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে। একটি প্রতিজ্ঞার উপর তাহার ইহকাল পরকাল নির্ভর করিতেছে। এ প্রতিজ্ঞার অমর্য্যাদা করা চলে? না, কথনই না।"

"কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পীড়িত। তাঁহার মাতা কন্যা পত্নী সকলেই সেইজন্য দুশ্চিন্তায় কাতর ও ক্লিষ্টা। যদিই মলিনার কাতরতায় অভিভূত হইয়া দুই দিন পরে আমি হুগলি যাই, তাহা হইলে কি সেই প্রতিজ্ঞার অমর্য্যাদা করা হইবে? কেন? আজ যদি নিজেই পীড়িত হইতাম, তাহা হইলে কি করিতাম? কিন্তু আমি ত পীড়িত হই নাই। আমার পীড়া ও নরেন্দ্র নাথের পীড়া কি এ ক্ষেত্রে সমান? নরেন্দ্রনাথ আমার পিতার বন্ধু—আমাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন ও ভালবাসেন সত্য, কিন্তু তা বলিয়া কি আজ সরযূকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কাজে ব্রতী হওয়া উচিত? না।"

"কিন্তু মলিনা যে দুঃখ পাইবে। মলিনার দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মলিনার ছল ছল আঁখি, মলিনার কাতরাশ্রু, মলিনার অভিমান কি এতই তুচ্ছ? মলিনার জন্য আমার এই কঠোর কর্ত্তব্য কি দিন কতকের জন্য ঠেলিয়া রাখিতে পারি না? বাস্তবিকই যদি ৩০শে ফাল্গুনের পরিবর্ত্তে ৭।৮ই চৈত্র হুগলি যাই তাহা হইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? যে আট মাস সহ্য করিয়াছে সে কি আর ৮ দিন অধিক সহ্য করিতে পারে না?

"মলিনার নিকট কি আমার কোন দায়ীত্ব—কোন কর্ত্তব্যই নাই? এই নির্জ্জন প্রবাসে সে আমার অবসর সঙ্গিনী। তাহার স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসিয়া প্রখর উত্তাপময় এতবড় সুদীর্ঘ অবসরটি হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়া দিলাম। তাহার নিকট এতটুকু কৃতজ্ঞতা কি দেখাইতে পারি না? শুধু কি তাই? আমি কি মলিনার প্রাণ বুঝিতে পারি নাই? সে কি শুধু অবসর সঙ্গিনী—আর কিছু নহে? আর—আর—থাক। কি ভাবিতে ভাবিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম।" সুধাংশুমোহন শিহরিয়া উঠিলেন।

তার পর ক্রমে ক্রমে একে একে এই আট মাসের সকল কথা, সকল ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। সুধাংশুমোহনের মাতার গৃহে মলিনার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ, তাহার পর "কাশ্মিরী-বাগে"র উদ্যানে পুষ্প চয়ণ, গিরিগুহা নির্ঝরিনীর ধারে ভ্রমণ, পর্ব্বত গাত্রস্থিত বনফুলের তোড়া গাঁথিয়া মলিনার আবদার রাখা, তারাদেবীর মন্দির, কালিকা পাহাড়ের শ্যামা মূর্ত্তি ও তান্ত্রিক মহাপুরুষের অমানুষিক ক্ষমতা, তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী, তুষার মণ্ডিত প্রকৃতির শোভা দর্শন প্রভৃতি সবই একে একে পর পর তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুধাংশুমোহন আবার ভাবিতে লাগিলেন—

"হাঁ, সে যাহা করিয়াছে তাহার বিনিময়ে মলিনার এই সামান্য আবদারটি রাখা কি অসঙ্গত? ঈশ্বর না করুন—যদি এই

ব্যায়রামে নরেন্দ্র নাথের কিছু ভাল মন্দ হয়, তাহাহইলে না জানি মলিনার কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে? এ অন্তিম সময়ে পিতার সহিত তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি মলিনার শেষ সাক্ষাতের সুযোগ দান করা কি অন্যায়? তাহার এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি রাখিয়া তাহাকে সুখী করিলে কি মূল প্রতিশ্রুতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে? না। আশু মিলনের দুই চারি দিন স্থগিত করা মাত্র—একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের পরিবর্ত্তে আর একটি দিন ধার্য্য করা। সংসারে সর্ব্বক্ষেত্রেই এরূপ ত প্রত্যহই ঘটিতেছে। ইহাতে লোকতঃ ধর্ম্মত, কোন দোষ হইতে পারে না। অতএব এ পরিবর্ত্তনের বিষয় পূর্ব্ব হইতে সরযূকে জ্ঞাপন করিলে বোধ হয় কোন অপরাধ হইবে না।

বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের প্রায়ই মিল দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি শক্তিশালী চুম্বুকের মধ্যে নিকটস্থ চুম্বুকের শক্তি অধিক কার্য্যকরী হয়। আর দূরত্ব হেতু অধিক শক্তিশালীর শক্তি প্রতিহত ও স্বল্পশক্তিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—ইহাই নিয়ম। তাই আজ মলিনার আকিঞ্চনে সুধাংশুমোহন আকৃষ্ট হইয়া তিনি সত্যে বদ্ধ হইলেন। আর সরযূ অনেক দূরে পড়িয়া রহিল, তাহার শক্তি হীন তেজ বলিয়া বোধ হইল।

অনতিবিলম্বে ঠাকুর মা আসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁ ভাই সুধাংশু! যা শুনলাম তাকি সত্য?"

"কি শুনলেন, ঠাকুর মা?"

"ঐ যে পাগলী বললে।"

"কি বললে ?"

"তুমি আমাদের নরেনের কাছে রাখতে যাবে।"

"যখন বলেছি তখন যাবো বৈকি।"

"ভাই! এতে আমাদের যে কি উপকার করলে তা কথায় বলে কি জানাব। আমরা নরেনের জন্য সকলেই ভেবে সারা হ'য়েছি। আজ তোমার কথায় একটা মহা দুর্ভাবনা গেল। বেঁচে থাক ভাই—সুখে থাক—আর বেশী কি বলবো।"

"আপনাদের ত দুর্ভাবনা হ'বার কথাই। তা যখন যেতে হবে তখন যত শীঘ্র পারেন আয়োজন করুন। আমি সঙ্গে যাবো ও একবার নিজেও দেখে আসবো।"

"আমি আজ হলে আর কাল যেতে চাই না। পাখা থাকলে এখনি উড়ে যেতাম।"

"আপনি নিশ্চিন্ত হন। যত শীঘ্র পারেন যাবার ঠিকঠাক করুন। তবে একটা কথা, আমাকে সেখানে যেন অনর্থক বেশী দিন আটকাবেন না।"

এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মলিনা ঠাকুরমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ও বলিল—"ঠাকুরমা, মা ডাকছেন।"

"চল দিদি, চল। একটা দুর্ভাবনা আজ গেল।" এই বলিয়া ঠাকুরমা মলিনাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া সুধাংশুমোহনও নিজ কক্ষে গমন করিলেন।

সুধাংশুমোহনের জনক জননী এ সংবাদে যারপর নাই

আনন্দিত হইলেন। আজ বাঙ্গালা ২৫শে ফাল্গুন। "কাশ্মিরী বাগের" দুইটি পরিবারস্থ সকলেই নরেন্দ্র নাথের জন্য চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। শুধু জনার্দ্দন বাবুর মুখে দুশ্চিন্তার বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। তিনি সোৎসাহে সুধাংশুমোহনের ট্রাঙ্ক সাজাইয়া দিতেছেন। ফ্লানেল সুট, সার্জ্জের সুট, কাশ্মিরী সুট, অলষ্টার ড্রয়ার, চেষ্টারফিল্ড, গরম মোজা প্রভৃতি ভিন্ন রকমের পোষাক পরিচ্ছদে ট্রাঙ্ক পূর্ণ করিতেছেন—যেন সুধাংশুমোহন কোন শীত প্রধান দেশে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিতেছেন ও তাঁহার বিদায়ের দিন সমুপস্থিত বলিয়া এত আয়োজনের ঘটা হইতেছে। এই সব দেখিয়া সুধাংশুমোহন ২।১ বার পিতাকে বলিলেন—

"দু'চার দিনের জন্য যাওয়া তাতে এতগুলা জামা জোড়ার আবশ্যকতা কি?"

উত্তরে পিতা জানাইলেন যে, কাশ্মিরে এখনও শীতের বেশ প্রাদুর্ভাব আছে। পাছে তাহার কোন কষ্ট হয় তাই তিনি সকল প্রকারের পরিচ্ছেদ সঙ্গে দিতেছেন। কাছে থাকিলে বোধ হয় সকল গুলিরই আবশ্যক হইতে পারে। পুত্র ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন পিতার স্নেহ-প্রাচুর্য্যই এই আতিশয্যের মূল। এই ভাবিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

পরদিন সুধাংশুমোহন নিজের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গের যাইবার আয়োজন করিতে, গাড়ি রিজার্ভ করিতে ও পথে আহারের বন্দোবস্ত করিতে এতই

ব্যাপৃত ছিলেন যে, সে দিন তিনি আর সরযূকে কোন পত্রাদি লিখিবার সাবকাশ পাইলেন না। পর দিন ২৭শে ফাল্গুন প্রত্যূষে উঠিয়াই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলেন। মোট ঘাট বাঁধিয়া সকলেই প্রস্তুত হইয়াছেন। যাত্রা করিলেই হয়। ইত্যবসরে সুধাংশুমোহন সরযূকে ছত্র দুই একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—বিশেষ কার্য্যগতিকে তিনি অদ্যই কাশ্মির যাইতে বাধ্য হইতেছেন। অতএব ৩০শে ফাল্গুন বা তাহার পূর্ব্বে হুগলী পৌছান তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আগামী মাসের ৭।৮ই নাগাদ তিনি হুগলী পৌছিতে পারেন এইরূপ আশা করেন। তবে সঠিক সংবাদ কাশ্মির হইতে জানাইবেন। পূর্ব্বেকার কথামত ৩০শে ফাল্গুন তথায় যাইতে অক্ষম হইলেন বলিয়া পত্রে ক্ষমা চাহিলেন এবং সরযূ যেন নিজ গুণে এই ক্ষুদ্র ত্রুটিটুকু মার্জ্জনা করেন ইহাও লিখিতে ভুলিলেন না। ইহা লিখিয়া পত্র শেষ করিলেন। বাস—আর কোন কথা লিখিলেন না। লিখিবার সাবকাশও পাইলেন না। ভাবিলেন ইহা লিখিলেই যথেষ্ট হইবে। এই পত্র লিখিয়া খামের মধ্যে রাখিয়া খাম মুড়িলেন এবং তদুপরি শিরোনামা লিখিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যেন অনতিবিলম্বে সে উহা ডাকে ফেলিয়া দেয়। ভৃত্য "তথাস্তু" বলিয়া সুধাংশুমোহনের নিকট হইতে বক্‌সিস্ লইয়া এবং প্রভু পুত্রকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া প্রস্থান করিল।

—বিধি যখন বাম হন তখন কোন দিকে আর মঙ্গল দেখিতে

পাওয়া যায় না। পোড়া অদৃষ্ট ক্রমে ভৃত্যটি সুধাংশুমোহনের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ঘরে কতকগুলা ছেঁড়া পুস্তক ও কাগজের সঙ্গে পত্রখানি রাখিয়া দিল। সে ভাবিল—"ডাক ত বৈকালে যায়। এত তাড়াতাড়ি কি আছে? বৈকালেই চিঠি ডাকে ছাড়িব।" কিন্তু সে পত্রখানি ৩০শে ফাল্গুনের পূর্ব্বে ভৃত্য ডাকে ছাড়ে নাই। উহা ডাকে ফেলিবার কথা ভৃত্যটি তার পর একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। পাঠক! এ ভুলের জন্য দায়ী কে?

সরযূ! হতভাগিনী সরযূ! খেলায় তোমার "দান" ভাল পড়িল না। তুমি হারিলে। মলিনাই জিতিল।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ ৩০শে ফাল্গুন—দোলযাত্রা। চারিধারে আজ হিন্দুর প্রাণে একটা আনন্দের রব উঠিয়াছে। কোন অতীতযুগে আজিকার এই তিথিতে কিষণজি গোপাঙ্গনাদের লইয়া যমুনাতটে "হোরি" খেলিয়া ছিলেন। সেই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এই দিনে হিন্দু-মাত্রেই পিচকারী ও কুম্‌কুম্ খেলিয়া ধরাধামকে লালরঙ্গে ভাসাইয়া দেন। সমস্ত লালে লাল হইয়া যায়। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! অদ্যও তাহার কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। আর আজই সুধাংশুমোহনের হুগলীতে আসিবার দিন। বিরহিনী সরযূবালা এই ৩০শে ফাল্গুনকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে প্রাণের যাতনা সহ্য করিয়া আসিতেছে। সরযূর জীবনে আজ একটা মহাপুণ্য দিন। দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে সরযূবালা বাগানটি যথাসম্ভব পরিষ্কার করাইয়াছে। ঘর দরজা আসবাবপত্র সমস্ত ধোয়াইয়া মোছাইয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করাইয়াছে। বাংলো বাড়িটি দূর হইতে যেন একখানি সুন্দর আলেখ্যের মত দেখাইতেছে। বাগানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহাতে লাল সাদা অনেক পদ্ম অনেক কুমুদকহ্লার ফুটিয়া থাকে। সুধাংশুমোহন বলিয়া গিয়াছেন যে "মিলনের দিন ঐ শতদল আবার সৌরভ ছড়াবে" "ঐ কুমুদিনী আবার ঐখানে হাসবে।" তাই সরযূ আজ

কয়দিন হইতে জগা মালিকে হুকুম দিয়াছে যেন দুষ্ট বালকেরা কেহ একটিও পদ্ম না তুলে। একটিও কুমুদে হাত না দেয়।

সেফালীর একটা ডাল নদীর ধারে সোপানে যাইবার পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে যাতায়াতের পক্ষে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধা হইত। একদিন রাত্রে ঐ ডালটি জগার মাথায় লাগে। আর একদিন সরযূর রেশমী সাড়ির অঞ্চলটি তাহাতে জড়াইয়া ছিঁড়িয়া যায়। এজন্য জগা রাগিয়া উহা কাটিয়া দিতে উদ্যত হয়। সরযূ সাড়িখানি ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া সোহাগভরে ডালের উপর ছোট ছোট ফুলগুলিকে চুম্বন করিয়া জগাকে আদেশ দেয়—খবরদার! সে যেন ডালে হাত না দেয়। উহা যেমন আছে তেমনিই থাক। কারণ সুধাংশুমোহন যে বলিয়া গিয়াছে—"আমার চঞ্চল অঙ্গ স্পর্শে দূরে ঐ সেফালিরাশি উল্লাসভরে ধরায় লুটিয়ে পড়বে।"

প্রত্যহ দুইবেলা বাগানের ফুলের দুইটা তোড়া সরযূর কক্ষের ফুলদানের শোভা বৃদ্ধি করে। কিন্তু আজ দুই দিন হইতে মালির উপর হুকুম হইয়াছে—'কেহ যেন বাগানের ফুল না তুলে।' এই দুই দিন টেবিলের ফুলদান অন্য বাগানের ফুলে সুশোভিত হইতেছে। ফুলরাণী সরযূ ফুলের মাঝখানে বসিয়া যে সুধাংশুকে অভ্যর্থনা করিবেন। বাগানের আবর্জ্জনা-শুষ্কপত্র, আগাছা, জঙ্গাল প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত করা হইয়াছে। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গতরাত্রে সরযূর ভাল নিদ্রা হয় নাই। ভোর ৫ টার সময়ই

শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে। দূরে ষ্টেশনে ডাউন্ পাঞ্জাব মেলের (Down Punjab Mail) আগমন শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। তখন ডাউন পাঞ্জাবমেল হুগলীতে থামিত। সরযূ প্রথমে ভাবিল—বোধ হয় সুধাংশুমোহন এই গাড়িতে আসিতেছেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক এদিক ওদিক উৎকণ্ঠিত ভাবে পাইচারী করিয়া যখন দেখিল তিনি আসিলেন না তখন মনে মনে ভাবিল যে সুধাংশুমোহন নিশ্চয়ই সন্ধ্যার ট্রেনে আসিবেন। তিনি যে বলিয়া গিয়াছেন—"মিলনের সময় ঐ শশী ঐ খানে হাসিবে।"

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সরযূবালা অন্যমনস্ক ভাবে এ কাজে ও কাজে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল বটে কিন্তু তাহার প্রাণে একটুও শান্তি ছিল না— কিছুতেই মন বসিতেছিল না। মধ্যে মধ্যে একটা গুরুতর অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। আহারের সময় উপস্থিত হইল। পাচক আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া গেল। সরযূর আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। কখন সন্ধ্যা আসিবে। কখন আকাশে চাঁদ হাসিবে। তাহার প্রতীক্ষায় ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু আজ পোড়া সময়টা যেন কাটিতে চাহিতেছে না। ভাবিল আজ সন্ধ্যা বধূ দেখা দিতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? সমস্ত দুপুর ও বৈকাল যেন একটা সুদীর্ঘ বৎসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই কয়মাস বিরহের দিনগুলা এক রকমে কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কয় ঘণ্টা যেন

আর কাটিতে চাহে না। একবার বসে, একবার উঠে, একবার একখানি বই লইয়া পড়ে আবার দু'ছত্র পড়িয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। একবার বাগানে, একবার নদীর ধারে, একবার ফটকের দিকে অশান্ত প্রাণ লইয়া ছুটাছুটি করে, তথাপি সন্ধ্যা আসে না। প্রত্যেক দণ্ড. প্রত্যেক পল যেন তাহার প্রাণের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

দিনমণি বুঝি বিরহিণী সরযূর এইরূপ কাতরতা ও অধীরতা আর দেখিতে পারিলেন না। তাই তিনি ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশকোলে মুখ ঢাকিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সরযূ-বালারও সুখরবি চির-অস্তমিত হইল। কিন্তু হায়! বিরহ-কাতর সরযূবালা তাহা বুঝিল না। আশু মিলন আশায় সরযূ কতই সুখ চিত্র মনে মনে আঁকিতে লাগিল। সুধাংশুমোহন কতদূর হইতে ট্রেণে আসিতেছেন। তাহার বিশ্রামের জন্য আয়োজন করিল। তাঁহার প্রিয় আহার ফলমূল আনাইয়া নিজ হস্তে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিল। আর নিজে সুধাংশুর নয়ন তৃপ্তিকর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া পৃষ্ঠোপরি লম্ব-বান কৃষ্ণবেণী দোলাইয়া প্রতিমূহুর্ত্তেই তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া স্নিগ্ধ রজত কিরণে ধরণীকে আপ্লুত করিয়া ফেলিল। সকল কাজ শেষ করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া সরযূবালা সোপানোপরি মর্ম্মরাসনে আসিয়া বসিল।

অনতিবিলম্বেই দূরে ট্রেনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। পাঞ্জাবের গাড়িইত বটে। ঐ গাড়িতেই তবে সরযূর প্রাণময় সুধাংশু-মোহন আসিতেছেন। আজিকার ট্রেনের শব্দ কি মধুর। আজ কতমাস পরে সুধাংশুর সুধাংশু বদন দেখিতে পাইব। তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। ধমনীর রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রাণে সুধাংশুমোহন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া সরযূ মনে মনে স্থির সংকল্প করিল। কখন ভাবিল তার উপর অভিমান করিয়া প্রথমে তাঁহার সহিত কথা কহিব না। কখন ভাবিল, না, তিনি আসিলে ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব; এতদিন কিরূপে কেটেছে, গলা ধরিয়া সে কথা বলিব। এরূপ কত কথাই তাহার মনমধ্যে উদিত হইতে লাগিল।

একঘণ্টা হইল ট্রেন হুগলী ছাড়িয়া গিয়াছে। কই, সুধাংশু-মোহনের ত কোন সংবাদই নাই। আকুল নয়নে সরযূ দূর ফটকের পানে চাহিয়া রহিল কিন্তু সুধাংশুমোহন কই? এক মিনিট দুই মিনিট করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল তথাপি সুধাংশুমোহন ত আসিল না। হতাশ প্রাণে নীরবে আবার কতক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। অমনি দূরে কার পদশব্দ শোনা গেল। ব্যগ্রভাবে মুখ তুলিয়া দেখে দাসী আসিতেছে। সরযূ বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। দাসী আসিয়া বলিল—"দিদিমণি! রাত্তির অনেক হতে চললো—একলা সিঁড়িতে আর কতক্ষণ ব'সে থাকবে? চল, ঘরে চল। সমস্ত

দিন খাওয়া নাই দাওয়া নাই এখানে হিমে থাকলে অসুখ করবে যে।"

উত্তরে সরযূবালা বলিলেন—"তুই যা। আমি একটু পরে যাচ্চি। আমার ক্ষিধে নাই—খাবো না।" অগত্যা দাসী চলিয়া গেল। রাত্রি ১০টা বাজিল। কই শুধাংশু কই? কোথা তুমি সুধাংশুমোহন? একবার ক্ষণেকের জন্য—পলেকের তরে এণ্টনি বাগানে আসিয়া বিরহ বিধুরা সরযূকে দেখা দিয়া যাও। বিনিময়ে সরযূবালা নিজের প্রাণ তোমার চরণে প্রেম উপহার দিয়া সুখে মরিবে।

১১টা বাজিল। আবার পাচক আসিয়া দেখা দিল। সরযূ তাহাকে পুনরায় ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিল। ক্রমে অদূরে গির্জ্জায় ১২টা বাজিল। আর কোন ট্রেন আসিবার ত সম্ভাবনা নাই। সরযূর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মাথা ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। দূরে শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ঝিঁ ঝিঁ রবে চিৎকার করিয়া সরযূর দুঃখের সমবেদনা জানাইতে লাগিল। সরযূ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। "সুধাংশুমোহন" বলিয়া সরযূ ধরাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনি আকাশের পূর্ণশশী কালমেঘে ঢাকা পড়িল। প্রবল বায়ু ধরণী কাঁপাইয়া প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। যেন প্রকৃতি সতী সরযূর দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পুষ্করিণীর

শতদল গুলির মধ্যে কতকগুলা বাত্যাহত হইয়া ঝরিয়া পড়িল, আর কতকগুলা ভগ্নমৃণালে আবদ্ধ থাকিয়া জল পত্র মধ্যে মুখ লুকাইল।

জগা মালি পরিচারিকা সমভিব্যহারে মূর্চ্ছিতা সরযূকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইবার সময় দেখে যে, সেই সেফালির ডালটা পথের উপর ঝুঁকিয়া বড়ই বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। কাজেই উপয়ান্তর না দেখিয়া সে একটানে সেই ডাল-টাকে বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। প্রকৃতিদেবী অসহায়া নিরপরাধিনী সরযূর দুঃখে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া অশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এত আশা সব ফুরাইল। সুধাংশুমোহন আর আসিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে সুধাংশুমোহন নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গকে লইয়া শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। গদাই খানসামা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। গদাই ইঁহাদের সকলকেই দেখিয়া হাসিয়া আকুল। হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমার ও নরেন্দ্রনাথের পত্নীর পদধূলি লইল ও সুধাংশুমোহনকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। পরে বলিল—"মা, আপনারা এসেছেন?" মলিনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"দিদিমণি! তুমিও এসেছ? বেশ, আমি ভারী খুসী হয়েছি।" যেন তাহাকে খুসী করিবার জন্যই এত বড় আয়োজনটা করা হইয়াছে। গদাইকে দেখিয়াই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে গদাই, কর্ত্তা কেমন আছেন?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা গদাই! নরেন একটু ভাল আছে ত? আহা, কতক্ষণ পরে তার চাঁদ মুখখানি দেখবো রে! টেলিগ্রাফ পেয়ে অবধি একদণ্ড সুস্থির নেই, বাবা! সমস্ত রাস্তা খালি মধুসূদনের নাম জপ করতে করতে এসেছি।"

তৎপরে নরেন্দ্রনাথের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কর্ত্তা উঠতে টুঠতে পারেন?"

ক্রমান্বয়ে এইরূপ প্রশ্নবৃষ্টি হওয়ায় গদাই কিছুক্ষণের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা মারিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"ইহারা কার কথা বলিতেছ? কাহার অসুখ? টেলিগ্রাফ আবার কি? কে দিলে?" এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকায় গদাইয়ের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। এজন্য সকলেই আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং পুনরায় অজস্র প্রশ্নরূপ গোলা তাহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। গদাই প্রশ্নের চোটে অস্থির। কি উত্তর দিবে, তাহা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ঠাকুরমা—"অঃ গদাই! চুপ করে রইলে যে। বলি—বাবু উঠতে টুঠতে পারে?"

গদাই—"আজ্ঞে—বাবু? আমাদের বাবু?—না।"

নরেন্দ্রনাথের পত্নী—"কি রকম হয়েছে বল দেখি?"

গদাই—"কার? বাবুর? আজ্ঞে আমাদের বাবুর?"

সুধাংশু একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন—"হাঁ। হাঁ! বাবুর নয় ত কি তোমার? তোমার জন্য কি এতগুলো লোক এখানে ছুটে এসেছে?"

গদাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—

"আজ্ঞে, বাবুর হয়েছে বৈকি?"

সুধাংশু—"আরে বাপু, কিরকম হয়েছে বল না?"

গদাই—"আজ্ঞে! সেই দিন গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে বাবুর ডান পায়ের—না না বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে—না বাবু আমারই ভুল হয়েছে—আজ্ঞে ডান পায়েরই বটে—"

সুধাংশু কতকটা অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন—"আরে যে পায়েই হ'ক গে—কি হয়েছে চট্ করে বল না।"

গদাই—"আজ্ঞে সেই কথাই ত বলছি হুজুর—আজ্ঞে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে চোট লাগে কি না, তাই জুতো পরতে পারেন না। তাই হাঁটাহাঁটিও করতে পারেন না।"

ঠাকুরমা একটু আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা! বাবু বেশ কথা টথা কচ্ছে ত?"

গদাই—"আজ্ঞে কই তেমন ত দেখছি না। কই কথাবার্ত্তা বেশী কচ্ছেন কই? আজ ২।৩ দিন আমার সঙ্গে ভাল কথা ক'ন নি।"

সুধাংশুমোহন এই উত্তরে আরও বিরক্ত হইলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন ভয়ের কারণ আছে?"

গদাই—"আজ্ঞে ভয়?" আজ্ঞে ভয় কি দাদাবাবু! গদাই থাকতে আপনার ভয় কি? হাঁ, শুনেছি বটে, এখানে বড় চোরের ভয় আছে। তাতে আমাদের কি? যেখানে আমরা আছি, সেখানে দিনরাত খাপ খুলে শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। চোর একবার ঢুকেছেন কি মরেছেন। চলুন না, গেলেই সব দেখতে পাবেন।"

সুধাংশুমোহন মনে মনে ভাবিলেন—"এটা একটা জন্তু। ইহার নিকট হইতে সংবাদ লইবার চেষ্টা করা আর অরণ্যে রোদন করা, দুই সমান।" তখন আর ও সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন—"বেশ। চল শীঘ্র বাসায় নিয়ে চল।"

"আজ্ঞে, সেই জন্যেই ত এসেছি দাদাবাবু! চলুন না, সব দেখতে পাবেন। বাবু, এখানে থাকবার ভারী জুত। রামপাখী বঠের দুম্বা মটন ভারী সস্তা। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। হুকুম কল্লেই হলো। তার পর রোজ রাজবাটি থেকে পেস্তা বাদাম আঙ্গুর কতরকম মেওয়া সওগাত আসছে। কি বলবো দাদাবাবু, আমার ত এ দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।"

সুধাংশুমোহন গদাইয়ের সরলতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তার পর বলিলেন—"আচ্ছা আগে বাড়ি চল, তার পর সব দেখবো। এখন শীঘ্রি শীঘ্রি বন্দোবস্ত করে নে।" গদাই এ সব কাজে খুব মজবুত। মালপত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যথাসময়ে ইহাদের সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইল।

নরেন্দ্রনাথ কাশ্মীরের রাজবাটীতে "আরাম-বাগ" নামক মহলে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার পত্নী, মাতা ও কন্যা পৌঁছিয়াই প্রথমে অতি উৎকণ্ঠিতভাবে নরেন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সুপ্রশস্ত পেণ্ট করা সজ্জিত গৃহে সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তিনি শায়িত। বিশেষ কোনরূপ পীড়ায় যে তিনি উপস্থিত কাতর, এমত বোধ হইল না। তবে তাঁহার দক্ষিণ পদের একটা অঙ্গুলিতে ছোট একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল।

ঠাকুর মা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মলিনা

একেবারে তাহার পিতার পায়ের তলায় বসিয়া তাঁহার পা দুখানি নিজের কোলে রাখিয়া হাত বুলাইতে লাগিল। ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী মলিনার মাতা পালঙ্কের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। দুই চারিটি কথার পর সকলেই বুঝিলেন যে নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হৃৎপিণ্ডের ব্যাঃরামে (Heart Compalint) ভুগিতেছেন ও মধ্যে গাড়ি হইতে নামিবার সময় পায়ে আঘাত লাগায় চলাফেরা করিতে পারিতেছেন না। মধ্যেই ব্যায়রাম কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি "কাশ্মিরী বাগে" টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। এ সমস্ত ব্যায়রাম বৃদ্ধি পাইলে রোগী হঠাৎ মারা যাইতে পারে এই আশঙ্কায় নাকি ডাক্তারের পরামর্শ মত নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পরিবারবর্গকে এখানে আসিবার জন্য সংবাদ দেন। তবে এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। উপস্থিত ভয়ের কারণ অনেকটা দূরীভুত হইয়াছে—অন্ততঃ বিচক্ষণ ডাক্তারদের এইরূপ মত। নরেন্দ্রনাথ নিজে কি বুঝিবে। ডাক্তারের পরীক্ষায় যেমন পাইয়াছেন নরেন্দ্রনাথ সেই মত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আহারাদি সম্বন্ধে নরেন্দ্র নাথের বিশেষ কোন বাধা নাই। তবে আঙ্গুর বেদানার রস, কিসমিস পেস্তা বাদাম মিশ্রিত হালুয়া, ভাল দুগ্ধের রাবড়ী, যত রকমের মেওয়া ফল, দাদখানী চাউলের অন্ন, অল্প মাত্রায় মৎস, মাংস, উত্তম ঘৃতপক্ক আহার, ভাল জ্যাম চাটনি, মোরব্বা, ভাল ছানার সন্দেশ ও ছানার

উপকরণে প্রস্তুত যাবতীয় মিষ্টান্ন, যাহা কিছু বাঙ্গালীর ভোজ্য তাহাই এই ব্যায়রামে নরেন্দ্রনাথের পথ্য। তাঁহাকে দেখিয়া রুগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। বরং সুধাংশুমোহনের চক্ষে বোধ হইল তিনি শ্রীনগরে আসিয়া অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন।

ডাক্তার সাহেব দুই বেলাই আসিতেছেন। তাঁহারই মতে সমস্ত কার্য্য হইতেছে। সুধাংশুমোহন ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে বাহ্যিক ভাব দেখিয়া এই রোগের গুরুত্ব বোঝা কঠিন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা তিনি এই রোগ নির্ণয় করিয়াছেন ও উপযুক্ত চিকিৎসা করিতেছেন। আর এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট উপকারও পাইয়াছেন। ডাক্তার সাহেব আরও বলিয়া দিয়াছেন যে রোগীকে উপযুক্ত আহার ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া নিয়মে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে রোগীর মন সদা সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে সেই বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। তিনি আশ্বাস দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে যখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই নিকটে আসিয়াছেন তখন অতি সত্বরই যে রোগ নির্ম্মূল হইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। ডাক্তার সাহেবের মতামতের উপর—বিশেষ অতবড় রাজ-বাটির ডাক্তারের উপর—কোন সমালোচনা করা চলে না। তবে মধ্যে মধ্যে গদাই খানসামা আক্ষেপ করিয়া অনেকের কাছে বলে যে যদি তাহার বাবুর মত ব্যায়রাম হয় ও ডাক্তার সাহেবের মত বহুদর্শী ডাক্তার যদি তাহাকে চিকিৎসা করেন ও এইরূপ পথ্যের

সুব্যবস্থা করেন তাহা হইলে জনসাধারণের মঙ্গলসাধন হেতু সকলের আপদ বালাই মাথায় লইয়া আজীবন এইরূপ দুর্ব্বিসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়া নিজের মহত্ত্ব দেখাইতে সম্মত।

মূর্খ খানসামার বুদ্ধি আর কত হইবে। রাজারাজড়ার ও বড় বড় জমীদারের ধাত সে কি বুঝিবে! কি বলেন পাঠক!

এইরূপ শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় নরেন্দ্রনাথ কিরূপে সুধাংশুকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? কি জানি কখন ব্যায়রাম বৃদ্ধি পায় তাহা ত বলা যায় না। আর বৃদ্ধি হইলে তাঁহাকে দেখিবার কে আছে? এখন সুধাংশুমোহনের মত একটি আত্মীয়ের অন্ততঃ কিছুদিন সেখানে থাকা চাই।

তারপর মধ্যে মধ্যে মলিনা আসিয়া এ বিপদে যাহাতে তিনি তাহাদের সুদূর প্রবাসে একা রাখিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তনরূপ কোন অপ্রিয় প্রস্তাব না তুলেন সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন সুধাংশুমোহন ঐ রূপ কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করেন তখন ছল ছল নেত্রে মলিনা—"আমরা আপনার কে? পর বইত নয়," "আমাদের বিপদে আপনার কি" "আমার বাবার অসুখে আপনার ভাবনা হ'বে কেন" প্রভৃতি অভিমান সূচক অভিযোগ সুধাংশুর ঘাড়ে চাপাইয়া সেই প্রসঙ্গ চাপা দেন। আর সুধাংশুমোহনও যেন ঘূর্ণীপাকে পতিত তৃণের ন্যায় অথবা গোলকধাঁধায় স্বেচ্ছাপ্রবিষ্ট দিশাহারার ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া মাসের কয়দিন কাটিল তাহাই গণিতে-থাকেন। স্থূল কথা এই—এবম্বিধ নানাপ্রকার বিঘ্ন সমুপস্থিত

হওয়ায় তিনি অগত্যা কিছুদিনের জন্য "আরামবাগে" বন্দী হইলেন। উদ্ধারের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

ক্রমে নরেন্দ্রনাথের পায়ের বেদনা ও ক্ষত সারিয়া গেল। তিনি এখন বাটির বাহিরে একটু আধটু চলা ফেরা করেন। বন্ধু বান্ধবের সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া খোসগল্প করেন এবং অবসর মত সুধাংশুমোহনের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সুধাংশুমোহন কক্ষে বসিয়া নিজের জীবন কাহিনী আলোচনায় নিবিষ্ট আছেন এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন। সুধাংশুমোহন তাঁহাকে দেখিয়াই একটু থতমত খাইয়া গেলেন। প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুধাংশুমোহন! একলা ব'সে কি ভাবছ?"

"আজ্ঞে না। কই এমন কিছু বিশেষ ত ভাবছি না। এখানকার প্রকৃতির শোভা বড়ই মনোরম। তাই দেখছি।"

"আমার কাছে মনোভাব গোপন ক'র না, সুধাংশু! তোমার মুখ দুশ্চিন্তায় মলিন। 'না' বললে আমি শুনবো কেন? সুধাংশু-মোহন! সত্যকথা বলতে কি তোমার বিষন্ন মুখ দেখলে আমাদের প্রাণে বড় কষ্ট হয়। তুমি এত ভাব কেন? দেখ, আমি তোমার পিতার বিশেষ বন্ধু। তুমি আমাকে তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে মনে করে অকপটে আমার কথাগুলির জবাব দাও। আমি আজ বিশেষ বিপন্ন হয়েই তোমার শরণাগত হয়েছি।"

সুধাংশুমোহন তাঁহার কথার প্রকৃতমর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সরল ভাবেই উত্তর দিলেন—"আমায় এরকম ভাবের কথা বলে লজ্জা দিবেন না। আপনার উপস্থিত

কি বিপদ তাহা আমি ভাল বুঝতে পারছি না। তবে আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয় তবে আমি প্রাণ দিয়ে তা করতে প্রস্তুত। আপনার স্নেহ যত্নের জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

"তোমার কথায় আমি কতকটা আশ্বস্ত হলাম। আমার সম্পূর্ণ বিপদটা যে কিপ্রকারের তা পরিস্ফুট ভাবে জানাবার আগে আমায় বল দেখি, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি? আশা করি তুমি আমার কাছে তোমার মনোভাব গোপন করবে না। তোমার সরল উত্তরের উপর আমার আসন্ন বিপদের মুক্তির উপায় নির্ভর করছে।"

এ ইঙ্গিত সুধাংশুমোহন কতকটা বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন যে মনোভাব গোপনের চেষ্টা বৃথা। বৃথা চেষ্টা করিয়া শুধু অপ্রস্তুত হইবেন বৈত নয়। তাই হেঁটমুখে নম্রস্বরে উত্তর দিলেন—

"আমার ভাবনার কি কিছু নাই?"

নরেন্দ্রনাথ এই ভাবেরই উত্তর আশা করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—

"এক হিসাবে দেখতে গেলে কিছুই নাই। কিন্তু আর এক হিসাবে দেখতে গেলে তোমার ভাবনার বিস্তর কারণ আছে। কিন্তু যদি আমার দু একটা যুক্তি বা পরামর্শ গ্রহণ কর, তা হ'লে

তোমার ভাবনার কিছুই থাকে না। তবে আমার যুক্তি ও পরামর্শ মত কার্য্য করা বা না করা তোমার ইচ্ছাধীন।"

"সে কি কথা? আপনি বিজ্ঞও বিচক্ষণ এবং আমার প্রকৃত হিতৈষী। আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

"তবে শোন, সুধাংশু! মলিনার জন্য আমার বড় ভয়। তাই আজ তোমার নিকট এসেছি। আমার মলিনা বড় অভিমানিনী—বড় আদরের। বালিকার আবদার রাখবার জন্যই যেন আমার জন্ম। আমার উপর তাহার জোর চলে কাজেই এতদিন তাহার সকল আবদার রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু হতভাগী এবার যে আবদার ধরেছে তাহা পূর্ণ করবার আমার ক্ষমতা নাই। আর এর পরিনাম যে কোথায় তাও আমি বলতে পারি না।"

এই ইঙ্গিতে সুধাংশু নরেন্দ্রনাথের মনোভাব বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাই উত্তরে বলিলেন—

"আজ্ঞে, আমি কতকটা তাই বুঝেছি ব'লেই আমার এত ভাবনা।"

"তুমি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। তুমি ত বুঝবেই। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস যে এখনও সমস্ত সঠিক বোঝনি। এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক এখনও উপলব্ধি করতে পারনি। আমি মলিনার পিতা। আমি তার হৃদয় যতদূর বুঝেছি তাতে সেই "কালিকা পাহাড়ের" ঘটনার পর হতেই সে তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছে—মনে মনে পতিভাবে তোমাকেই পূজা করতে

শিখেছে। তোমার রূপ, তোমার গুণ, এখন তাহার দিবারাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। যদি তুমি তাকে এখন উপেক্ষা কর—বলতে প্রাণ কেঁপে উঠে—অভাগিনী বোধ হয় আত্মহত্যা করবে। সে যাতনা সে সহ্য করতে পারবে না—একথা আমি স্থির বলতে পারি।"

মনে মনে সুধাংশু বলিলেন—"এতদূর ?" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কিন্তু আর একটি বিষয় সম্বন্ধে ভাববার কি কিছু নেই ?"

"থাক বা না থাক। সে বিষয়ের আলোচনা কিছুক্ষণ স্থগিত কর। আগে আমার কথা শোন। তার পর তোমার কথার উত্তর দিব। তুমি মা বাপের একছেলে। তুমি যদি বিধর্ম্মী বালিকাকে বিবাহ কর, তা হ'লে তোমার স্নেহময়ী জননী এ বয়সে চক্ষের জল ফেলতে ফেলতে মনস্তাপে মারা যাবেন। তার উপর যেমন ঘটনা দাঁড়িয়েছে তাতে মলিনাকে নিয়ে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। বল, তুমি এই ছুটি নিরীহ পরিবারকে এত বিপন্ন করবে কি ? তোমার এই উত্তরের উপর এই দুই পরিবারের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে। বল, বেশ ক'রে সব দিক দেখে—সমস্ত বুঝে বল—তোমার কি করা কর্ত্তব্য।

"এত শীঘ্র এ সমস্যার উত্তর দিতে পারিব না।" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "কিন্তু সরযূর কি কোন বিপদ নাই ?"

"আছে সত্য। কিন্তু এখন দেখতে হবে—ছুটি বিপদের

মধ্যে কোনটিতে বাধা দেওয়া উচিত আর কোনটি ঘটতে দেওয়া উচিত। যদি সরযূবালা আমাদের স্বঘরের ক'নে হ'ত, তাহ'লে আমার অমত থাকলেও এই দুইটি বালিকার মঙ্গলের জন্য —তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে দুইটি বিবাহেরই পরামর্শ দিতাম। কিন্তু শাস্ত্র, সমাজ ও রাজার আইন এ মতের বিরোধী। একটা তোমাকে পরিত্যাগ করতেই হবে। এখন বিচার্য্য—সে কোনটা? একদিকে সরযূবালা—অন্য দিকে তোমার স্নেহময় পিতা, তোমার স্নেহময়ী জননী, নিজের ধর্ম্ম ও মলিনা। এ ছাড়া আর্থিক উন্নতি ও অবনতির কথা আমার এখানে তোলা উচিত নয়। কারণ সেটা একটা বিশেষ কারণের মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু তথাপি এ সংসারে থাকতে গেলে আর্থিক উন্নতির কথাটাও ভাবতে হবে; তুমি এখনও যুবক। কত উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করেছ। অর্থই সমস্ত সুখের মূল। আমার বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকার আয়ের জমিদারীর ভবিষ্যৎ মালিক মলিনা। এটাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে। আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসি। বেশ বুঝে দেখ। মনে মনে সমস্ত বিষয় ধীরভাবে আলোচনা ক'রে আমার কথার জবাব দাও—এই আমার অনুরোধ।"

সুধাংশুমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন "আমায় দু এক দিন ভাববার অবসর দিন।"

"বেশত, তাড়াতাড়ি কি আছে? আর এক কথা। একথা তোমার ভাল লাগবে কি না জানি না, তথাপি এক্ষেত্রে এটাও

আলোচ্য বিষয়। সরযূবালা ব্রাহ্মিকা। তিনি বাগ্‌দত্তা হ'লেও, তাহার সমাজ ধর্ম্ম ও আইন তাহার বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক ঘটা'তে পারে না। কিন্তু মলিনার সমাজ ধর্ম্ম ও আইন তা পারে।"

"যাইহ'ক আমাকে দু'দিন সময় দিন। তারপর আমি আপনাকে আমার মনোগত ভাব জানাব।"

"বেশ তাহাই হ'ক। আশা করি সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা ক'রে আমার কথার জবাব দিবে। যদি তোমার মনঃপুত হয় তা হ'লে তোমার পিতামাতাকে আনিয়ে শুভকার্য্য এই খানেই যত শীঘ্র পারি সম্পন্ন করবো। এই আমার ইচ্ছা। আর এক কথা বালিকা সরযূর দুঃখে আমি দুঃখিত। আমার ইচ্ছা এই যে, তাহার মনঃকষ্টের লাঘব করবার জন্য আমি তাকে স্বেচ্ছায় বিশ সহস্র মুদ্রা উপহার দিব।"

সুধাংশুমোহনের এ কথাগুলি ভাল লাগিল না। তিনি কেবলমাত্র দুই দিনের সাবকাশ লইয়া চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কি রকম বুঝছেন ?"

"বিশেষ ভাল কিছু দেখছি না। Case (কেশ) বড় Serious (সিরিয়াস)—Typhoid (টাইফয়েড্)। তার উপর Brain Complaint (ব্রেন কম্‌প্লেন্ট) এসেছে। যদি রক্ষা পান তাহ'লে পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে।"

"আজ ত প্রায় ২১ দিন হলো।"

"তা হ'লে কি হয়। অনেক Case (কেস্) এই সময়ের মধ্যে ভাল turn (টর্ণ) নেয়, কিন্তু এটা কিছু বিশ্রী রকমের দেখছি।"

"Civil Surgen (সিভিল সার্জ্জন)কে কাল একবার আনলে হয় না ?"

"তিনি ত সেদিন দেখে গেছেন। আনতে বলেন কালই আনতে পারি—বাধা কি আছে ? কিন্তু এখন থেকে ভালরূপ watch (ওয়াচ) করা দরকার—বিশেষ দরকার রাত্রে।"

"আপনি বলুন কি কর্ব্বো। Civil Surgen (সিভিল সার্জ্জন) আপনার যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে সে দিন বলে গেছেন যে, Miss Sena (মিস্ সেনা) যেমন আদেশ করবেন সেই মত রোগীর treatment (ট্রিটমেন্‌ট) করতে হবে। তিনি আপনার চিকিৎসার বিশেষ প্রশংসা করেন। এখন বলুন কি করবো; কি করলে আমার সুধাংশু প্রাণ পাবে ?"

"সকলই ভগবানের হাত। তবে আমার যতদূর সাধ্য আমি চেষ্টা করছি ও করবো। যদি বলেন, না হয় আজ থেকে রাত্রে আমি নিজেই রোগীকে watch (ওয়াচ) করবো।"

"এ কথা আমরা বলতে সাহস করি না। আপনার হাতে কত case (কেস্) রয়েছে। তবে যদি করেন সে আপনার দয়া।"

"আজ হতে আমি নিজে রাত্রে রোগীর কাছে থাকবো এখন।"

"আমরা আপনার কাছে ঋণের বোঝা ভারি করছি মাত্র, কিন্তু কি উপায়ে সে ঋণ পরিশোধ করবো, তা জানি না। যদি সুধাংশু এ যাত্রা রক্ষা পায় তবে আপনারই অনুগ্রহে।"

ইঁহারা কে? একজন সুধাংশুমোহনের পিতা জনার্দ্দনবাবু; আর একজন ডাক্তার মিস্ সেনা। তাহাদের মধ্যে সুধাংশুর অসুখ লইয়া উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জনার্দ্দনকে অন্দরে ডাকিল। তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র এক অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ডাক্তারের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—

"আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। কি কর'লে আমার স্বামী প্রাণ পাবেন? আপনার চরণ ধ'রে আমি মিনতি করছি—দয়া করুন, আপনি আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

"আপনি উঠুন। আমায় বেশী বলবার দরকার নেই। আমার হাতে যখন রোগীর ভার দিয়েছেন, তখন যাতে ইনি আরোগ্য লাভ করেন, সে বিষয়ে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

এর বেশী আশা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনি আমার ভগ্নির মত। আপনার বিপদ, আমার নিজের বিপদ বলেই মনে করি।”

“আপনি মানবী নন, দেবী। যদি ইনি বাঁচেন তবে সে আপনার দয়ায়। কিন্তু কাল রাত্রি হ’তে যে নূতন উপসর্গ জুটেছে তা দেখে আর আমাদের হাত পা আসছে না। বলুন, আমার স্বামী ভাল হবেন ত?” এই বলিয়া যুবতী আবার মিস্ সেনার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

“আপনি কি করেন?” বলিয়া মিস সেনা তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—“এ ব্যায়রামে ওরকম উপসর্গ হয় বটে, তাতে আপনার ভাবনার কারণ থাকলেও হতাশ হবার কিছুই নেই। আমি জনার্দ্দন বাবুকে বলেছি যে অন্য সমস্ত রোগীর Call (কল) ছেড়ে আমি দিবারাত্র এই রোগীকে দেখবো এবং রোগীর অবস্থারও পরিবর্ত্তনের প্রতিও প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য রাখবো। রোগীর সেবা ও শুশ্রূষার ভার আমি নিজের হাতেই নিলাম। চেষ্টার ত্রুটি করবো না। অত উতলা হবেন না। আপনি উঠুন—পা ছেড়ে দিন।”

“আগে বলুন, আমার হাতের নোয়া বজায় থাকবে—তবে আমি পা ছাড়বো, তা না হ’লে এইখানেই আত্মহত্যা করব?”

যুবতীর এই কথাগুলি শুনিয়া মিস্ সেনার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি যুবতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

"ভগ্নি! আমার নিজের প্রাণ দিলে যদি আপনার স্বামী রক্ষা পান, ঈশ্বর শপথ বলছি, আমি তা' দিতেও কুণ্ঠিত হব না। এর অধিক আমি কি বলতে পারি?"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

"আচ্ছা, এখন যাই। কতকগুলি বিশেষ দরকারী কাজ আমার আছে। আমি সন্ধ্যার পরই আবার আসবো। আমি যখন রোগীর নিকট প্রায় দিনরাতই থাকবো, তখন আপনার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নাই।"

"আপনি যত ফী (fee) চান, আমি দিব। আপনি অবলাকে দয়া করুন।"

মিস্ সেনা ফি (fee)এর কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেশ ত। ফি (fee)এর কথা এখন থাক। আগে দিন আসুক, তার পর আমায় পুরস্কার দিবেন।"

এই বলিয়া মিস্ সেনা চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মলিনার সহিত সুধাংশুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে আজ প্রায় ৭।৮ বৎসরের কথা। সুধাংশুমোহন ডগ্‌লাস সাহেবের অনুগ্রহে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টে একাউণ্ট্যাণ্টের পদ পাইয়াছেন। তিনি এখন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। বেতন উপস্থিত ৮০০৲ টাকা। তাঁহাকে প্রায়ই সিমলা ও লাহোরে থাকিতে হয়। জনার্দ্দনবাবু পেনসন লইয়া সপরিবারে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া লাহোরেই থাকেন।

জমিদার নরেন্দ্রনাথ নিজ কন্যার বিবাহের পর সরযূবালাকে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া ও তাঁহার যুক্তি ও কারণ দেখাইয়া একখানি পত্র লিখেন। তাহাতে সুধাংশুর কোন দোষ দেন নাই। বরং তাঁহাকে সমর্থন করিয়া এবং সমাজ-শাসনের জন্য ও তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষার জন্য তিনিই একপ্রকার জোর করিয়া নিজ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন, ইহাও পত্রে প্রকাশ করেন। সুধাংশুর যে এই বিবাহে আদৌ মত ছিল না, এ কথা লিখিতেও বিস্মৃত হন নাই। সঙ্গে সঙ্গে সরযূবালাকে সুধাংশুমোহনের আশা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন সুপাত্র চেষ্টা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং সেই বিষয়ে সাহায্য করিবার মানসে তিনি স্বয়ং সেই

পত্রের সহিত ত্রিশ হাজার টাকার একখানি চেক 'ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলে'র উপর কাটিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া সরযূ ক্ষোভে ও অভিমানে প্রথমে কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথকে সহস্র ধন্যবাদসহ সেই চেকখানি ফিরাইয়া দিলেন। সরযূবালা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'একি হইল? পুরুষ এতটা স্বার্থপর হইতে পারে? সুধাংশু-মোহন কি তাহাকে ভুলিতে পারেন। এ যে স্বপ্নের অগোচর! তিনি জানিতেন যে পুরুষ বলবান ও রমণী সহজেই দুর্ব্বল। জগতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার হয় বটে, প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল প্রপীড়িত হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সুধাংশুমোহন কি তাহার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে পারেন? এও কি সম্ভব? সুধাংশুমোহন অবিশ্বাসী! এ যে ধারণাতীত কল্পনাতীত। তাঁহার প্রাণের সুধাংশু তাঁহার প্রতি এরূপ অনাদর বা এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, একথা তিনি ভাবিতে পারিলেন না—তিনি ভাবিতে ইচ্ছাও করিলেন না। মনকে বুঝাইলেন, "না, নিশ্চয়ই সুধাংশুর কোন অপরাধ নাই, অপরাধ তাঁর স্বার্থপর পিতা মাতার, অপরাধ—নির্ম্মম সমাজের। পিতা-মাতার অত্যাচারে, সমাজের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া সুধাংশু এরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল তাই যদি হয় তাহা হইলে সুধাংশুমোহন একদিন একটীবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একথা জানাইলেন না কেন? সুধাংশুমোহনকে আমার

অদেয় এমন কি ছিল ? মলিনার সহিত বিবাহের সম্মতি দেওয়া ত তুচ্ছ কথা। সুধাংশুমোহন ! আমি যে তোমার সুখের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমি যে তোমাকে ভালবাসিয়াই সুখী। দেবতা ভাবিয়া তোমার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া নিভৃতে দিবা রাত্রি তোমার পূজা করিতে পাইলে যে আমি নিজের জীবন ধন্য মনে করি। নীচ প্রতিদানের আশা ত কখনই রাখি না। তুমি কি এত দিনেও সে ভালবাসা বুঝলে না ?” হায় বালিকা ! কে বুঝিবে ?

সরযূবালার দাদামহাশয় আজ ছয় বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। প্রতুলচন্দ্র আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনসেফী পদ লইয়া সরকারী কার্য্যে নিবুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন ও মাতা ও বধূকে সঙ্গে লইয়া নূতন সংসার পাতিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধ দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পর সরযূবালা মনে মনে সংকল্প করিলেন যে এ জীবনে সুধাংশুই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র বন্ধন ছিল। সুধাংশুই একমাত্র হৃদয়ের আলো ছিল। যখন সেই সুধাংশু আর হৃদয়াকাশে উদিত হইবে না, তখন প্রাণে শুধু ঘোর অন্ধকার লইয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন। এক একবার ভাবিতেন—এ লক্ষ্য শূন্য আশা শূন্য প্রাণের অবসান করি না কেন ? ইহার আবশ্যকতা কি ? ইহার সার্থকতা কি ? মরুভূমির তীব্র জ্বালা বুকে লইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা গঙ্গার শীতল জলে এ জ্বালা নির্ব্বাপিত করা ভাল নয় কি ? আবার

ভাবিতেন—"জীবনটা নষ্ট করা ত অতি তুচ্ছ কথা। যে দিন মনে করিব সেই দিনই ত প্রাণের বোঝা নামাইতে পারিব।—সেইদিনই ত এ মাটির ভাণ্ড ভাঙ্গিতে পারির। তবে এত ব্যস্ত কেন? দেখা যাউক জীবন সংগ্রামে একাকিনী যুদ্ধ করিতে পারি কি না? একবার দেহ হইতে জীবন বায়ু বহির্গত হইলে তার ত ফিরিয়া আসিবে না। তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? এ জীবন যদি আমার উপাস্য দেবতার পূজায় বলি দিতে পারি তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর জীবনের সাফল্য অধিক কি হইতে পারে?"

সরযূ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর কলিকাতার বাড়ি, হুগলীর বাগান, কোম্পানীর কাগজ বিষয় বিভব সরকার কালিচরণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ও আয় ব্যয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পাঞ্জাব মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে যান। সেখানে সরযূ মিস্ সেনা নামে পরিচিত হন, এবং নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় নিয়মিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শেষ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে পাঞ্জাব লেডি হাঁসপাতালের কর্ত্রীস্বরূপ নিযুক্ত করেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরযূ চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যশস্বিনী হইয়া উঠেন। বড় বড় কঠিন ব্যায়রামে তাঁহার ডাক হইয়া থাকে ও তাঁহার কার্য্য কুশলতা দেখিয়া বড় বড় সিভিল সার্জ্জেনও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুধাংশুমোহন হঠাৎ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রথম প্রথম তথাকার ছোট থাটো অনেক ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন—কিন্তু তাহারা কিছু করিতে পারিলেন না। মিস্ সেনা তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নিজেই রোগীর ভার গ্রহণ করিলেন। কেবল সিভিল সার্জ্জেন মধ্যে মধ্যে আসিয়া যুক্তি পরামর্শ দিয়া যাইতেন। কিন্তু মিস্ সেনার চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া একদিন সিভিল সার্জ্জেন যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া গেলেন যে, তাঁহার আর আসিবার আবশ্যক হইবে না। রোগীকে মিস্ সেনার চিকিৎসাধীনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। মিস সেনার অপেক্ষা তিনি বিশেষ কিছু নূতন উপায়ে চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে পাঠকগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে জ্ঞাত হইয়াছেন।

সুধাংশুমোহনের চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করার পর হইতে সরযূর আর আহার নাই—নিদ্রা নাই। সর্ব্বদা মলিনার সঙ্গে থাকিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া রোগীর সেবা করিতেছেন। মলিনা চিকিৎসাশাস্ত্রে অপটু। রোগের ভাল মন্দ কিছু বোঝে না। কেবল কাঁদিয়াই অস্থির। সুতরাং তাঁহাকে সব সময় রোগীর কাছে আসিতে দেন না। নিজেই অনবরত রোগীর কাছে থাকিয়া কথন: কোন লক্ষণটী ভাল হইতেছে—

কোন লক্ষণটী মন্দ হইতেছে—কোনটির দ্বারা সুফল হইবে কোনটির দ্বারা কুফলের সম্ভাবনা তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন। কখন তাঁহার মুখমণ্ডল আশায় উৎফুল্ল হইতেছে—কখন আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইতেছে। তাহার এরূপ নিঃস্বার্থপরতা ও এরূপ যত্ন দেখিয়া সুধাংশুমোহনের মাতা, জনার্দ্দন, নরেন্দ্রনাথ সকলেই তাঁহাকে এক বাক্যে শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুধাংশুমোহনের যখন মাঝে মাঝে জ্ঞান হইত তখন তিনি তাঁহার রোগ শয্যার পার্শ্বে বহুদিনের পরিচিত সুন্দর মুখ দেখিতে পাইতেন। সে মুখ যেন সেই পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা সরযূর! সে সুন্দর মুখখানি যেন তাহার মুখের দিকে সদাই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত—কখন কখন সেই ভাসা ভাসা চোখে দু'এক ফোঁটা জলও দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বেশীক্ষণ জ্ঞান থাকিত না। হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া যাইত—আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কোন কোন দিন স্বপ্নের ন্যায় দেখিতেন যেন তাঁহার মনোগ্রাম যুক্ত ব্রূচে ছোট সোনার ঘড়িটী মিস্ সেনার বুকে ঝুলিতেছে। কোন দিন মনে হইত তাহার প্রদত্ত হীরক অঙ্গুরিটী মিস্ সেনার বাম হস্তের অঙ্গুলির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হইত। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিতেন না। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতেন। কি বলিতে যাইতেন কিন্তু কিছু বলিতে পারিতেন না। ওষ্ঠাধর একবার কাঁপিয়া থামিয়া যাইত।

দেখিতে দেখিতে প্রায় ৪১ দিন কাটিয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায়

এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে সুধাংশুমোহন দিনে দিনে সুস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে বিকার কাটিয়া গেল। যতই রোগীর অবস্থা ভাল হইতে লাগিল ততই মিস্ সেনা রোগীর নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন ও কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইলেন তখন একদিন মিস্ সেনা রোগীর ঔষধ ও পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া মলিনাকে ও সুধাংশু-মোহনের পিতামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আর আমার থাকবার আবশ্যকতা নেই। তবে মধ্যে মধ্যে আমি এসে সংবাদ নিয়ে যাবো। উপস্থিত রোগীর আর বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। একটু সাবধানে ও ধরাকাটে থাকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন।"

এই ২০।২৫ দিন মলিনার সহিত প্রায় দিবারাত্র একত্রে বাসহেতু ও তাঁহার স্বামীর প্রতি আন্তরিক যত্ন পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করিবার কারণ মিস্ সেনার প্রতি মলিনার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভাল-বাসা জন্মিয়াছিল। তাই আজ বিদায় দিবার সময় মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিল—

"ভগ্নি! তোমার ঋণ আমি কি দিয়ে পরিশোধ করব? আমার এ জগতে যা কিছু আছে তা দিলেও—এমন কি আমার নিজের জীবন দিলেও তোমার উপকারের প্রতিশোধ হবে না।" মিস্ সেনা মনে মনে কহিলেন—"হায় বালিকা! কাহার জন্য ও কেন করিয়াছি তাহা তুমি কি বুঝিবে?" কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন "প্রতিদান পা'ব ব'লে আসি নাই, ভাই! তোমাকে আমি—কি

জানি কেন—ভগ্নির মত স্নেহের চক্ষে দেখি। তোমার স্বামী পীড়িত, তাই যথাসাধ্য চিকিৎসা করেছি।"

'তোমার স্বামী' কথাটি উচ্চারণ করিতে গিয়া মিস্ সেনার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। মলিনা কিছু বুঝিতে পারিল না। তার পর একটু থামিয়া মিস্ সেনা আবার বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন, এর চেয়ে আর সুখের বিষয় কি আছে? এতে প্রতিদান বা পুরস্কারের কথা তুলো না তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে। তুমি যে নিজের প্রাণপাত করে এত পরিশ্রম করলে অর্থের দ্বারা তার পুরস্কার হতে পারে কি? না, তাই নিতে পার?

"তোমার উচ্চ হৃদয়ের উপযুক্ত কথা বটে। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করবেন। তবে আর দুচার দিন এ বাড়িতে থেকে গেলে ভাল হ'ত। আমার স্বামী বেশ সুস্থ হলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতুম—কতটা স্বার্থত্যাগ করে তুমি তাঁকে এযাত্রা রক্ষা করেছ।"

"না। তার দরকার নেই। আমি কি করেছি, বোন? কিছুই না। তবে তোমার যদি কিছু বলবার থাকে, তুমি নিজেই তাঁকে বলো। আমার আর থাকবার কোন আবশ্যকতা নেই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। যদি রোগীর জন্য বেশীদিন থাকা আবশ্যক বোধ করতাম, তাহলে বিনা অনুরোধেই থাকতাম। যাহাহউক, আশা করি—এ সৌহৃদ্য কখন ভুলবে না। আমি আবার দেখাশুনা করব। তার জন্য ভাবনা কি?" এই বলিয়া মিস্ সেনা স্নেহ ভরে মলিনার মুখে স্নেহ ভরে একটি চুম্বন করিলেন। যাইবার সময় শুধু এই বলিলেন—"তোমার স্বামীকে আরোগ্য

ক'রে তোমাকেই দিয়ে চললাম। তোমাকে সুখী করতে পেরেছি এ অপেক্ষা আমার অন্য পুরস্কার কি আছে ?" মিস্ সেনা বহুচেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের আবেগ থামাইতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ড বহিয়া দুচারি বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। মলিনা অবাক হইয়া রহিল। ভাবিল—"এতটা স্বার্থত্যাগ মানুষে করতে পারে ? মিস্ সেনা মানবী না দেবী ?"

সুধাংশুমোহন সুস্থ হইলেন বটে। কিন্তু মনের সুস্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া সকলের মুখে মিস্ সেনার সুখ্যাতি শুনিয়া ভাবিলেন—মিস সেনা কে ? সে কি সরযু ? ঠিক তারই মত মুখ ! নিশ্চয়ই মিস্ সেনা সরযূ ভিন্ন অন্য কেহ নয়। সরযূ না হ'লে এত গুণ কার ? আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—জল বিন্দু গ্রহণ না ক'রে—কে এরূপ ভাবে সতৃষ্ণ নয়নে রোগীর নিকট ব'সে থাকে ? স্বপ্নের মত মনে হয় দু এক দিন তার চোখে জলও ছিল। রোগীর জন্য ডাক্তারের চোখে জল কেন ? এ নিশ্চয় আমার সরযূ।

সুধাংশুমোহন যতই এ বিষয় ভাবিতেন ততই মিস্ সেনা যে তাহার সরযূ সে বিষয়ে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাতে সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে দেখা ও ঔষধ প্রদান করা মিস্ সেনার একটি দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এ জন্য তিনি বহির্ব্বাটিতে—একটি সুপ্রশস্ত হলে—একটি ডিস্পেন্সরি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও তাহার কার্য্য করিবার জন্য দুইজন কম্পাউণ্ডার ও দুইটি ভৃত্য পৃথকভাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কয়দিন সুধাংশুমোহনের চিকিৎসা লইয়া মিস্ সেনা বড়ই ব্যস্ত থাকায় এই প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্যটুকু সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলে সমাধা করিতে পারেন নাই। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সুধাংশু-মোহনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন মিস্ সেনা ডিস্পেন্সারীতে আসিয়া বসিলেন, তখন দেখেন গৃহটি লোকে লোকারণ্য। সকলকেই যত্ন সহকারে দেখিতে ও ব্যবস্থা এবং ঔষধাদি প্রদান করিতে তাঁহার অনেক বেলা হইল। তিনি কয়দিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া সেদিন আর অন্য কার্য্য করিবেন না ভাবিয়া অন্দরে আসিয়া আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবেন স্থির করিলেন। আহারাদির পর সবে মাত্র বিশ্রামের জন্য শয়ন করিয়াছেন এমন সময়ে মিস্ মোরিনো নাম্নী একটি ইংরাজ মহিলা তাঁহার দর্শন প্রার্থী হইলেন। হঠাৎ একজন অপরিচিতা রমণী কেন আসিলেন জানিবার জন্য নিজের শান্তির ব্যাঘাত

করিয়াও তাঁহাকে অন্দরে আসিতে অনুমতি দিলেন। মিস্ মোরিনো আসিয়াই বলিলেন—

"আপনার সহিত আমার আলাপ নাই বটে, কিন্তু আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার নাম মিস্ আর্থার মোরিনো। আমি এখানকার জানানা মিসনের সেক্রেটারী।"

"আপনি আমার বাড়ীতে আজ পদধূলি দিয়া আমায় কৃতার্থ করিলেন। আপনাকে দেখিয়া ও আপনার সহিত আজ পরিচিত হইয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। বলুন, আপনার বক্তব্য কি।"

"এবার পাঞ্জাবে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বহুদিন এদেশে সেরূপ হয় নাই। শত শতলোক অনাহারে মরিতেছে, কেহ কেহ অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে। লাহোরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলির দিকে চাহিলে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনার হৃদয় উচ্চ, আপনি দয়ালু ও পরোপকারী। আপনার বদান্যতা ও উদারতার বিষয় আমি শুনিয়াছি। সেই জন্য কিছু ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি। আমাদের স্কটিস্ চর্চ্চ (Scottish Church) এ বিষয়ে যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা এ বিপদে বড় সামান্য। কাজেই আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পরোপকার করিতে ব্রতী হইয়াছি।" এই বলিয়া মিস্ মোরিনো কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ স্বরূপ চাঁদার হিসাব, এষ্টিমেট্ প্রভৃতি মিস্ সেনাকে দেখাইতে লাগিলেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মিস্ সেনা বলিলেন—

"আপনাদের খুব সাধু সংকল্প বটে। আপনি যখন আসিয়াছেন তখন আমার সামর্থ্য মত আমি কিছু সাহায্য করিব। কিন্তু মিস্ মোরিনো, আমি বড়ই সামান্য লোক। চারিদিকে চাহিলে শুধু জগৎ জোড়া হাহাকার, শুধু দুঃখ কষ্ট, শুধু দীন দরিদ্রের করুণ কাতরধ্বনি, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ইহা ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। যাঁহারা সামর্থ্যবান তাঁহারা সকলেই ভোগ বিলাস আমোদ ও নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত আছে। নিজেদের এতটুকু সুখ ভোগের জন্য—এতটুকু স্বার্থের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু আপনাদের ভাই ভগ্নীদের বড় বড় অভাবের দিকে লক্ষ্য করেন না—তাঁহাদের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হয় না। এ পরিতাপ রাখিবার স্থান নাই।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার দাসী শান্তাকে দিয়া তাঁহার পাঞ্জাবী সরকার শিওশঙ্করকে চাঁদার খাতা লইয়া ভিতরে আসিতে আদেশ করিলেন।

মিস্ মোরিনো উত্তর করিলেন—"আপনার মত উচ্চ হৃদয় যদি সকলের হইত তাহা হইলে জগতের দুঃখ থাকিত না।"

"দেখুন মিস্ মোরিনো! এক এক সময়ে জগতের দুঃখ ও অত্যাচার দেখিয়া মনে হয় যে এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বনচরদের সহিত বাস করি। মনে হয় সাধু সন্ন্যাসীরাই প্রকৃতই সুখী। জগৎ কুটিলতায় পূর্ণ। বিধাতার অভিসম্পাৎ ত আছেই, তাহার উপর মানব মানবের প্রতি যে

কি অত্যাচার ও অবিচার করে, তাহা ভাবিতে গেলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ক্রন্দনের রোল। আমার মত সামান্য অবলা এ দুঃখ সাগরে কি করিতে পারে? তবে কুবেরের মত যদি ঐশ্বর্য্য থাকিত, সম্রাটের মত যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় দীন দরিদ্রের কতকটা দুঃখ দূর করিতে পারিতাম।"

"মিস সেনা! বিন্দু বিন্দু বারি সমষ্টি লইয়াই সাগরের সৃষ্টি। যদি সকলেই আপনার মত উদার হয়, তাহা হইলে জগতে দুঃখ থাকে না। মানব যদি ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, আত্মাভিমান ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে তাহা হইলে জগতের দুঃখ অনেক কমিয়া যায়।"

এই সময়ে শিওশঙ্কর আসিয়া পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইল। মিস্ সেনা তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন। ভিতরে আসিলে পর মিস্ সেনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মাসে কাহাকে কত টাকা দিবার কথা আছে?"

তখন সরকার খাতা খুলিয়া বলিলেন—

"এ মাসে এখানে কোন চাঁদা দিবার কথা নেই। তবে কলিকাতার সরকার কালিচরণ বাবুর আবেদন মত আপনি গোপালপুরের রতন মুখুয্যের কন্যার বিবাহে ২৫০ টাকা দিবার হুকুম দিয়েছেন। এ ছাড়া এমাসে আর অন্য দান নেই।"

ইহা শুনিয়া মিস্ সেনা বলিলেন—

"আচ্ছা, তুমি মিস্, মোরিনোর নামে লাহোর ব্যাঙ্কের

উপর একখানি ১০০ টাকার চেক লিখে শান্তার হাতে আমায় এখনি পাঠিয়ে দাও।” এই বলিয়া চেক বহিখানি নিজ ক্যাস বাকস্ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন।

“যথা আজ্ঞা” বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক শিওশঙ্কর চলিয়া গেল। শান্তাও সঙ্গে সঙ্গে আফিস ঘরে গেল।

তখন মিস্ মোরিনো একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

“আপনার অমায়িক প্রাণ! আপনি একজন উপযুক্ত চিকিৎসক। প্রকৃতই আপনি উচ্চ প্রকৃতির রমণী। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

“সে কি কথা? বলুন না, আপনি এত কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?”

“মিস্ সেনা! আপনি বিবাহ করেন না কেন? আপনার মত বিদুষী উন্নত হৃদয়া রমণী এ সংসারে অতি বিরল। আপনি প্রকৃত সংসারী হইলে জগতের অনেক উপকার হয়।”

মিস্ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন “আপনাকে কে বলিল আমি বিবাহ করি নাই?”

“ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার নামের পূর্ব্বে ‘মিস্’ শব্দটি আছে বলিয়া এইরূপ মনে করিয়াছি। কোন অপরাধ লইবেন না।”

উদাস ভাবে মিস্ সেনা বলিলেন—“না, আপনার অপরাধ কি।”

"তবে কি আপনাদের ডাইভোর্স (divorce) হইয়াছে? তাহা হইলেও আপনি ত পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন। আপনাদের ত বিধবা বিবাহ কোন বাধা নাই।"

পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া মিস্ সেনার চক্ষু ছল ছল ভাব ধারণ করিল। মিস্ মোরিনো একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন—

"আপনার প্রাণে কোনরূপ আঘাত দিলাম?"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মিস্ সেনা পুনরায় বলিলেন— "না, আপনি প্রাণে আঘাত দিবেন কেন?"

মিস্ মোরিনো এ বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন হয় ত মিস্ সেনার জীবন কাহিনী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার বাধা থাকিতে পারে। এই জন্য মিস্ মোরিনো এই স্থানে ক্ষান্ত হইলেন।

ঠিক এই সময়ে বহির্ব্বাটিতে একটি বালিকার উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হইল। একটু মনোযোগ সহকারে মিস্ সেনা সেই স্বর শুনিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দ্বারবান বলিতেছে—

"এখন দেখা করবার সময় নয়। বৈকালে, না নয় কাল সকালে আসিস। এখন দেখা হবে না।"

বালিকা উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো

দ্বারবানজি! তোমার পায়ে পড়ি। আমায় যেতে দাও। আমাদের কেউ নেই। সেনা মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা না হ'লে আমার বাবা এখনি মারা যাবে।"

তাহার কথায় দ্বারবান হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল—"মেম সাহেব এখন ঘুমুচ্চে। আমরা আরাম করছি। তুই কোথাকার ছুকরি এসে একটা ঝামেলা বাঁধাচ্ছিস্। যা পালা। ফের গোলমাল করবি ত পাহারাওয়ালা ডেকে দেব।"

"দ্বারবানজি, তুমি পাহারাওয়ালা ডেকো না। আমার বাবার বড় অসুখ। তোমার একটু দয়া হয় না। আমরা বড় গরিব। সেনা মেম সাহেবের নাম শুনে মা আমায় এখানে পাঠিয়েছে। আমি সকাল থেকে কিছু না খেয়ে এসেছি। ছেলে মানুষ আমি—অনেক খুঁজে খুঁজে মেম সাহেবের বাড়ি বার করেছি, তুমি একটিবার খবর দাও। আমি একবার দেখা করবো। তা না হ'লে বাবা বাঁচবে না।" বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

মিস্ সেনা গৃহের গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া সমস্ত শুনিতে-ছিলেন। যখন বালিকার শেষ কথাগুলি তাঁহার কর্ণ গোচর হইল তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মিস্ মোরিনোর নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভৃত্য বা শাস্তার অপেক্ষা না করিয়া বরাবর একেবারে সবেগে সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বারবান তখন ফটকের নিকট নিজের ক্ষুদ্র ঘরের দাওয়ার

উপর একখানি চারিপায়ায় শুইয়া তামাকু সেবন করিতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে উপরোক্ত ভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সকলের শান্তিভঙ্গ করিতেছিল। এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জনেরও বিশেষ কারণ ছিল। দ্বারবানজি সবেমাত্র আহারাদি সমাপন করিয়া একটু আরাম করিতেছে। এমন অসময়ে একটা সামান্য বালিকা কোথা হইতে আসিয়া একটা বিশেষ উপদ্রব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই তাহাকে ফটক হইতেই বিদায় দিবার চেষ্টা।

মিস্ সেনাকে দেখিয়াই দ্বারবানের অন্তরাত্মা দেহ পিঞ্জর ছাড়িবার উপক্রম করিল। দ্বারবান মনিব ঠাকুরুণকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া সাধের চারিপায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল।

মিস্ সেনা একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন—

"ভোলা সিং!"

"হুজুর।"

"এইরূপ ভাবে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজ করছো?"

ভোলা সিং নীরব। তাহার মনে হইল—ধরণী দ্বিধা হও, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।

মিস্ সেনা ধীরভাবে বলিলেন—

"তুমি কার হুকুমে ও কি কারণে এই বালিকার কথায় কর্ণপাৎ করনি? তোমাকে একটা কেরাণীর মাহিনা দিই। তুমি নিজের দায়ীত্ব বুঝে কাজ করতে পার না। কর্ম্মে প্রবৃত্তি না থাকে অবসর নাও।"

"হুজুর। দাসের অপরাধ মাপ হয়।"

"এ বালিকা কাঁদতে কাঁদতে বলছে তার পিতা মৃত্যু শয্যায়—সে সমস্ত দিন উপবাসী। আর তোমার শান্তির সামান্য ব্যাঘাত ঘটবে বলে তাকে কুকুর বিড়ালের মত তাড়িয়ে দিচ্ছ। নীচ পাষণ্ড তুমি। তোমার মত দুরাত্মার মুখ দেখলে পাপ হয়।"

ভোলা সিং তখন নিরুপায় হইয়া মিস্ সেনার চরণ সমীপে মাথা নীচু করিয়া লম্বা সেলাম দিয়া পুনরায় ক্ষমা চাহিল। মিস্ সেনা তখন বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে গা খুকী? কিসের জন্য আমার কাছে এসেছ? তুমি কাঁদছ কেন? ভয় কি? বল কিসের জন্য কাঁদছ?"

বালিকা তখন ও কাঁদিতেছিল। বালিকা তাঁহার কথায় একটু আশ্বস্ত হইল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—

"আপনিই কি সেনা মেম সাহেব?"

মিস্ সেনা হাসিয়া বলিলেন "হাঁ। আমিই সেনা মেম সাহেব। তুমি বল কি জন্য আমার কাছে এসেছ? তোমার নাম কি?"

"মেম সাহেব! আমার নাম হিরণ্ময়ী। আমরা এই সহরের একটু দূরে সমস্তীপুরে থাকি। আমর মা ও বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। আমাদের ভারী কষ্ট—দুবেলা হাঁড়ি চড়ে এমন অবস্থা নয়। তবু বাবা যাহ'ক করে আমাদের খাওয়াচ্ছিলেন। সমস্তীপুরে কলেরা ব্যায়রাম হয়েছে আমার

বাবাকেও ঐ ব্যায়রাম ধরেছে। আজ সকাল থেকে তাঁর হাতে পায়ে খিল ধরছে। আমাদের ডাক্তার আনবার ক্ষমতা নেই। ঘটি বাটি যা ছিল তা বাঁধা দিয়ে মা কাল রাত অবধি ডাক্তার দেখিয়েছেন। আজ আর কোন উপায় নেই দেখে পাড়ার একজন লোক আপনার নাম ব'লে দিয়েছে। তাই মা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে। আর ব'লে দিয়েছে যদি আপনি দয়া না করেন তা হ'লে বাবা বাঁচবে না।"

বালিকাটির বয়স অনুমান ১১।১২ বৎসর। কোন বাঙ্গালী গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়। মিস্ সেনা এইরূপ কথাবার্তায় নিযুক্ত দেখিয়া মিস্ মেরিনো তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে শিউ শঙ্কর চেকখানি প্রস্তুত করিয়া আনিল। মিস্ সেনা তাহাতে সহি করিয়া দিয়া বলিলেন—"মিস্ মোরিনো! আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি একটু ব্যস্ত আছি। আপনার সহিত অধিক আলাপ করিবার সময় এখন নাই। কিছু মনে করিবেন না। এই ক্ষুদ্র দানটুকু গ্রহণ করুন।" এই:বলিয়া চেকখানি তাঁহার হাতে দিলেন। চেকখানি হাতে লইয়া মিস্ মোরিনো বলিলেন—

"এই ১০০৲ টাকা দরিদ্রের ১০০ মোহর। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন। আমি অন্য সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার মত পবিত্র রমণীর সংস্পর্শে আমি নিজে পবিত্র হইব।"

নম্রতা সহকারে মিস্‌ সেনা উত্তর দিলেন—

"আমায় লজ্জা দিবেন না। আর আমার এই ক্ষুদ্র দানটির বিষয় কোনরূপ সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করিবেন না।"

তারপর মিস্‌ মোরিনো মিস্‌ সেনার সহিত করমর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাহার মহৎ অন্তঃকরণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিদায় হইলেন।

তখন মিস্‌ সেনা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কখন বেরিয়েছ?"

"আমি ৮।৯টার সময় বেরিয়েছি। আমি রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এসেছি।"

"তুমি কিছু খাওনি?"

"না।"

মিস্‌ সেনা তৎক্ষণাৎ বালিকার জন্য শান্তাকে কিছু জল খাবার আনিতে আদেশ দিলেন এবং কোচম্যানকে গাড়ি আনিবার জন্য ভোলা সিংকে পাঠাইলেন। যে অনর্থে বাধা দিবার জন্য ভোলা সিংএর এত আস্ফালন এত হুঙ্কার, অদৃষ্ট দোষে সেই অনর্থই ঘটিল। সাধের চারি পায়ায় শয়ন করিয়া আজ আর তাহাকে আরাম করিতে হইল না।

শান্তা খাবার আনিবার আয়োজন করিতেছে দেখিয়া বালিকা বলিল—

"মেম স্যাহেব! আমার জন্য খাবার আনতে দেবার দরকার

নেই। আমার বাবা যাতে ভাল হয় আপনাকে তাই করতে হবে। আপনি না দেখলে আজ আমরা পথে বসবো। আপনি দয়া করে একবার চলুন।" এই বলিয়া বালিকা মিস্ সেনার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মিস্ সেনা তখনি তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

"আমি এখনি যাচ্ছি। গাড়ি আসুক। ততক্ষণ তুমি কিছু খেয়ে নাও। আমি তোমার বাবাকে ভাল করে দিব।" এই কথাগুলি শুনিয়া বালিকার হতাশ প্রাণে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। বালিকা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"বল, মেম সাহেব! বাবা ভাল হবে ত? আমাদের কেউ নেই। বল, ভাল হবে ত?"

বালিকার কাতরতা দেখিয়া মিস্ সেনা প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন—"কেন মা, তোমাদের কেউ নেই? ভয় কি? যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। তুমি শান্ত হ'ও—কেঁদ না। আমি এখনি ভিতর থেকে এসে তোমার বাবাকে দেখতে যাবো।"

তারপর মিস্ সেনা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ভগবান! করুণাময়! এই কি তোমার পুত্র কন্যার প্রতি করুণা? কি পাপে এই নিরীহ বালিকার প্রাণে এত কষ্ট? প্রভু! তোমার বিধি অলঙ্ঘ্য। ভবিষ্যৎ অন্ধ আমরা—আমরা তোমার মহত্ব বুঝিতে পারি না।"

তৎক্ষণাৎ মিস্ সেনা একজন কম্পাউণ্ডারকে সংবাদ দিলেন। গোটাকতক বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ ও যন্ত্রাদি সঙ্গে লইতে আদেশ

করিলেন। শান্তা বালিকাটিকে খাওয়াইতে লাগিল। গাড়ি আসিতে একটু বিলম্ব আছে। ইত্যবসারে মিস্ সেনা নিজের পোষাক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তন করিতে ও নিজের আবশ্যকমত সামগ্রী গুলি সঙ্গে আনিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনতিবিলম্বে কোচমান গাড়ি লইয়া আসিল। মিস্ সেনা যত দ্রুত পারিলেন অন্দর হইতে পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে গম্ গম্ শব্দে আর একখানি জুড়ি আসিয়া তাঁহার দ্বারে লাগিল। গাড়ি আসিবামাত্র একজন দ্বারবান কোচবাক্স হইতে নামিল ও গাড়ির ভিতর হইতে একটি ভদ্রলোক নামিয়া আসিয়া মিস্ সেনাকে অভিবাদন করিলেন। মিস্ সেনা প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, তিনি লাহোরে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের কর্ম্মচারী। জমিদার মহাশয়ের পত্নীর পীড়া শঙ্কটাপন্ন; একারণ তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, রোগী সিভিল সার্জ্জেনের চিকিৎসাধীন আছেন। এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মিস্ সেনাকে নিযুক্ত করিতে আসিয়াছেন। মিস্ সেনা উত্তরে ক্ষমা চাহিয়া জানাইলেন যে উপস্থিত তিনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না। তবে পরদিন চেষ্টা করিতে পারেন। ভদ্রলোকটি বিশেষ চেষ্টা, অনুরোধ ও যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখান সত্ত্বে যখন মিস্ সেনাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না তখন অগত্যা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তখন মিস্ সেনা, কম্পাউণ্ডারও শাস্তা সেই বালিকাটির সহিত

তাহার পিতাকে দেখিতে যাত্রা করিলেন। মিস্ সেনা কোচমানকে দ্রুত গাড়ি হাঁকাইবার আদেশ দিলেন। গাড়িখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্তীপুরে সেই বালিকাটির বাড়ি পৌঁছিল। লাহোর সহরের সন্নিকটেই সমস্তীপুর গ্রাম। ইহা একটি ক্ষুদ্র পল্লী। কতকগুলি গরিবলোক ও শ্রমজীবি এইখানেই থাকে। পল্লীটিকে দেখিলেই অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়। পয়োপ্রণালীর ভাল বন্দোবস্ত নাই এবং তদুপরি চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা ও জঙ্গালে পরিপূর্ণ। এ বৎসর সেখানে কলেরা মড়করূপে দেখা দিয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র একতালা সেঁতসেঁতে ছোট বাড়ি ভাড়া লইয়া হিরণ্ময়ীর পিতা তথায় সপরিবারে বাস করেন। বাড়ি পৌঁছিবামাত্র হিরণ্ময়ীর মাতা সজল নয়নে মিস্ সেনার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—

"সাক্ষাৎ দয়ার মূর্ত্তিমতী মা আমার! আপনার সন্তানকে বাঁচিয়ে এই ক্ষুদ্র পরিবারটিকে রক্ষা করুন। আপনার নাম শুনে এই ক্ষুদ্র বালিকাটিকে নিতান্ত প্রাণের দায়ে আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম। আমাদের কেউ নাই।"

মিস্ সেনা এই রমণীর কাতরতা দেখিয়া বলিলেন—"আপনি অত উতলা হবেন না। পূর্ব্বে আমায় সংবাদ দিলে আরও ভাল হ'ত। যা হ'ক আমি রোগীকে এখনি দেখতে চাই। আপনার মেয়ের মুখে রোগীর অবস্থা যেমন শুনলাম তা'তে তাঁর আশু চিকিৎসা আবশ্যক।"

"ভিতরে চলুন"—এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর মাতা মিস্ সেনাকে

তাঁহার রুগ্ন স্বামীর শয্যা পার্শ্বে লইয়া গেলেন। রোগীকে দেখিয়া মিস্ সেনা বুঝিলেন যে রোগীর অবস্থা বড়ই শঙ্কটাপন্ন। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ওষধাদি প্রয়োগ করিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে রোগীর সমস্ত লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল তাঁহার অন্য কোন দিকে লক্ষ্য ছিলনা। কোন কথা না বলিয়া কেবল মধ্যে মধ্যে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিলেন ও দুই একটি ঔষধ চামড়া ফুঁড়িয়া পিচকারীর সাহায্যে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ক্রমে রোগীর অবস্থা একটু ভাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নাড়ীর অবস্থাও একটু ভাল হইল। হস্তপদে যে খাল ধরিতেছিল তাহা সারিয়া গেল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া হিরণ্ময়ী আবেগভরে মিস্ সেনাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"মেম সাহেব! আমার বাবা ভাল হবে ত?"

"হবে বৈ কি মা, ভয় কি?"

এই উত্তর শুনিয়া বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখনই তাহার মাতার নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিল—

"মা, মেম সাহেব বলেছে—বাবা ভাল হবে! তুই আর কাঁদিস্ না।"

তখন হিরণ্ময়ীর মাতা বরফ ভাঙ্গিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মিস্ সেনা আসিবার সময় পথে রোগীর জন্য বরফ কিনিয়া আনিতে ভুলেন নাই। মাতা বালিকার কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন—"সবই মা শঙ্করীর কৃপা! তিনি

কি এমন দিন দেবেন, যে কর্ত্তা আবার ভাল হ'য়ে উঠে আমাদের সঙ্গে কথা ক'বেন।" মিস্ সেনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জানিতে পারিলেন যে, রোগীর বাড়ী শ্রীরামপুরে। লাহোর গবর্ণমেণ্ট প্রিন্টিংএ তিনি অল্প বেতনেই কর্ম্ম করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার কর্ম্মটুকু গিয়াছে। তিনি এখন একরকম বেকার বসিয়া আসিয়া আছেন। তবে সহরে ২।৪ জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা উপলক্ষে যে সমস্ত ইংরাজি পত্রাদি আসে তাহারই অনুবাদ করিয়া ও তাহাদের উত্তর লিখিয়া দিয়া মাসিক কিছু উপার্জ্জন করেন। তাহাতেই স্বামী স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার অতি দুঃখে কষ্টে দিন চলে। যাহা কিছু ছিল, উপস্থিত এই বিপদে সমস্তই বন্ধক দিয়া চিকিৎসা চলিতেছে। গত চারি মাসের বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন নাই। এ ছাড়া দুই তিনজন মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট চোটা সুদে কিছু ঋণও লইয়াছে। এই দুস্থ পরিবারের কথা শুনিয়া মিস্ সেনা বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন।

রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইতেছে দেখিয়া হিরণ্ময়ীর মাতা একটু আশ্বস্ত হইয়াছেন। এমন সময়ে সদরে কতকগুলি লোকের আগমন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। একজন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল—

"বাড়িতে কে আছ গা? প্যারীমোহন বাবু বাড়ি আছেন কি?"

"হীরে, যা ত মা! দেখতো—কর্ত্তাকে কে ডাকছে।" এই বলিয়া বালিকার মাতা তাহাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। বালিকা বাহিরে গিয়াই সবেগে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"মাগো! বাইরে পাহারাওয়ালা, জমাদার ও আরও অনেক লোক এসেছে। বলছে—বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"সে কি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ?"

মাত্র এই কথা বলিয়াছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন রোগীর গৃহের দরজার কাছে লাল পাগড়ীধারী ২।৩ জন আদালতের বেলিফ কর্ম্মচারী ও প্যারিমোহনের মহাজন ছোটে-লাল প্যারীমোহনকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। বাড়ির কর্ত্রীর সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও তিনি এত হতবুদ্ধি হইতেন না। তিনি যে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মিস্ সেনা সমস্তই দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি রোগী এ সমস্ত জানিতে পারেন, তাহা হইলে মানসিক চাঞ্চল্য-বশতঃ তাঁহার বিশেষ অপকারের সম্ভাবনা। তাই তিনি দরজার নিকট গিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনারা কি চান? কেন এখানে এসেছেন?" তখন বেলিফ জানাইল যে, ছোটেলাল প্যারিমোহনের নামে আদালত হইতে ৫১৷৷৹ টাকার ডিক্রী পাইয়াছে। সেই ডিক্রীর টাকা অনাদায় হেতু তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তাই তিনি প্যারীমোহনকে গ্রেপ্তার করিয়া পরোয়ানা জারী করিতে আসিয়াছেন।

মিস সেনা উত্তরে বুঝাইয়া দিলেন—যে আসামী মৃত্যুমুখে পতিত। এ সময়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা একান্ত অসম্ভব।

ইহা শুনিয়া মহাজন ছোটেলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উত্তর করিল—

"ও সব চালাকী। টাকা দিবার ভয়ে বদমায়েসি করে বিছানায় পড়ে আছে।" তৎপরে বেলিফকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"আপনি ও সব কথা শুনবেন না। চলুন ঘরের ভিতর চলুন—আসামী গ্রেপ্তার করুন।"

তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া লজ্জা ও সরমের মাথা খাইয়া মহাজন ছোটেলালের চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন—

"বাবা! তোমার একপয়সাও আমরা মারব না। আমরা স্বামী স্ত্রীতে গতর খাটিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করবো। তবে দেখছ ত আমাদের কি বিপদ। কর্ত্তা ভাল হ'ন—যেমন করে পারি আপনাদের টাকা আগে শোধ করব।"

কুসীদজীবি ছোটেলালের ইহাতেও দয়ার উদ্রেক হইল না। কর্কশকণ্ঠে বলিল—

"নে, নে মাগি! ন্যাকাপনা করতে হবে না! এতদিন হেটে হেঁটে পায়ের জুতো ৪ জোড়া ছিঁড়ে গেল, ভারি ত দিলেন? পরে আবার টাকা শোধ দিবেন?"

"বাবা, উপায় থাকলে কি আর এতদিন পড়ে থাকে? আর কিছু দিন সময় দাও যেমন করে পারি তোমার দেনা শোধ করবই। এ বিপদে গরিবদের উপর একটু দয়া কর।"

"না, না ও সব ছেঁদো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। আজ যদি মিনসে মারা যায় তা'হলে আমার টাকা দেবে কেরে, মাগি? ঘরে

দু'চার খানা যা বাসন কোসন ছিল তা ত আগে থাকতে সরিয়েছ, দেখছি। এবার একবার ট্রেনে চড়লেই ব্যস—কর্ম্ম ফরসা আর কি। তারপর আর ধরে কোন্ শালা! ও সব চালাকী খাটছে না, বাবা! হয় ৫১৷৷৹ টাকা দাও, তা নাহলে আমরা আসামী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবই।"

এই কথাগুলি শুনিয়া হিরণ্ময়ীর মাতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। ক্ষোভে অপমানে তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"মা শঙ্করি! এ কি করলি মা? আর আমি যে সহ্য করতে পারি না! আমার মৃত্যু দে মা!"

বালিকা হিরণ্ময়ী মাতার অসহায় অবস্থা ও তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া ও সুদখোর ছোটেলালের নৃশংসতা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার বাবাকে ধ'র না। তাহ'লে আমার বাবা এখনি মারা যাবে। ও মেম সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি ওদের এখান থেকে যেতে বল।"

দয়ার্দ্রচিত্ত মিস্ সেনা এই ব্যাপার দেখিয়া ও বালিকার কাতর ও করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুঃখে অধীর হইলেন। তখন বেলিফকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"আপনি নিজে প্রত্যক্ষ দেখছেন—আসামী কঠিন ব্যায়রামে শয্যাগত। এখন গ্রেপ্তার করা দূরে থাক্ বিশেষ গোলযোগ হ'লে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় আজ পরোয়ানা

জারী করা স্থগিত থাক বরং রোগী সুস্থ হলে আবার আসবেন।"

বেলিফ মিস্ সেনাকে চিনিত। সে ভদ্রভাবে উত্তর দিল—

"দেখুন, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আইনে বাধ্য। যদি পাওনাদার না ছাড়ে তা'হলে পরোয়ানা জারী না করলে আমি কর্ম্মচ্যুত হতে পারি অধিকন্তু আদালতের হুকুম তামিল না করার জন্য হয়ত দণ্ডবিধি আইনের মতে কিঞ্চিৎ দণ্ডেও দণ্ডিত হ'তে পারি।"

মিস্ সেনা ছোটলোক ছোটেলালকে কোন কথা বলা বা অনুরোধ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাই তৎক্ষণাৎ বেলিফকে বলিলেন—

"আচ্ছা! বেশী গোলমাল করবেন না। দেখি—আপনার ওয়ারেণ্ট, দেখি!"

বেলিফ ওয়ারেণ্টখানি বাহির করিয়া দেখাইল। মিস্ সেনা দেখিলেন যথার্থই ৫১॥০ টাকার জন্য প্যারিমোহনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের চেক বহি বাহির করিয়া ডিক্রীদার ছোটেলালের নামে ৫১॥০ টাকার একখানি চেক লাহোর ব্যাঙ্কের উপর কাটিলেন ও বেলিফের হস্তে উহা দিয়া দিলেন। দিবার সময় শুধু মনে মনে বলিলেন—"হায়রে মানুষ! হায়রে অর্থ!" বেলিফ চেকখানি ছোটেলালকে দিয়া দিল। ছোটেলাল চেকখানি পাইয়া বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিল—

"মশাই, এতে টাকা পাব ত?"

"চোপরাও বে-আদব, সয়তান! দূরহ! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস যদি বুঝতিস্ তাহালে এমন সয়তানি করতিস্ না।" বলিয়া বেলিফ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সব গোলমাল চুকিয়া গেল।

প্যারীমোহনের স্ত্রী এসব দেখিয়া অবাক। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—

"কে মা আপনি? তুমিই কি সাক্ষাৎ শঙ্করী! মানুষের প্রাণে ত এতটা করুণা থাকে না মা—মানুষ মানুষের জন্যে ত এতটা করে না, মা!

মিস্ সেনা শুধু বলিলেন—

"মানুষ মানুষের জন্যে অনেক করে, মা—আমি তার তুলনায় কিছুই করতে পারি না।"

"আপনি আজ যা উপকার করলেন—আমরা ত তার প্রতি-শোধ দিতে পারব না? কখন পারব এমন আশাও নাই।"

"আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আপনার স্বামী পীড়িত। আপনার হাতে এখন টাকা নাই, দেখছি। আমার হাতে আছে। তাই আমারই টাকা থেকে না হয় আপনাদের পাওনাদারকে মিটিয়ে দিলাম। তাতে আর বেশী কি করা হলো? যাক্, এ কথা ছেড়ে দিয়ে চলুন রোগী কি রকম আছে দেখে আসি।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে মিস্ সেনার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—

"আমি আর কি বলব—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।"

প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করিয়া তাহার

অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় মিস্ সেনা বিদায় লইলেন। পরদিন আবার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে আর ও ৪।৫ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া এবং রোগীর ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে দুই চারিটি উপদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হিরণ্ময়ীর হাতে নগদ ১০টি টাকা দিতে ভুলিলেন না। দিবার সময় বলিয়া দিলেন যে, যেন বালিকা তাহার মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া রোগীর জন্য উহা ব্যয় করে।

বিদায় কালে হিরণ্ময়ীর মাতা কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু বলিলেন—

"মা! আমরা বড় গরিব। পথের কাঙ্গালের চেয়ে আমরা দীন দরিদ্র। আমরা কি দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করবো তা জানি না।"

মিস্ সেনা শিষ্টাচার দেখাইয়া ২।১ টি কথা বলিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুধাংশুমোহন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি ৬ মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন—উদ্দেশ্য যাহাতে শরীরটি সম্পূর্ণ সারিয়া যায়। তিনি এই অবকাশ কালে মিস্ সেনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তদন্তে জানিতে পারিলেন যে, সহরের একপ্রান্তে একখানি ইংরাজি ধরনের বাংলোতে তিনি বাস করেন। কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত মেশেন না। বাহিরের লোকের গতিবিধি তাঁহার বাড়িতে নাই বলিলেও চলে। তবে ব্যবসার খাতিরে যদি কেহ আসেন, তাহা হইলে বহির্ব্বাটিতে তাঁহার পাঞ্জাবী সরকার শিওশঙ্করকে সংবাদ দিতে হয়। তাহার পর আগন্তুকের আসিবার কারণ শুনিয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলে তিনি তাঁহার বিশ্বাসী বেতন ভোগী ধাত্রী শান্তার দ্বারা কথার আদান প্রদান করেন। হঠাৎ আসিয়াই মিস্ সেনার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ এ পর্য্যন্ত কেহ পান না। যেখানেই চিকিৎসা করিতে যাইবার স্থির হয় সেই খানেই সেই ধাত্রী ও ভৃত্য সঙ্গে থাকে। লেডী হাঁস পাতালের কর্ত্রী স্বরূপ থাকিয়া যে বেতন পান তাহাতেই মিস্ সেনার সমস্ত খরচই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। তারপর স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগারও করেন। তবে তাহার প্রসার প্রতিপত্তির দিকে বিশেষ একটা লক্ষ্য ছিল না। দান, আর্ত্তের

সাহায্য, পরোপকার এই গুলিই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

দুই তিনদিন ধরিয়া মিস্ সেনার সহিত দেখা করিবার আশায় সুধাংশুমোহন তাঁহার বাংলোবাটী অবধি গিয়া ছিলেন কিন্তু অনেক আকিঞ্চন করিয়াও ভৃত্যদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই সুতরাং তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। আজ অনেক সাধ্য সাধনায় ও কাতর অনুনয় বিনয়ে তিনি ধাত্রীর হাতে একখানি কার্ড পাঠাইলেন। ধাত্রী জানাইল যে কার্ড দেওয়া বৃথা। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহার পূর্ব্বে বহুবার কার্ড পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—কার্ড প্রেরণ-কারীদের মধ্যে কেহই দেখা করিবার অনুমতি পান নাই। সুধাংশুমোহন উত্তরে জানাইলেন যে, মিস্ সেনা দেখা না করেন ক্ষতি নাই কিন্তু কার্ডখানি যেন তাঁহার নিজের হস্তে পৌঁছে। তাঁহার নিজ হস্তে কার্ড পৌঁছিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—তাঁহার অন্য কামনা নাই। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া ও কার্ড লইয়া যাওয়া কিছু গর্হিত কর্ম্ম নহে ভাবিয়া ধাত্রীটি কার্ডখানি ভিতরে লইয়া গেল। সুধাংশু গোপনে ধাত্রীর অনুসরণ করিলেন। এবিষয়ে ধাত্রী কিছুই জানিতে পারিল না। ধাত্রী মিস্ সেনার কক্ষের প্রবেশ-দ্বার খুলিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি খবর—শান্তা?" তখন মিস্ সেনা কি একখানা ডাক্তারি পুস্তক পাঠে নিবিষ্টা ছিলেন।

উত্তরে শান্তা বলিল—"আজ্ঞে,একজন বাঙ্গালী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমি তাঁহাকে বিশেষ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি বলিলেন যে, আপনি তাঁহাকে দেখা দিবার সুযোগ দেন বা না দেন তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে তাঁহার প্রদত্ত কার্ডখানি আপনার হস্তে পৌঁছিলেই তিনি কৃতার্থ হইবেন। এখন আপনি যেমন আদেশ করবেন সেই মতই কাজ করিব।" এই বলিয়া শান্তা কার্ডখানি মিস্ সেনার হস্তে দিল।

"কে সে বাঙ্গালী ?" এই বলিয়া মিস্ সেনা হাত বাড়াইয়া শান্তার নিকট হইতে কার্ডখানি লইলেন। মাত্র কার্ডখানি লইয়া উহা পাঠ করিতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ সুধাংশুমোহন বিনা অনুমতিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—

"আমার বে-আদবী মাপ করবেন। আমি বড়ই বিপন্ন হ'য়ে আপনার নিকট এসেছি। একদিন আপনি আমার জীবন দান করেছিলেন—আজ আমি তাহা অপেক্ষা বিপদগ্রস্থ। এ বিপদে আপনি আমায় না রক্ষা করলে আমি বাঁচবো না। আমার কথা গুলি বড় গোপনীয়।"

মিস্ সেনা সুধাংশুমোহনের এরূপ অনধিকার প্রবেশে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না বা মুখে কোন রাগের ভাব প্রকাশ করিলেন না! তবে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আপনি কি জানেন না যে, আমি কোন পুরুষের সহিত আমার বাটীতে সাক্ষাৎ করি না।"

"আজ্ঞে হাঁ, তা আমি জানি ও শুনেছি! কিন্তু সব নিয়মেরই

ব্যতিক্রম আছে। আমার বিশেষ বিপদ না হ'লে আপনার গৃহে আজ এরূপ চোরের মত প্রবেশ করতাম না।"

এদিকে ধাত্রী ভয়ে কাঁপিতেছিল। বুঝি তাহার কর্ম্মটুকু যায়। কিন্তু মিস্ সেনা তাহাকে কোনরূপ ভর্ৎসনা না করিয়া কেবল গৃহের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। শান্তা বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

তখন মিস্ সেনা সুধাংশুমোহনের বসিবার জন্য একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে আর একখানি চেয়ারে উপ-বেশন করিয়া সেইরূপ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"বলুন, এখানে ত কেউ নাই। এখন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার আগমনের কারণ বলতে পারেন।

সুধাংশুমোহন দেখিলেন সেই রূপ—সেই জ্যোতি—সেই ভাসা ভাসা চোখ—সেই গোলাপি রং—সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! শুধু প্রভেদ এই—যে সেই স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী এখন কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন আর সে টান নাই—সে চাঞ্চল্য নাই—এখন সে স্থির—গম্ভীর—প্রশান্ত। তথাপি সুধাংশুমোহনের একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন তাঁহারই দেওয়া ব্রূচ ঘড়ি টেবিলের উপর রহিয়াছে তখন তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তারপর আরও দেখিলেন মিস্ সেনার বামহস্তে একটী হীরক অঙ্গুরি রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সুধাংশুমোহন উঠিয়া তাহার নিকট আসিলেন এবং সেই অঙ্গুরিটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিস্ সেনা তাহাতে বাধা দিলেন না। সুধাংশুর কর-

স্পর্শে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কি যেন একটা তীব্র বেদনা বুকের উপর ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল—তাঁহার কথা বাহির হইল না। কেবল নিস্পন্দভাবে সুধাংশু-মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুধাংশুমোহন হঠাৎ তাঁহার অঙ্গুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সরযূর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—"সরযূ—সরযূ—আমায় ক্ষমা কর! আমি তোমার কাছে বড় অপরাধি—কিন্তু সে অপরাধের কি ক্ষমা নাই—সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? তুমি ক্ষমা না করিলে আমি জীবনে শান্তি পা'ব না। এ পাপের বোঝা নিয়ে—এ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করে আমি বাঁচতে পারব না—বোধ হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।" সুধাংশুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল—আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

সরযূর নীরব নীথর প্রাণে এতদিনের পরে আবার তরঙ্গ উঠিল। আবার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া প্রাণে দারুন আঘাত করিতে লাগিল। সেই ঘাত প্রতিঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর সুধাংশুমোহনের হাত ধরিয়া উঠাইয়া চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন "সুধাংশুমোহন! এতদিন পরে অভাগিনী সরযূবালাকে মনে পড়েছে? এতদিন পরে এ হত-ভাগিনীকে দেখতে আসবার অবকাশ হয়েছে?"

সুধাংশুমোহন সজলনয়নে তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "বল, আমার অপরাধের কি ক্ষমা নাই? বল, সরযূ, বল কি করলে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে? বিশ্বাসঘাতক দস্যু

তস্কর আমি—স্বার্থপর পাপী নরাধম আমি—আমি দেবীর মর্য্যাদা রাখতে পারি নাই। নিজের সুখের জন্য—নিজের স্বার্থের জন্য তোমার মত দেবীকে পদদলিত করেছি। তুমি আমায় দণ্ড দাও—শাস্তি দাও। তুমি আমায় যে শাস্তি দেবে আমি তাই মাথা পেতে নেব। সে ত শাস্তি নয়—সে যে শান্তি! বল তুমি স্বর্গের বালিকা! বল তুমি আমায় সে শাস্তি দেবে কিনা। দারুন মর্ম্মবেদনায় প্রাণ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—কিছুতেই জ্বালা নিভাতে পারছি না। তোমার কৃপাবারি ভিন্ন এ জ্বালা নিভবে না।"

"সুধাংশুমোহন, কেন এ অনুতাপ—কেন প্রাণে এ যাতনা?"

"আমি বড় অভাগা—আমি বড় পাপী! আমি তোমার কি না করেছি, সরযূ?"

"সুধাংশুমোহন! কিছুদিন পূর্ব্বে যদি এ কথাটা বুঝতে—কিছুদিন পূর্ব্বে যদি এ ধারণা তোমার হৃদয়ে উঠতো—তাহ'লে বোধ হয় একটি সরলা বালিকার হৃদয় আজ এরূপভাবে মরুভূমিতে পরিণত হ'ত না! তোমার কার্য্যের পরিণাম যে কতদূর, তা যদি একটু পূর্ব্বে ভাবতে, তা হলে সংসার কাননের অতি যত্নে ও সোহাগে বর্দ্ধিত একটি কুসুম কলিকা আজ শ্মশান ভস্মে পরিণত হ'ত না! তুমি কি রেখেছ সুধাংশুমোহন? অন্ধকার—শুধু ঘোর অন্ধকারকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করে আমার উন্মুক্ত বালিকা হৃদয়কে চির তমসাচ্ছন্ন করে দিয়েছ। সজীব প্রাণে নির্জীবতা

এনেছ, জড়তা এনেছ, অমৃতে গরল ঢেলেছ। মনে পড়ে কি আট মাস তোমারই আশা-পথ চেয়ে ৩০শে ফাল্গুন লক্ষ্য করে বসেছিলাম! একবার বুঝেছিলে কি যে, এক একটি দিন এক একটি সুদীর্ঘ বৎসর ব'লে আমার বোধ হ'ত। আমি শুধু তোমারই স্মৃতি নিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু তুমি সুধাংশুমোহন! আমার প্রতি সুবিচার করেছিলে কি? সেই ৩০শে ফাল্গুনের কথা স্মরণ হয় কি? তুমি হাসতে হাসতে মলিনাকে নিয়ে আরও দূর কাশ্মিরে চলে গেলে। একবার ভাবলে না বঙ্গে পদদলিতা সরযূ কি যাতনায় ছটফট করছে! একবার ভাবলে না, যে তোমার উপেক্ষাতে একটি কোমল প্রাণ চূরমার হয়ে যাচ্ছে। যাক্, যা ভাল বুঝেছ তা করেছ। যা ফেরবার নয়, যা তুমি বা আমি প্রাণ দিলেও আজ প্রতিকার করতে পারি না, তা নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ? যা গেছে তা আর ফিরবে না। তবে অনর্থক পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে যন্ত্রনা ভোগ করা কেন? আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নাই—এ জীবনে কখনও তা করবও না। তুমি কিছু মনে ক'র না। তোমার দোষ কি? তোমার অপরাধ কি? দোষ আমার অদৃষ্টের—দোষ আমার কর্ম্মফলের।"

সুধাংশুমোহন নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। গণ্ড বাহিয়া শতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পরে উত্তর করিলেন "কেন সরযূ একদিন যা ভুল করেছি আজ কি সে ভুলের সংশোধন করা যায় না? এখন কি তার কোন প্রতিকারই হয় না?"

সরযূর অধরোষ্ঠে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তারপর বলিলেন "বাতুল তুমি! তুমি বিবাহিত—সংসারী। এখন আর এর কি প্রতিকার হ'তে পারে? আমার যা ঘটবার তা ত ঘটেছে—আমায় যা করবার তা ত করেছ! আবার কেন সংসার সাগরের আর একটি প্রস্ফুটিত কমল কলিকাকে পদদলিত করতে চাও? আর একটী সংসারকে ভাসাতে চাও? না, তা হয় না, সুধাংশুমোহন।"

"তবে কি আর অন্য কোন উপায় নাই—তবে কি আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই।"

"কিসের মার্জ্জনা সুধাংশুমোহন! কি অপরাধ তোমার? আজ আট বৎসর পূর্ব্বে যে প্রাণ তোমার চরণে উপহার দিয়েছি, সেই প্রাণ এখনও তোমার চরণে পড়ে আছে। এ হৃদয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে প্রত্যেক শিরায় শিরায় তোমার ছবি আঁকা আছে—এ হৃদয় তোমার স্মৃতিতে পূর্ণ আছে। একবার ভেবেছ কি, কেন এ সুদূর পশ্চিমে লাহোরে ছদ্মবেশে কল্পিত নামে আত্ম পরিচয় দিয়ে একাকিনী দুরন্ত তরঙ্গের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছি? এ দেহ এ প্রাণ তোমার জন্য রেখেছি—তোমার সেবায় এ দেহ বিসর্জ্জন দিব ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে?"

"এ হৃদয়ে আগুন জ্বলছে! কৃপাময়ি! তবে কি অভাগাকে কৃপা করে শান্তি বারি দান করবে না—অভাগার জ্বালা কি নিভাবে না?"

"আমার প্রাণ দিলে যদি তোমার শান্তি হয় তা হ'লে আমি তাহাও দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সুধাংশুমোহন? ইহার অধিক

আর আশা ক'র না। আমার ব্রতভঙ্গ করবার চেষ্টা ক'র না—আমার লক্ষ্যচ্যুত কর না—আমায় পাপে মতি দিও না। তোমারই অনাদর আমায় কঠোর সংযম শিক্ষা দিয়েছে। তোমায় ভালবাসা হারিয়েই আমি জগৎকে ভালবাসতে শিখেছি। তোমারই প্রেম এ প্রলোভনময় সংসারে আমাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছে। তোমারই প্রেম আমায় আত্মত্যাগ শিখিয়েছে। আমার সমস্ত ভোগবিলাস আমি আমার দেবতার চরণে উৎসর্গ করেছি। শুধু কঠোর কর্ত্তব্য ধ'রে এই দেহ ভার সহ্য করছি। আর অন্য শিক্ষা নিতে চাইনা। তুমিই আমার দেবতা—তুমিই আমার শিক্ষা গুরু। তুমি তোমার শিষ্যাকে রক্ষা কর। অবলার প্রাণে আর পঙ্কিল তরঙ্গ তুল না। আমার কঠোর ব্রত যাতে সুশৃঙ্খলে ও সম্পূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয় তাহাই কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

স্থির চিত্তে ও ধীরভাবে সুধাংশুমোহন এই কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর উন্মাদের মত রোদন করিতে করিতে বলিলেন "আমি নরপিশাচ—আমি দানব। আমি স্বর্গের দেবীকে পদদলিত করেছি। এত প্রেম—এত স্বার্থত্যাগ—তার এই প্রতিদান? এত ভালবাসা—তার এত অনাদর? এই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি?" এই বলিয়া সুধাংশুমোহন গৃহত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিস্ সেনা সুধাংশুর হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় তাহাকে বসাইয়া বলিলেন—

"যখন এসেছ তখন আর একটু ব'স। আমার কথাগুলি শেষ করতে দাও। বালকের মত অত উতলা হ'ও না।"

"আমি তোমার কাছে বসবার অযোগ্য। দেবতার কাছে সয়তান থাকতে পারে না।"

"ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমি পূর্ব্বে যা বলেছি, এখনও তাই বলেছি। যা হ'বার হ'য়ে গেছে। এখন অনুশোচনা বৃথা। তুমি একবার শপথ ভঙ্গ করেছ—আর শপথ ভেঙ্গো না। আবার শপথ কর—আমার ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করবে না! তা হ'লে আমি সুখী হবো। আর যাতে তোমার শান্তি আসে তাই করবো।"

"বল কৃপাময়ি! তবে কি আমার এখনও উপায় আছে? আমি আর শপথ ভাঙ্গবো না! যা বলবে তাই পালন করবো! আজ হতে তুমি আমার ধ্রুবতারা—আমার লক্ষ্য। দাও, দাও আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি এনে দাও।"

"ভোগ ও বিলাস নিয়ে তুমি উন্মত্ত। তোমার প্রাণে অশান্তি আসবে এতে আর বিচিত্র কি আছে? সুধাংশুমোহন। ধর্ম্মে আস্থাবান হও। সংযম শিক্ষা কর, নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই।"

সেই দিন হইতে মিস্ সেনা দ্বারবান, ভৃত্য, সরকার ও ধাত্রীকে আদেশ দিল সুধাংশুমোহন আসিলেই যেন তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অন্দরে লইয়া যাওয়া হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুধাংশুমোহনের আর বাড়ীঘর ভাল লাগে না। মায়ের পবিত্র স্নেহ, মলিনার অকৃত্রিম ভালবাসা, সংসার, গৃহধর্ম্ম, এসব কিছুতেই আর তাহার তেমন তৃপ্তি নাই। ইহাদের মোহিনী-শক্তি যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সরযূই তাহার একমাত্র উপাস্য—আরাধ্য—আকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ সময় এখন সরযূর সঙ্গে কাটিয়া যায়। কেবল আহারের সময় এক একবার বাড়ী আসেন বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। কোন কোন দিন তাহাও ঘটিয়া উঠে না। বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্য করিয়া—শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া—বাড়ীতে আহাররূপ গলগ্রহটী কাটাইবার চেষ্টা করেন।

যদিও পরোপকার ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে সরযূ সুধাংশুমোহনকে সাহায্যকারীরূপে পাইয়া সুখী হইতেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন। বিশেষতঃ রাত্রে তিনি সুধাংশুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে সরযূ বিশেষ দুঃখিত হইতেন। অনেক বুঝাইয়া যখন সরযূ তাহাকে মলিনার নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেন, তখন সুধাংশুমোহন ছলছল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাহার সেই মিনতিপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া সরযূর

চক্ষুও সজল হইয়া উঠিত। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতেন, এই সুধাংশুমোহন আমার হইত। এত প্রেম—এত ভালবাসার অধিকারিণী একদিন আমিই হইতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই ভগবান আমার সম্পত্তি আমায় না দিয়া অপরকে দিলেন। যাকে দিয়েছেন, সেই ভোগ করুক। সুধাংশুমোহন যে এখন আমার নয়—সে যে মলিনার। মলিনার জিনিসে আমার কি অধিকার আছে? অনেক পাপ করেছি, তাই এ জীবনে সুখী হইতে পারিলাম না। পরের জিনিস কেড়ে নিয়ে পাপের উপর আর পাপ সঞ্চয় করি কেন? সুতরাং সরযূ চোখের জল চোখে শুখাইয়া—পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া—সকল কষ্ট সহ্য করিয়া সুধাংশুমোহনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। সুধাংশুমোহন চলিয়া গেলে উপাধানে মুখ লুকাইয়া সরযূ কত কাঁদিতেন।

সুধাংশুমোহন সরযূর নিকটে সজল নয়নে বিদায় লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেন, তখন কোন দিন রাত্রি ১২টা, কোন দিন বা রাত্রি ১টা হইয়া যাইত। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাজের ছুতা দেখাইতেন। প্রত্যেক দিন বিলম্ব দেখিয়া মলিনা যখন তাহাকে জেরায় জেরায় অস্থির করিয়া তুলিত, তখন তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন—কোনরূপ উত্তর করিতেন না। তবে যেদিন বড় জ্বালাতন হইতেন, সেদিন ক্রুদ্ধ হইয়া মলিনাকে তিরস্কার করিতেন। এখন কথায় কথায় মলিনাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই মুখ ভার করিয়া থাকেন,

অল্প কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠেন। আর সে হাসি নাই, আর সে চোখে চোখে কথা নাই—আর সে ভালবাসা নাই, সদাই বিমর্ষ। যেন কার ধ্যানে নিমগ্ন। স্বামীর এ ভাবান্তর দেখিয়া মলিনা বড় চিন্তিত হইল। তাঁহার এই ঔদাসিন্য, এই উপেক্ষা, এই প্রেমালস্যতা তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু সুধাংশুমোহনের কথা গোপন রহিল না। জনরবের হাওয়ায় সে কথা ভাসিয়া আসিয়া প্রথমে মলিনার কাণে গেল, ক্রমে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, সুধাংশুমোহন এখন মিস্ সেনার প্রেমে উন্মত্ত, দিনরাত তাহার বাড়ীতেই অতিবাহিত করেন। মিস্ সেনা যে সেই পূর্ব্বের সরযূ, তাহাও কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। সেই "বেহ্ম" মাগী এতদূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছে বুঝিয়া অন্নপূর্ণা দাসী মনে মনে তাহাকে অনেক গালি পাড়িলেন। ঠাকুর দেবতাদিগকে পূজা দিব বলিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি পুত্রের দুর্ব্যবহার ও মলিনার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই চিন্তিতা হইলেন। কি করিবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

মলিনাও বুঝিল, এতদিনে তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাহার সেই প্রেমময় স্বামী এখন আর তাহার নাই। তিনি এখন মিস্ সেনার। মিস্ সেনার মোহে তিনি এখন আত্মহারা। তাঁহার হৃদয়ের এতটুকু যায়গায় তাহার আর স্থান নাই। এত

অল্প বয়সে স্বামীর ভালবাসা হারাইয়া মলিনা প্রথমে গোপনে কত কাঁদিল। ঠাকুর দেবতার কাছে উদ্দেশে জোড় হাতে বলিল—"হে ঠাকুর, হে হরি, হে মা কালি, আমার স্বামীর সুমতি দাও, তাঁর মনে বল দাও, তাঁকে ঘরবাসী কর। তা না হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, এ সাজান সংসার ছারখার হয়ে যাবে।" কিন্তু সুধাংশুমোহনের মতিগতি ফিরিল না। অবশেষে স্বামীকে কত বুঝাইল—পায়ে ধরিয়া কত মিনতি করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহর। আহারান্তে সুধাংশুমোহন মিস সেনার বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হইবেন, এমন সময় মলিনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং কপাটের গায়ে নিজের পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই আচরণ দেখিয়া সুধাংশুমোহন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কপাট খুলে দাও!"

মলিনা নীরব—নিস্পন্দ।

সুধাংশু অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আঃ কি বিপদে পড়েছি—কপাট খুলে দেবে কিনা?"

মলিনা তথাপি এক পা'ও নড়িল না। নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

সুধাংশুমোহনের বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। রুক্ষভাবে বলিল "কি জ্বালাতনেই পড়েছি। ঘ্যানঘ্যানে প্যানপেনে মেয়ে

মানুষ আমি দুটি চক্ষে দেখতে পারি না। কপাট খুলে দাও, আমি বেরিয়ে যাই, তারপর খুব কেঁদ এখন।"

মলিনা চোখের জল মুছিয়া বলিল "আজ আর সেখানে যেতে পাবে না।"

"কেন, তোমার আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকতে হবে?"

স্বামীর তাড়া খাইয়া মলিনা হঠিল না। বলিল "বেশ, তাতেই বা দোষ কি? তুমি ত আগে আমায় কত ভালবাসতে—কত আদর যত্ন করতে? এখন তোমার সে ভালবাসা কোথা গেল? কেন আমায় এখন এত হেনস্থা করছ? কি অপরাধ করেছি?"

সুধাংশুমোহন গম্ভীর হইয়া বলিল "শোন মলিনা, অপরাধ তোমার নয়। অপরাধ আমার। আমি একটা ভুল করেছি—মস্ত ভুল করেছি! সেই ভুলের মাশুল দিতে চাই! একটা পাপ করেছি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই! আমার প্রাণে কুল কাঠের আগুন জ্বলছে। শান্তি নাই—সুখ নাই। সে দেবীর কৃপা ভিন্ন হৃদয়ের এ জ্বালা নিভবে না—দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি পাব না!"

"নিজে এক দিকে শান্তি লাভ করতে গিয়ে আর একটী সংসারকে আগুনে ফেলে দেবে—একটী সাজান বাগানে আগুন জ্বালিয়ে দেবে? ওগো তোমার পায়ে পড়ি আর সেখানে যেও না!"

"ঘোর স্বার্থপর, তোমরা! তোমরা আমার জ্বালা বুঝবে

না। বোঝবার শক্তিও তোমাদের নাই। যাক্, আমায় যেতে দাও। আর এক কথা—৩।৪ দিনের মধ্যে সরযূ মহীশূর যাবে। আমিও তার সঙ্গে দিন কতক বেড়িয়ে আসব। এখানকার জল হাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না!"

সরযূর সঙ্গে মহীশূর যাইবার কথা শুনিয়া মলিনার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে সুধাংশুমোহনের পা দুটী জড়াইয়া বলিল "ওগো, অত নিষ্ঠুর হয়ো না। আমায় পরিত্যাগ করে যেও না!" তৎপরে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল "এই তোমার পায়ে মাথা রেখে দিচ্ছি—আমায় মেরে ফেলে তোমার আপদ বালাই দূর করে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাও।"

সুধাংশুমোহন বিরক্ত হইয়া পদদ্বয় সরাইয়া লইতেই মলিনার মাথাটা মেঝেয় পড়িয়া খানিকটা কাটিয়া গেল। সুধাংশুমোহন সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না। বলিলেন "দেখ মলিনা, তুমি যদি এরকম কর তা হলে আমি আর কখন বাড়ী আসব না! আমি তোমাদের কিসের অভাব রেখেছি। গাড়ী ঘোড়া সহিস কোচোয়ান ঝি চাকর কিছুরই ত অভাব নাই, তবে আমি কি করি না করি তা তোমাদের দেখবার কি দরকার?"

"আমি গাড়ী ঘোড়া কিছুই চাই না—চাই তোমাকে। তোমার দাসী হয়ে থাকতে চাই। তোমার ভালবাসা হারিয়ে আমি রাজার ঐশ্বর্য্য চাই না। তুমি যদি আমার কাছে থাক তা হ'লে আমি পাতার কুটিরে থাকতে পারি।"

"বেশ, তাই থাক। আমায় যেতে দাও।"

"না—আমি তোমায় কোনমতে যেতে দেব না। আমায় মেরে তবে যাও।"

দেখ কেন মিছিমিছি একটা কেলেঙ্কারি বাড়াচ্চ! আমি যাবই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও রাখতে পারবে না।"

"না, তুমি যেতে পাবে না।"

সুধাংশুমোহন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি জোর করিয়া কপাট খুলিয়া যেমন কক্ষের বাহির হইবেন, এমন সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মলিনাকে ক্রন্দননিরত ও সুধাংশুমোহনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সমস্ত বুঝিলেন। বলিলেন "হাঁরে সুধাংশু, তোর আচরণটা কি বল দেখি? এমন সোনার প্রতিমা বউকে—কোথাকার কে এক রাক্ষুসি মাগী—তার জন্য এত হেনস্থা করছিস? সেই ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে। তা না হলে তুই ত আগে এমন ছিলি না। সেই মাগিই তোকে বুঝি এত করতে শিখিয়েছে?"

সরযূকে "রাক্ষুসী মাগী" "ডাইনি" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করায় সুধাংশুমোহন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একবার মনে হইল তিনি বলেন "মা—এ অধর্ম্ম করতে তোমরাই আমাকে প্রথমে শিখিয়েছিলে। একটী নিরীহ বালিকার বুকে পদাঘাত করতে তোমরাই ষড়যন্ত্র করেছিলে! কই তখন ত লেকচার দিতে আসতে পার নাই।" কিন্তু প্রকাশ্যে সে সব কথা কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন "দেখ, মা, আমি তোমাদের কারুর প্রতি কোন অন্যায় করি নাই—আর করবও না। তবে তোমরা মিছিমিছি যদি

সন্দেহ করে মনে কষ্ট পাও সে কি আমার দোষ! সে দোষ তোমাদের। তোমাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের। যাক্—তোমাদের সন্দেহ নিয়ে তোমরা থাক—আমি আর এখানে বেশী দিন থাকব না। আগামী রবিবারে আমি মহীশূর যাব।

"সেখানে কি? কার সঙ্গে যাবি?"

"তুমি কাকে চেন বল।"

"সেই ডাক্তার ছুঁড়ির সঙ্গে বুঝি।"

সুধাংশুমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "হাঁ"।

পুত্রের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা দাসী একবারে অবাক হয়ে গেলেন। বলিলেন "হাঁরে সুধাংশু, তোর এতদূর হয়েছে—"

"আরও হওয়া উচিত ছিল" বলিয়া সুধাংশুমোহন ক্রুদ্ধ পদ-বিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা দাসী প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় স্থিরভাবে দাড়াইয়া রহিলেন।

মলিনা একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনায় বুকখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া ভাবিল—ভয় কি বিষ আছে—আফিং আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিস্ সেনার সহপাঠি ইন্দিরা মহীশূরে আছেন। তাঁহার বিবাহ। তাই মিস্ সেনা তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সুধাংশুমোহন মহীশূর যাইবার জন্য ক্ষেপিয়াছেন। মিস্ সেনা জানিতেন না যে, সুধাংশুমোহনের গমনের পথে অত বড় একটা অন্তরায় আছে। মিস্ সেনা মলিনাকে ভগ্নির মত ভাবিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মলিনাকে জানাইয়া ও বাড়ির মত লইয়া সুধাংশু মহীশূর যাইতেছেন। মলিনা যে মিস্ সেনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে ও তাঁহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া মনে ঈর্ষা পোষণ করিতেছে ইহা তিনি কল্পনায় আনিতে পারেন নাই। আগামী কল্য প্রাতে ১০টার ট্রেণে তিনি যাত্রা করিবেন তাই এখন আয়োজনে ব্যস্ত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন সময় শান্তা আসিয়া খবর দিল যে, একটি বাঙ্গালীর মেয়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সরযূ তাহার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি চায় ?"

"বোধ হয় কিছু ভিক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দেখলে গরীব বলেই মনে হয়। তাহার নামও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললে —মলিনা।"

মলিনার নাম শুনিয়া মিস্ সেনা চমকিত হইয়া উঠিলেন।

তৎক্ষণাৎ শান্তাকে বলিয়া দিলেন—"আদর যত্ন ক'রে তাকে শীঘ্র আমার ঘরে নিয়ে আয়।" শান্তা চলিয়া গেল।

মিস্ সেনা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"মলিনা হঠাৎ বিনা আহ্বানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে কেন? নিশ্চয় কোন বিশেষ গুহ্য কারণ আছে।"

শান্তার সহিত মলিনা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"এ কি? একি সেই মলিনা? যার সঙ্গে দিন রাত ২০।২৫ দিন একত্রে থেকে সুধাংশুর সেবা করেছি, একি সেই মলিনা? এত অল্প সময়ের মধ্যে এ পরিবর্ত্তন কি করে ঘটলো?" মলিনাকে দেখিয়াই মিস্ সেনা মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন।

মলিনা গৃহে প্রবেশমাত্র মিস্ সেনা তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—

"ভগ্নি! ভাল আছ ত? আজ আমার কি সৌভাগ্য? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?"

মলিনা কি বলিতে গেল। কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে কথা কহিতে পারিল না। মিস্ সেনার মুখ পানে চাহিয়া মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল। মিস্ সেনা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। আজ দীন দরিদ্রবেশে মলিনা এখানে কেন? সদা প্রফুল্লতাময়ী সহাস্যবদনা, সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমতী মলিনার আজ এ কি বেশ? তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন ভগ্নি! তোমার প্রাণে কিসের কষ্ট? বল দিদি—

আমায় বল।" তাহার পর তাহার কপালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

"একি? কিসের দাগ? কোন আঘাত লেগেছে নাকি? (তখনও মলিনার কপালের ফুলো কমে নাই) বল, কি হয়েছে। আমি তোমার বোন, এই ভেবে তোমার কি কষ্ট আমাকে খুলে বল?"

"আমি বড় অভাগিনী। আমি আজ তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

"ভিক্ষা? তোমায় অদেয় আমার কি আছে? তোমার এক ইঙ্গিতে যে সর্ব্বস্ব দিতে পারে তার কাছে আবার ভিক্ষা কি, দিদি?"

"আমি আমার স্বামী ভিক্ষা চাই। আমি সব শুনেছি। তুমিই তাঁহার সেই সরযূবালা। তোমার মোহিনী শক্তিতে আজ আমার স্বামী উন্মত্ত—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। অভাগীকে ভগ্নি ব'লে যদি একবারও মনে ভাব, তবে দয়া করে আমার স্বামীকে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে একটি সাজান সংসারকে রক্ষা কর।" এই বলিয়া মলিনা মিস্ সেনার পা জড়াইয়া ধরিলেন। মিস্ সেনা তখনও সমস্ত ব্যাপার ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইয়া বলিলেন—"একি? একি কর? ছি! পা ছাড়, বোন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না—সব কথা খুলে বল?" মলিনা চক্ষের জল মুছিয়া ও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিল—

"তাঁহার আরোগ্য লাভের পর তিনি তোমাকে চিনে ফেলেন ও তোমার সঙ্গে দেখা শুনা করেন। দু চারি দিন দেখা শুনার পরই তিনি যেন কেমন একরকম হ'য়ে গেলেন। দিনরাত তোমারই ধ্যানে, তোমারই চিন্তার মগ্ন। ঘরে আর মন টিকে না। আর কিছু ভাল লাগে না—কোন কথা বললেই রেগে উঠেন—কাছে থাকলে বিরক্ত হন। সদাই কি যে প্রবল দুশ্চিন্তা—কি যে অন্যমনস্ক ভাব তাহা মুখে বর্ণনা করা যায় না। গৃহ সংসার কর্ত্তব্যই সমস্ত উপেক্ষা ক'রে ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ভাল বাসেন। পরিশেষে আমাদের এই বিদেশ প্রান্তরে রেখে তোমারই সঙ্গে মহীশূর যাবেন প্রস্তাব করেছেন। বিশেষতঃ এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহার যেন বেশী ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। আর অধিকদিন এই ভাবে থাকলে তিনি সমস্ত সংসার ভুলে তোমাকে নিয়েই উন্মত্ত হবেন। কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কত কেঁদেছি, পায়ে পড়ে কত মাথা খুড়েছি—এই দেখ এখনও তার নিশানা কপালে রয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। সেই একভাব—সেই এক উত্তর—যা ভাল বুঝবো করবো—কারও কোন কথা শুনবো না। পিতামাতাকে উপেক্ষা করে—অমার প্রাণে পদাঘাত করেও তিনি নিশ্চিন্ত নন। পূর্ব্বেকার সে প্রেমের চক্ষে তিনি আর দাসীকে দেখেন না। আমি এখন তাঁর নেত্রশূল। ভগ্নি! সংসারের সব কষ্ট সহ্য হয় কিন্তু প্রণয়ের অত্যাচার সহ্য হয় না। আর সহিতে পারি না।. প্রাণের যাতনা কাকে বলব? কে বুঝবে?

যিনি আমার উপাস্য দেবতা, যিনি আমার সম্পদে বিপদের সঙ্গী, তিনি যদি অযত্ন করেন, তিনি যদি পদাঘাত করেন—বল বোন, বল, কে আমার মুখ পানে যাইবে ? তবে কার আশায় কার আকিঞ্চনে এ প্রাণ রাখবো ? দেখ ভগ্নি ! প্রাণ দিতে কষ্ট কি ? স্বামীর জন্য প্রাণ দিব সেত বেশী কথা নয়। শুধু একটা কারণে এখনও মরতে পারি নি। তুমি দয়া না কর—ভিখারিণীকে ভিক্ষা যদি না দাও, তা'হলে আমি মরবো—নিশ্চয়ই মরবো। দিদি ! এখনও মরতে পারি নি কেন জান ? নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করবো তাতে কার কি বলবার আছে ? কিন্তু আর একটি প্রাণ জঠরে ধরেছি। তার এখনও মুখ দেখি নি বটে, তবু তাকে মারতে বড় মায়া হয়—বড় কষ্ট হয়। তারই জন্য এ হতভাগিনী এখনও মরতে পারেনি—তারই জন্য এখনও বাঁচতে সাধ হয়। আজ বড় আশায় ভিখারিনী বেশে তোমার কাছে স্বামী ভিক্ষা করতে এসেছি। ভিক্ষা দেবে কি না জানি না। না দাও, আমার পথ প্রশস্ত আছে—তাই অবলম্বন করবো।"

নীরব নিস্পন্দ ভাবে মিস্ সেনা মলিনার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীগুলি শুনিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরে মলিনাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ভগ্নি ! স্বামী সোহাগিনি, আজ স্বামীর অযত্নে তুমি এ বুক ভরা দুঃখ—স্বামীর অনাদরে প্রাণে এ দুর্ব্বিসহযাতনা ভোগ করছ কেন ? তোমার কিসের ভাবনা —কিসের দুঃখ ? আমি বেঁচে থাকতে তোমার একগাছি কেশ স্পর্শ

করে এমন সাধ্য কার ? আমি থাকতে তুমি জগতে জ্বালা সহিবে কেন ভাই ? ভগ্নি ! সত্য, আমিই সেই সরযূবালা। সত্য তোমারি মত সুধাংশুমোহনকে বুকভরা ভালবাসা দিয়েছি। তোমারি মত সুধাংশুমোহনকে স্বামী ব'লে এতদিন পূজা করে এসেছি। সতী সাবিত্রী তুমি—স্বামী প্রেমে পাগলিনী তুমি—তুমিই আমার দুঃখ কতকটা বুঝবে। আজই উপযুক্ত সময়। তোমাকেই বোঝাব তাকে কত ভালবাসি। আজ না বোঝালে বোধ হয় এ জীবনে আর সুযোগ মিলবে না।"

এই বলিতে বলিতে মিস্ সেনার গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। আজ মিস্ সেনার ভ্রূক্ষেপ নাই। সমদুঃখভাগিনীকে কাছে পাইয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া তাঁহার মনোবেদনা জানাইতে লাগিলেন। মিস্ সেনা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ভগ্নি ! সত্য প্রাণ অপেক্ষা তাঁকে ভালবাসি। আমার অদৃষ্ট দোষে বিধি আমার বাসনা অপূর্ণ রাখলেন। তোমার মত আমিও মরতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু মরিনি কেন, জান ? যাঁকে দেখলে তৃপ্তি, যাঁর চিন্তায় আনন্দ, যাঁর ধ্যানে সুখ—সেই সুধাংশুমোহনের জন্যই মরতে পারিনি। কিন্তু মরতে পারি নি বলে একদিনের জন্যও তোমার অশান্তি কামনা করি নি। ঈশ্বর শপথ বলছি, সুধাংশুমোহনের গৃহে আগুণ জ্বলবে এ সংকল্প কখন করিনি। আমি জ্বলে পুড়ে মরছি আর যতদিন বাঁচবো তুষের আগুনে জ্বলে পুড়ে মর্‌বো কিন্তু তা ব'লে তোমার প্রাণে আগুন জ্বালবার সাধ কখন করিনি। আমি ভেসেছি ব'লে

তোমার সংসার ভাসাব এ কল্পনা কখনও হৃদয়ে আনি নি।”

এই বলিয়া মিস্ সেনা একটু থামিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল এক দৈবশক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মলিনা তাঁহার দেব-প্রকৃতি দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। হৃদয় আবেগ থামাইতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

“বল দিদি! বল বোন! অভাগীর ভিক্ষা তবে মিলবে কি?”
মিস্ সেনা আবার বলিতে লাগিলেন—

“অধিক কি বলবো ভগ্নি! এই পর্য্যন্ত বলতে পারি—অভাগীর তুচ্ছ প্রাণ বলি দিলে যদি তোমার শান্তি হয়, যদি সুধাংশুমোহনের গৃহ বজায় থাকে—আর আমার মলিনা—পতিবিরহিনী মলিনা যদি নিজের স্বামীকে ফিরে পায়, তাহলে এ অভাগিনী নিজের প্রাণ অবধি দিতে কুণ্ঠিত হবে না। ভগবান আমায় দিলেন না—ক্ষতি নাই। ভাগ্যবতী সতী আমার! প্রাণ অপেক্ষা আদরের তুমি —মলিনা আমার! তোমাকে যদি সে সৌভাগ্য ভগবান দিয়ে থাকেন, আমি কখন সে সৌভাগ্য কেড়ে নেব না। তোমার নির্ম্মল আকাশে কালমেঘের ছায়া অবধি আসতে দিব না। আশীর্ব্বাদ করি স্নেহের পুতলী পুত্রের জননী হ'য়ে—পতি সোহাগিনী হয়ে তুমি সুখে ঘরকন্না কর। আমার কার্য্যের দ্বারা তোমার এতটুকু অপকার ঘটবে না। তোমার গৃহশান্তি যাতে চিরদিনের মত বজায় থাকে তাহা আমি নিশ্চয়ই করবো। আমি শপথ করছি মহীশূর যাবো না—তোমার স্বামীকে আমার সঙ্গে যেতে দেব না।

আমাকে বিশ্বাস কর। চোখের জল মুছে ফেল। আমি জীবনে মরণে বন্ধু তোমার।"

মলিনা মিস্ সেনার নিস্বার্থপরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শেষে বলিল—"ভগ্নি! হতাশ প্রাণে তুমি আবার আশার সঞ্চার করে দিলে। আমার আবার বাঁচবার সাধ হচ্ছে। ভগবান কি দিয়ে তোমার পবিত্র প্রাণ সৃজন করেছেন। তুমি এই কুৎসিৎ সংসারের লোক নও। তুমি সংসার ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী—প্রেমময়ী পুণ্যময়ী দেবী!"

"ভগ্নি! আমি বড় দুঃখিনী। এ জগতে তুমিই সুখী। তুমি আরও সুখী হও। আমি সহিতে এসেছি—আবার সহিতে চল্লাম। মনে ছিল প্রাণের কথা কাকেও বলবো না। কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ যা আজ বললাম, একথা অন্ততঃ আজ রাত্রের মধ্যে কাকেও ব'লো না। এই আমার অনুরোধ। ক্ষমাকর ভগ্নি। আমার অনেক কাজ বাকি। আমার অপেক্ষা করবার অধিক সময় নাই। আজ বিদায় দাও। জানি না, এ জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘটবে কি না।"

এই বলিয়া মিস্ সেনা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শান্তাকে আলোর বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। শেষে মলিনার গণ্ডে একটি সুদৃঢ় চুম্বন করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে মিস্ সেনা মলিনাকে বিদায় দিলেন। তারপর তিনি একাকিনী গৃহ মধ্যে বসিয়া ক্ষণেক নিবিড় চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে সুধাংশুমোহন শয্যা হইতে মাত্র উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় মিস্ সেনার সেই পাঞ্জাবী চাকরটি তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র পাইয়া সুধাংশুমোহন ভাবিলেন যে, আজ বেলা ১০ টার ট্রেনে মহীশূর যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জন্য বুঝি বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় সমাচার আছে তাই মিস্ সেনা পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একবার দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলেন। প্রথমে ভাবিলেন বোধ হয় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মিস্ সেনা কোথায়?"

"তিনি কাল রাত্রি ১৷৹ টার ট্রেণে কোথায় চলে গেছেন তা আমরা বলতে পারি না।"

"কিছু ব'লে যান নি?"

"না। আমাদের মাহিনা পত্র চুকিয়ে দিয়ে ও প্রত্যেক চাকরকে ৫০০ টাকার এক একখানি চেক লিখে দিয়ে চলে গেছেন।"

"ফিরে আসবেন কি না কিছু বলেছেন?"

"সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তবে যাবার সময় বলেছেন —আমি উপস্থিত যাচ্ছি। আর ফিরবো কি না জানি না। শুধু

আপনাকে উদ্দেশ ক'রে বলে গেছেন—এই পত্রখানি ও চাবিটি তাঁকে দিও। আর শপথ দিয়ে বলেছিলেন যেন রাত্রে আপনার কাছে তাঁহার সংবাদ নিয়ে এসে কেহ জ্বালাতন না করে।"

"সর্ব্বনাশ করেছে।" অধিক কিছু আর বলিতে পারিলেন না। সুধাংশুমোহন তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যকে বিদায় দিয়া উন্মত্তের মত সেই পত্রখানি লইয়া নিজের আফিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবার সেই পত্রখানি পড়িলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পত্রখানি এইরূপ—

"আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব! আমার দেবতা!

এ সংসারে দুঃখভোগ করিবার জন্য আমার জন্ম। এই দুঃখ রাশি মাথায় লইয়া এতদিন সংসার যাত্রা করিতেছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার জীবনের উপর আর একটি সংসারের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিলে আর একটি নিরীহ সরলা বালিকার প্রাণে শান্তি থাকে না। আর সেই বালিকার সুখ শান্তির উপর তোমার নিজেঁর ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। আমি অভাগিনী নিজে ত সুখী হইলাম না, অধিকন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া আর একজনকে অকারণ অসুখী করিতেছি। আমার জীবন দান করিলে যদি তোমার সংসারের অমঙ্গল ও অশান্তি নষ্ট হয় তাহা হইলে যত শীঘ্র পারা যায় এ জীবন নষ্ট করা উচিত নয় কি? তাই মহীশূর যাওয়া স্থগিত করিয়া আমি চলিলাম।

"এণ্টনী বাগানের মমতা আমি এখনও ছাড়িতে পারি

নাই। আমার জীবনের যে কয়টা দিন সুখশান্তি ও আশায় কাটিয়াছে, সেই কয়টা দিনের সহিত আমার এণ্টনী বাগান স্মৃতি জড়ান আছে। বড় সাধ সেই সুখস্মৃতিমাখা এণ্টনী বাগানে—আমার সেই স্মৃতির শশ্মানে—জীবনলীলার অবসান হয়। তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী। চিরবিদায়ের পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখিবার সাধ ছিল। কিন্তু অবসর বড় কম। ভাগ্যে সে সুখ নাই—কি করিব ?"

"আমার কার্য্যের জন্য দুঃখিত হইও না বা অনুতাপ করিও না। আমি তোমার কৃত কার্য্যের কখন অপরাধ গ্রহণ করি নাই। তথাপি যদি তুমি নিজে কিছু মনে কর, এজন্য লিখিতেছি, যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাক আমি প্রফুল্লমনে পবিত্রভাবে তাহা মার্জ্জনা করিলাম। তুমি ভগ্নী মলিনাকে লইয়া সুখী হইও। ভগ্নী বড় অভিমানিনী। তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, তাহার প্রাণে কখন কষ্ট দিও না। যাহা করিয়াছ, তাহা করিয়াছ ; কিন্তু আর অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। আমার নগদ যাহা কিছু আছে, তাহা লাহোর ব্যাঙ্কেই জমা আছে। এই পত্রের সহিত শেষ উইল লিখিয়া দিলাম। ভগ্নি মলিনার গর্ভে যে সন্তান জন্মিয়াছে, সেই এই নগদ টাকার সমস্তরই অধিকারী হইবে। আর কলিকাতা ও হুগলীতে যে সম্পত্তি আছে ও আমার সমস্ত share (সেয়ার) ও কোম্পানীর কাগজ যাহা কিছু আছে, তাহার দ্বারায় যাহাতে দীন-দরিদ্রের উপকার হয়, এইরূপ একটা সদনুষ্ঠান করিও। তোমাকে

আমার এই শেষ উইলের এক্‌সিকিউটার (Executor) নিযুক্ত করিলাম। আর এই পত্রবাহকের হস্তে এই বাটীর চাবী পাঠাইলাম। যাহা কিছু আসবাবপত্র রহিল, তাহা তুমি বিক্রয় করিয়া আমার অন্ত্যেষ্টি ও প্রেতকার্য্য সমাধা করিও।

"আমি চলিলাম। পরজন্ম আছে কি না জানি না। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার মিলে কি না বলিতে পারি না। এ জীবনে কোন পাপ করিয়াছি, এমত বোধ হয় না। প্রাণময় সুধাংশুমোহন! জীবন ভরিয়া শুধু তোমায় ভালবাসিয়াছি। ইহাতে পাপ হইয়া থাকে হইয়াছে, পুণ্য হইয়া থাকে হইয়াছে। ইহার জন্য দণ্ড—কি পুরস্কার পাইব, তাহা ঈশ্বর জানেন। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তোমারই স্মৃতি বুকে রাখিয়া মরিব। তবে যদি আমার কামনা ঈশ্বর পূর্ণ করেন; তবে যেখানেই যাই না কেন তোমাকে যেন আবার পাই। তোমার প্রেমের স্পর্শে যেন পবিত্র হইতে পারি। অন্য কামনা রাখি না। মৃত্যুর শিওরে দাঁড়াইয়া বলিতেছি অন্য বাসনা প্রাণে জাগে না। আমি চিরদিনের মত বিদায় লইতেছি। আমি চিরদিনের মত এ সংসার ত্যাগ করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য তোমাদের সুখী করি। ভগবান জানেন তাঁহার উদ্দেশ্য কি।

"তোমায় আর দেখিতে পাইব না এই কষ্ট হৃদয়ে রহিল, নচেৎ আমি সুখেই মরিতে চলিলাম। আমার সহস্র প্রণাম গ্রহণ করিও। ভগ্নি মলিনাকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও ভালবাসা জানাইও। আমি তাহার বড় ভগ্নির মত। আমি

কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি যেন ভগ্নী স্বামীপুত্র লইয়া সুখী হয়। ইতি—

জীবনে-মরণে—

একান্ত তোমারি—

প্রেম-পাগলিনী—

সরযূ।”

পত্র পাঠ করিয়া সুধাংশুমোহন বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে মলিনা আসিয়া সমস্ত সংবাদ পাইলেন। তিনিও পত্র পাঠ করিয়া আকুল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“তবে কি এ মৃত্যুর কারণ আমি নিজেই? সরযূ নিজে এতটা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অকাতরে পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন! তার তুলনায় আমি কি?” এই চিন্তায় তিনি উন্মত্তর ন্যায় হইয়া গেলেন। কি করিতে কি হইল? যতই তিনি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই অন্তরের যাতনায় ছটফট করিতে লাগিলেন।

সুধাংশুমোহন তৎক্ষণাৎ কতকগুলা নোট বাহির করিয়া স্ত্রীকে ও মাতাকে জানাইয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন। তখন বেলা ৭৷৷৹টা। মলিনা সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ জিদ করিলেন। তাহার মাতাও মলিনাকে সঙ্গে লইবার জন্য কত অনুনয় করিলেন। কিন্তু সুধাংশুমোহন কাহারও অনুরোধ শুনিলেন না। ট্রেণ ছাড়িতে তখনও প্রায়

২ ঘণ্টা কি ২॥০ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। এজন্য অন্ততঃ আরও কিছুক্ষণ যাহাতে সুধাংশুমোহন গৃহে থাকেন ও একটু প্রকৃতিস্থ হন, এজন্য মলিনা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি মলিনার আকিঞ্চন রক্ষা করিলেন না। সুধাংশুমোহন ভাবিতে লাগিলেন যে সরযূবালা এণ্টনী বাগানে পৌঁছিবার প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা পরে তিনি নিজে তথায় পৌঁছিবেন। যদি কোন রকমে এই কয় ঘণ্টা সরযূর স্বেচ্ছামৃত্যু স্থগিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাঁকে নিশ্চয়ই ফিরাইবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে সুধাংশুমোহন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মলিনা যখন এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থমনোরথ হইলেন, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ ধীরভাবে স্বামীকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর যখন স্বামী তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীরসংলগ্ন কালীর চিত্র সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া একমনে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার সেই 'কালিকা পাহাড়ে'র উলঙ্গিনী শ্যামা মূর্ত্তি ও সেই তান্ত্রিক ব্রাহ্মণকে মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে সহস্র প্রণাম করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। সুধাংশুমোহন যথাসময়ে হুগলী পৌঁছিলেন। তখন সকাল। ভোর ৫টা। কোয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। সুধাংশুমোহন ষ্টেশন হইতে নামিয়া একখানা ঠিকা গাড়ি লইয়া বরাবর "এণ্টনী বাগানে"র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন বাহিরের ফটক ভিতর দিক হইতে বন্ধ রহিয়াছে। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেন। কাহারও কোন সাড়া বা শব্দ পাইলেন না। অগত্যা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাংলো বাটিতে জনমানব নাই। যেখানে জগা মালি থাকিত সেখানে গিয়া দেখেন জগাও নাই। সম্প্রতি এখানে যে কেহ থাকে তাহার কোন চিহ্নও নাই। সমস্ত গৃহের দরজা জানলা চাবীর দ্বারা বন্ধ। তিনি হতাশভাবে একবারে গঙ্গার ধারে পুষ্করিণীর সোপান লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। বুক দুরু দুরু করিতেছে—শরীর কাঁপিতেছে। তিন দিন অনাহারে ও ট্রেণে জাগরণে ও মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার দেহের বন্ধন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। সেখানেও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাগান ও পুষ্করিণীর আর সে শোভা নাই। পরিদর্শনাভাবে অনেক স্থানে আগাছা ও জঙ্গল

জন্মিয়াছে। পুষ্করিণীটি পদ্মপত্রে ও মৃণালে প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি ঘাটের কাছে কতকটা স্থান পরিষ্কার। তথাকার জলও কতকটা বেশ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। সুধাংশুমোহন সাহসে ভর করিয়া সোপানের নিকট আসিলেন। সম্প্রতি যে সেখানে কেহ আসিয়াছে, এরূপ তাঁহার বোধ হইল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তবে হয় ত এখনও সরযূ আত্মহত্যা করিতে পারে নাই। ভগবান এমনই কি করিবেন? আমার এত আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

পুষ্করিণীর সোপানমূলের দুইধারে শুভ্র মর্ম্মরমণ্ডিত বসিবার আসন ছিল। সুধাংশুমোহন বহুদিন পরে ক্লান্ত দেহে একবার সেই মর্ম্মর আসনে উপবেসন করিলেন। তিনি বহুবার সরযূকে লইয়া এই মর্ম্মরাসনে বসিয়া প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে কত প্রেমালাপ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বালকের ন্যায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন—

"সরযূ! সরযূ! কোথা তুমি? আমি কি করেছি? এই আমাদের সেই নন্দনকানন! রাক্ষস আমি—পিশাচ আমি। আমি নিজেই সেই নন্দনকাননকে শ্মশানে পরিণত করেছি। আনন্দের হাট নিজেই ভেঙ্গে চুরমার করেছি। সরযূ! সরযূ! আমার সরযূ কোথায়?"

সরযূর কোনও উত্তর পাইলেন না। সেখানে তাঁহার কোন চিহ্নই নাই। শুধু দূর হইতে সেই নির্জ্জন কাননের বাংলো

বাটীর প্রাচীর যেন সুধাংশুকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্রতিধ্বনি করিল—

"সরযূ! সরযূ! তোমার সরযূ সেথায়।"

গঙ্গাবক্ষ হইতে প্রতিধ্বনি আসিল—"তোমার সরযূ সেথায়।"

চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি হইল "হায়—হায়।" সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুমোহনের প্রাণটাও "হায় হায়" করিয়া উঠিল।

সুধাংশু চমকিত হইয়া উঠিলেন। মর্ম্মর আসন পা‌ হইয়া যেমন একটি সোপানে নামিয়াছেন অমনি দেখিলেন—শ্বেত মর্ম্মরপৃষ্ঠে কাল অক্ষরে এই কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে—

"এই পবিত্র স্থানে প্রেম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ এইখানেই সেই মহাব্রত উদ্-যাপন করিয়া চিরদিনের মত চলিলাম।

—অভাগিনী সরযূবালা।"

তখন অন্ধকার তরল হইতে তরলতর হইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইতেছিল। স্বচ্ছ পুষ্করিণীর তল অবধি সুধাংশুমোহনের নেত্র-পথে পড়িল।

কাল অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া ধীর স্থিরভাবে সুধাংশুমোহন পুষ্করিণীর অন্তস্থল অবধি নীরবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বেত লোহিত পদ্মরাজিমণ্ডিত জলমধ্যে শ্বেতশতদলসম কমনীয় ঐ মুখ কার? দেখিয়াই সুধাংশুমোহন চমকিয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন—

"সর্ব্বনাশি! কি সর্ব্বনাশ করলি? আমাকে প্রায়শ্চিত্তের ভ

অবসর দিলি না? ধিক্ এ সংসার! ধিক্ মনুষ্য-সমাজ! ধিক্ তোরে সুধাংশুমোহন! সরযূ! সরযূ! দেবি! প্রাণেশ্বরি! তুমি একা যাবে? আমাকে চিরঋণী ক'রে তুমি স্বর্গে যাবে? একবার ভুল করেছি। সারা জীবন ধ'রে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। আর ভুল করবো না। আমাকে সঙ্গে নাও।"

এই বলিয়া তিনি উন্মাদের মত জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার দক্ষিণ কর দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। সুধাংশুমোহন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন—মলিনা! তাহার পার্শ্বে সেই 'কালিকা পাহাড়ে'র শ্যামামায়ের মন্দিরের জটাজুটধারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"বিশ্বাসঘাতক! উন্মত্ত যুবক! এখনও সংযম শিক্ষা করতে পারলি না? মায়ের সন্তান হ'য়ে মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে চাস্? যা—এখনও সময় আছে, গৃহে ফিরে যা। সারাটি জীবন অনুতাপ করে আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোর একমাত্র বিধি—

অনুতাপ! অনুতাপ! অনুতাপ!

দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি হইল—

অনুতাপ! অনুতাপ!! অনুতাপ!!!

সমাপ্ত

নবপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পুণ্যের সংসার

নির্ভীক "নায়ক" বলেন :—পুণ্যের সংসার পড়িয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকখানি নিঃশঙ্কচিত্তে পুরমহিলাদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে। বৃন্দাবনবাবু বেশ দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত পুণ্যের সংসার গড়িয়াছেন। কেবল কষ্টিপাথরে ঘসিয়াই তিনি সোণার পরীক্ষা করেন নাই। আগুনে পোড়াইয়া পাকা সোণার মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। বইখানি বেশ হইয়াছে, ভাব ভাষা ও ছাপা ও কাপজ সব ভাল। ভাষায় মাধুর্য্য ও ঝঙ্কার আছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

"ভারতবর্ষ" বলেন :—গল্পটির আখ্যানভাগ অতি সুন্দর। লেখকের লিপিকুশলতাও প্রশংসনীয়। অনেকে এখন গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে অনেকগুলি যেন মনগড়া বলিয়া মনে হয়; গৃহস্থের ঘরে তেমন চিত্র দেখা যায় না বৃন্দাবনবাবুর চিত্রের বিরুদ্ধে সে কথা বলা যায় না। চরিত্রগুলিও বেশ হইয়াছে। লেখককে আমরা প্রশংসা করি।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলেন—গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাষা সুমার্জ্জিত ও যথাযথ বর্ণনার উপযোগী। অথচ সরস ও প্রাঞ্জল।

বসুমতী বলেন—বইখানি অতি চমৎকার হইয়াছে। অনেকদিন এরূপ উপন্যাস পড়ি নাই। হিন্দুর প্রত্যেক পবিত্র পুরীতে এই পুস্তকখানি দেখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

শিল্ক বাইণ্ডিং মূল্য ১।৷০ (দেড় টাকা)

দেবী ও দানবী

বহুমূল্য স্বর্ণমণ্ডিত সিল্ক-বাঁধাই। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

যদি একদিকে উপেক্ষিতা পদদলিতা রমণীর জ্বলন্ত প্রতিহিংসা—উন্মত্ত রমণীর ধ্বংসক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য—বিষাক্ত রমণী-সাপিনীর কলসে কলসে বিষ উদ্গীরণ দেখিতে চান, যদি অন্যদিকে স্বর্গীয় প্রেমে অনুপ্রাণিতা সৌন্দর্য্য-ললামভূতা স্বার্থগন্ধ-বিরহিতা সুন্দরী রমণীর পবিত্র প্রেমের জ্বলন্ত ছবি দেখিতে চান, তাহা হইলে এই উপন্যাস পাঠ করুন।

'দেবী ও দানবী' সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

বসুমতী বলেন :—"বৃন্দাবন বাবুর 'দেবী ও দানবী' পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এরূপ......মনোমদ উপন্যাস বহুদিন পাঠ করি নাই। বৃন্দাবন বাবুর লেখনী সাহিত্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করুক।"

"নায়কে"র প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—"বইখানি বেশ—খাসা ভাষা—চমৎকার ঘটনা। পড়িতে খুব আগ্রহ হয়—শেষ হইলে আপশোষ থাকে।"

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ (ঠাকুরতা) বলেন :—"বৃন্দাবন বাবুর লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে।

সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল (কাব্যতীর্থ) বলেন :—বৃন্দাবনবাবুর বইখানি চমৎকার হইয়াছে। আধুনিক যে সমস্ত উপন্যাস দেখিতে পাই, বৃন্দাবনবাবুর 'দেবী ও দানবী' তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আখ্যানভাগ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক—ভাষাও প্রাঞ্জল।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

কর্ণাট-কুমার—ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—সাহিত্য হিসাবে এ নাটকের যেমন তুলনা নাই—নাটকীয় সৌন্দর্য্যও তদ্রূপ ইহার তুলনা নাই—ইহাকে একখানি কাব্য বলিলেও চলে ; ভাব ভাষা অতি সুন্দর। "হিতবাদী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মফঃস্বলের থিয়েটার পার্টির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। অধিক লেখার প্রয়োজন নাই—স্ত্রীলোকের ভূমিকা অধিক নাই। অথচ তজ্জন্য অভিনয়ের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই।

মূল্য ১৲ টাকা।

পুণ্য-প্রতিমা (গার্হস্থ্য উপন্যাস)—হিন্দুর "পুণ্য-প্রতিমা" —বাঙ্গালীর "পুণ্য-প্রতিমা"—লেখকের অমর তুলিকায় কেমন ফুটিয়াছে—তাহা প্রত্যেক পাঠককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এরূপ স্ত্রীপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস বহুদিন প্রকাশিত হয় নাই—ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।

মূল্যও অতি অল্প মাত্র ॥৹